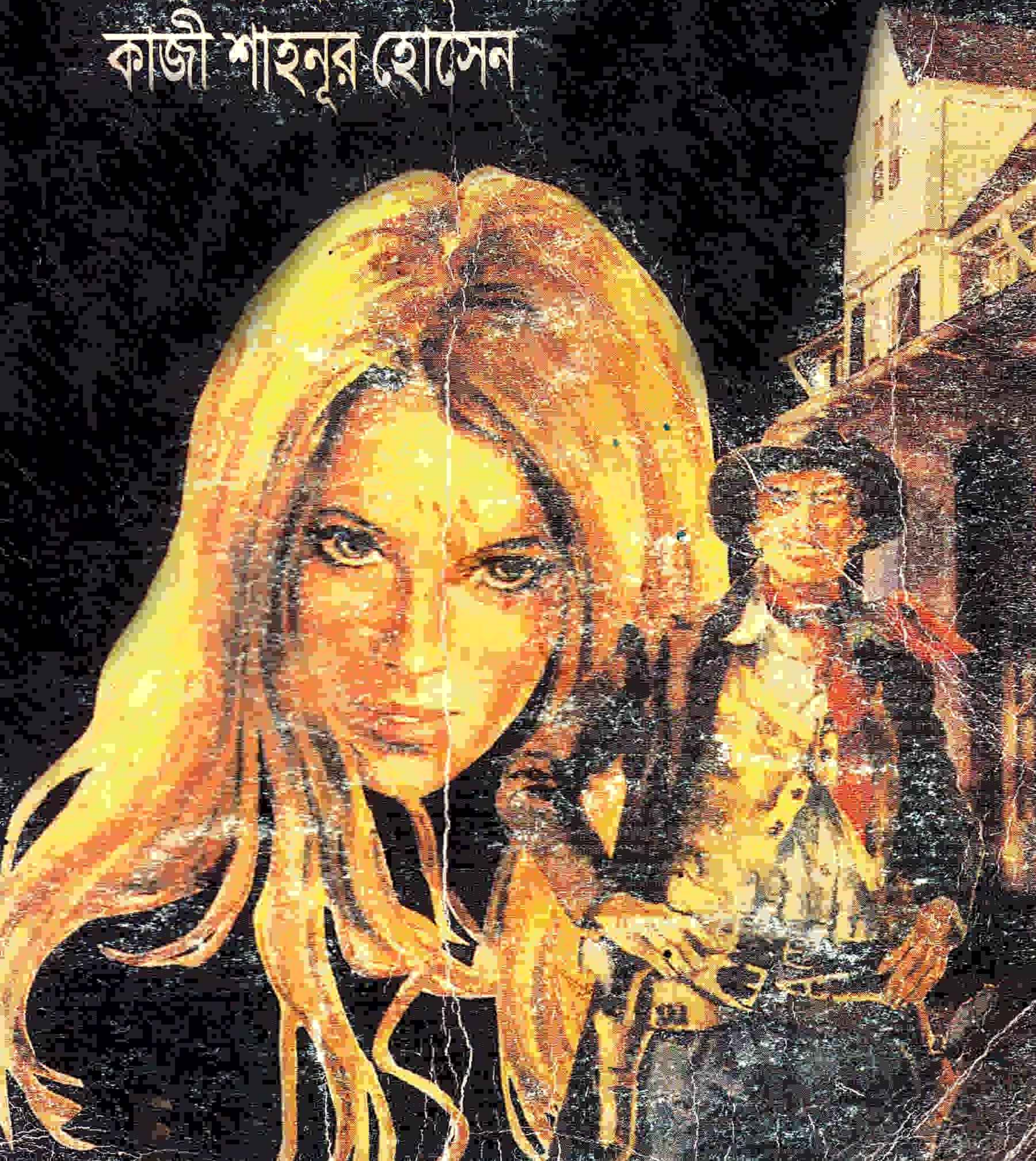
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

নির্জন প্রান্তর

কাজী শাহনূর হোসেন



এক

চারপাশে ধু-ধু, নিঃসঙ্গ, স্থির প্রান্তর। ডানধারে পর্বতমালার চূড়োয় বিক্ষিপ্ত সিডারের দেখা মেলে, বাঁয়ে একটা উন্মুক্ত সমতল ওই দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, ইঙ্গিত দিচ্ছে লালচে পাহাড়শ্রেণীর। এই সীমাহীন বিস্তীর্ণতায় ওয়াগনের গোঙানি আর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ এবং মাথার ওপরে নির্মম দিবাকরের চোখ রাঙানি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

'আর বড়জোর দু'মাইল,' স্ত্রীকে বলল হোলিওক। 'ওই পাথরগুলোর ওপাশটা।' চাবুক দিয়ে নির্দেশ করল ও।

মহিলা অনুভব করল তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। 'কী ভীষণ শুকনো, বাপ রে!'

'শুকনো,' সংক্ষেপে বলল হোলিওক। 'অনাবৃষ্টি, জানোই তো।'

টীমটা চলেছে থপথপিয়ে, ক্লান্তিতে জানোয়ারগুলোর মাথা নুয়ে পড়েছে। শেষ শহরটা ওরা পিছে ফেলে এসেছে পঞ্চাশ মাইল আগে, শেষ র্যাঞ্চটাও। এ অবধি না চোখে পড়েছে কোন র্যাঞ্চ, না কোন ক্লেইম শ্যাক, কিংবা এক-আধটা ফেন্স···ঘোড়া, গরু, এমনকি কোন ট্র্যাক—না, কিছুই দেখেনি ওরা।

অবশেষে লোকটা বলল, 'আমি তোমাদেরকে বিরাট কোন আশা দিইনি, আর এটা আশা দেয়ার মত কিছু নয়ও, কিন্তু জমিটা

আমাদের, এবং ওতে যা ফলবে তাও আমাদেরই হবে। জমিটা কেমন সেটার চাইতে ওটাকে আমরা কেমন করে তুলতে পারি সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

ভারী ওয়াগনটা একঘেয়ে ভঙ্গিতে গড়গড়িয়ে চলেছে অবিরাম। গরম যেন গলা টিপে মারবে পণ করেছে, শ্লথগতির জন্যে ধুলো খেতে হচ্ছে আরোহীদের। কাপড়ে-চোপড়ে, ভ্রূ-র ওপরে, আর চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে জেঁকে বসেছে ধূলিকণা। বাচ্চারা গরমের দাপটের কাছে হার মেনে ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছে মহিলা।

পাথরস্তূপের বাঁকে পৌঁছে গেছে ওয়াগনটা, একটা চ্যাপ্টা মত পাথরে হোঁচট খেয়ে এইমাত্র মোড় ঘুরল।

দমে গেছে মহিলার মন। ওদের সামনে, একটা পাহাড়ের কাঁধ ঘেঁষে একটা কেবিন, একাকী, চৌকো আর ফাঁকা, শেড বা করাল নেই, ঝোপ-ঝাড় নেই, নেই গাছ-পালার চিহ্ন।

'ওই যে!' হোলিওকের কণ্ঠে গর্বের ছোঁয়া। 'আমাদের বাসা, জুলি।'

স্বামীর অনুভূতির কথা জানে জুলি, তিন বছরের সংসার জীবনে তার সম্পর্কে সে যা জেনেছে: নিজের বাড়ি কাকে বলে জানে না হোলিওক; গায়ের কাপড় ও যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কোন কিছুর ওপর সে কখনও মালিকানা করেনি। মাথা গোঁজার নিজস্ব এই ঠাঁইটুকুর জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে টাকা জমাতে হয়েছে তাকে।

বিবর্ণ হতে পারে ওটা, শূন্য হতে পারে, কিন্তু হোলিওকের কাছে, মাঝবয়সী এক লোক যার পেছনে রয়েছে বহু বছরের কঠিন খাটুনি, এটাই আপন নীড়। নিজেকে সতর্ক করল জুলি, একথাটা ভোলা চলবে না, এবং স্বামীকে সাহায্য করার জন্যে যতখানি সম্ভব হাত লাগাবে সে।

'আমরা গাছ পুঁতব, কুয়ো খুঁড়ব···দেখো তুমি। আগে কিছু স্টক

কিনতে হবে। ক্যাটল দরকার আমাদের।'

সামান্য ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল ওয়াগন, এবং শেষ অবধি দোরগোড়ায় এসে থামল ওরা। কেবিনটা ছোট, কিন্তু শক্তপোক্ত। ওদের গায়ে জমাট বাঁধা ধুলো অবশেষে থিতু হওয়ার সুযোগ পেল।

রিংগো ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে, চোখ রক্তবর্ণ। 'বাবা, এসে গেছি? বাসায় এসে পড়েছি?' শুধাল।

'নামো, বাপ। এসে গেছি।'

দরজার কাছে হেঁটে গেল হোলিওক, এক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করে ওটা মেলে ধরল হাট করে। 'এসো, জুলি, অনেক কাজ বাকি। সকাল হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে। নষ্ট করার মত সময় নেই।'

দ্বিধা করল জুলি, আশা করল এই একটিবার অন্তত ওকে নামতে সাহায্য করবে হোলিওক। ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই···সে তো আর নতুন বউ নয়।

তবুও, এটাই তো ওদের প্রথম বাসা। কিন্তু লোকটা ভুলে গেছে ওর কথা, এজায়গার নানা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এরইমধ্যে। টেইল গেট নামাচ্ছে হোলিওক, রিংগো আর বেথ দরজার কাছে ছুটে গিয়ে উঁকি মারছে ভেতরে।

'বাবা!' চেঁচিয়ে বলল বেথ। 'মেঝে কই! খালি তো ধুলো!'

'পরিষ্কার করতে হবে!' বলল হোলিওক ভাবের সঙ্গে।

জুলি নেমে পড়ে তার হ্যাট সরাল, চুল থেকে ধুলো ঝেড়ে কেবিনে ঢুকল। কি করা দরকার জানা আছে তার, এবং এবাড়িতে সবার আগে কি আসা চাই তাও জানে। এসব ব্যাপারে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে তার মাথা, ওয়াগনে মাল বোঝাইয়ের সময়ই সব ছকে রেখেছে সে।

সরানোর মত জিনিসপত্র খুবই অল্প। সন্ধে নাগাদ টেবিলে খাবার এসে গেল, তৈরি হয়ে গেল বিছানা, ব্রেকফাস্টের জন্যে

আগুনের ব্যবস্থা হলো, এবং জুলিকে কেন্দ্র করে যে খুদে পৃথিবীটা ঘুরপাক খায় আবারও প্রতিষ্ঠিত হলো সেটি, তৈরি এখন সেটা আগামীকালের জন্যে।

পেছনদিককার রিজ থেকে পাথর এনে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটা, এতে কামরা মাত্র একটা, কিন্তু সুবিশাল। ছাদটায় চোখা ভাব, চিলেকোঠা আর একটা মই আছে ওতে ওঠার জন্যে। ফায়ারপ্লেসটা প্রকাণ্ড, টেবিল আছে একটা চারকোনা, একটা ডবল বেড, দুটো চেয়ার আর একটা বেঞ্চ। মেঝেটা শক্ত মাটিতে তৈরি। বাড়ির পঁচিশ গজ মতন পেছনের—ঢালের বিশ ফিট উঁচুতে—একটা কুয়ো থেকে পানি আনতে হয়।

বাচ্চারা খাওয়ার সময় বেঞ্চিতে বসবে, শোবে চিলেকোঠায় খড়ের জাজিম পেতে। চিলেকোঠাটা, জানত জুলি, কেবিনের সবচাইতে উষ্ণ অংশ।

'প্রথম ক্যাটলটা বিক্রি করেই,' বলেছে হোলিওক, 'বোর্ডের মেঝের ব্যবস্থা করে ফেলব।'

প্রথম ক্যাটল কবে বেচবে ওরা···দু'বছর পর? নাকি তিন?

ধুলো মাটির মেঝেতে তিন তিনটা বছর? জুলি গরীব ঘরেরই মেয়ে, কিন্তু এই পরিমাণ দারিদ্র্যে সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু টুঁ শব্দটিও করল না ও, প্যানপ্যান করা ওর ধাতে নেই; কোনদিন অভিযোগ করবে না ও। হোলিওক অনেক ভেবেচিন্তেই যা করার করেছে, এবং তার এখন প্রয়োজন সহযোগিতা, অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি নয়।

ওরা এখন এখানে, তারপরও ক্যাটল কেনার জন্যে চারশো ডলার রয়ে গেছে হোলিওকের হাতে। ও এটার স্বপ্ন দেখেছিল, স্ত্রীকে এমনটাই বলেছে, বিয়ের অনেক আগে থেকেই—এমনকি তার প্রথম বিয়েরও আগে···একশো ষাট একর জমি ও নিজের হাতে

তৈরি একটা কেবিন হবে ওর।

বাসাটা চমৎকার করে বানিয়েছে সে, বানাবেই, কারণ এটাই তার পেশা। লেগে থেকে কঠোর পরিশ্রম করার গুণ আছে তার, ছুতোর আর রাজমিস্ত্রি দুইয়ের কাজেই পোক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কঠিন বছরগুলোতে সঞ্চয় খুব একটা হয়নি ওর, সঙ্গে লেগে ছিল প্রথমা স্ত্রীর জটিল দীর্ঘায়িত অসুখ, এবং সম্বন্ধী রজার বিনির কাছে অবিরাম দেনা।

নিদেনপক্ষে একটা জিনিস ওরা পেছনে ফেলে আসতে পেরেছে। রজার বিনি কোথায় যেন টাকার তাগাদায় গেলে ওহাইয়ো ত্যাগ করেছে ওরা, নিরাপদ দূরত্বে ছেড়ে এসেছে ওকে। অবশ্য সমস্ত দেনা শুধেছে তার আগে।

ভোরে, ঝটপট নাস্তা সেরে, স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে ক'মিনিট দাঁড়িয়ে রইল হোলিওক, চোখ তার পুব দিগন্তে। 'আমার ফিরতে ফিরতে কয়েক সপ্তা। খোরাকির অসুবিধে নেই, টাকারও দরকার পড়বে না, অবশ্য আমি পঞ্চাশটা ডলার আলাদা করে রেখেছি, খুব জরুরী প্রয়োজন পড়লে ভেঙো।'

টাকাটা এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর দুশো ডলার পেয়েছিল জুলি, আর এই পেল। পাঁচ ডলার মাত্র যখন বাকি তখন বেন হোলিওককে বিয়ে করেছিল ও, লোকটা তখন বিপত্নীক, দুই বাচ্চার বাপ। হোলিওক একরোখা হলেও মনটা নরম, কিন্তু দুর্ভাগ্য জুত মত পেয়ে বসেছিল তাকে, এবং এখন তিন বছর পর ওরা এই পর্যন্তই এগিয়েছে···এর বেশি না।

'শটগানটা রইল,' বলল হোলিওক, 'রিংগোর শিকারের হাত রীতিমত ভাল। এখানে তিতির, সেজ হেন এসব পাবে। কপাল ভাল হলে হরিণও পেয়ে যেতে পারে। সঙ্গে খাবার তো আছেই, বুঝে-শুনে খরচ করলে কমপক্ষে একটামাস চালাতে পারবে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা সরেলে চেপে চলে যেতে দেখল হোলিওককে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। সাদাসিধে লোকটা পিঠ খাড়া করে বসে রয়েছে, রাজ্যের পরিকল্পনা আর সঙ্কল্প খেলা করছে তার মনে,-জীবনের লঘুভার ব্যাপারগুলোর প্রতি চিরটাকাল উদাসীন থেকেছে সে, কখনও ভেবে দেখেনি এসব ছোট-খাট জিনিসগুলোই জীবনকে ভাঙে কিংবা গড়ে।

জুলি কেবিনে ফিরে টেবিলে বসল। ওর বাবা ছিল কল্পনাবিলাসী, ভবঘুরে টাইপের মানুষ। নানান পদের বিচিত্র উপদেশ বর্ষণ করত সে সবার প্রতি, যদিও নিজে তার একটিও কাজে লাগাত না। 'জুলি,' বলত সে, 'মনে সন্দেহ জাগলে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা-ভাবনা করবি। জেনে রাখিস, মানুষের মনই কিন্তু তাকে ইতর প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। সেজন্যেই সে সৃষ্টির সেরা জীব।'

এখন বিবেচনা করে দেখার সময় এসেছে। খরা চলছে। জমি ফেটে চৌচির, তীব্র দাবদাহে ঘাসের ডগার আর্দ্রতাও শুকিয়ে খটখটে, গাছগুলো যেন তাই পোড়া কাঠ।

হোলিওক থাকবে না বেশ কয়েক সপ্তাহ। সে ফিরে এলে তাকে কিছু দেখাতে তো হবে, যাতে জুলি বলতে পারে, 'দেখো···এগুলো সব আমরা করেছি।'

কিন্তু আরেকটা ব্যাপারও ভাবতে হবে। এখানে সুবিশাল আকাশ ও বিস্তীর্ণ পতিত জমি ছাড়া আর কি আছে? জুলির ব্যগ্র, উৎসুক, আগ্রহী মনের খোরাক জোগাতে তারা কি যথেষ্ট? না।

নিজেকে ওর ব্যস্ত রাখতে হবে, ব্যস্ত রাখতে হবে বাচ্চাদেরও। ঘোড়া তিনটের যত্ন নেয়া চাই; ওগুলোকে নিয়মিত দানা-পানি দেয়া আর মাঝেমধ্যে এক-আধটু চালিয়ে আনা দরকার। রিংগোর বয়স এগারো, কিন্তু বাপের সঙ্গে থেকে থেকে কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে

তার। গরুর দুধ দোয়ানো, কাঠ কেটে আনা, ফসল কাটা এসব কাজে রীতিমত পাকা ও। শক্ত ছেলে সে, সৎ, এবং জুলির ধারণা সৎ মাকে ও পছন্দও করে।

বেথ চটপটে, কল্পনাপ্রবণ, বহির্মুখী। আর সবার চাইতে ওরই বোধহয় মানুষ-জনের সঙ্গ বেশি প্রয়োজন।

তো, একটা প্ল্যান ছকে ফেলল জুলি।

এলাকাটার চারপাশ চষে আসবে ওরা। একটা বাগান তৈরি করে ঝর্না থেকে সেচের মাধ্যমে পানি আনার ব্যবস্থা করবে। ঘাস খুঁজে বের করতে হবে, কাঠ কাটতে হবে চুলো ধরাতে, এছাড়া শীতের জন্যে লাকড়ি মজুদ করা চাই। কাজ তো আছেই, সঙ্গে অন্যান্য জিনিসও দরকার। বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে···কাজের পর একটু আমোদ-ফূর্তি, এবং সর্বোপরি মনে রাখতে হবে রিংগোকে আরও স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারটা, সঙ্গে চাপাতে হবে দায়িত্ব, তবে একথা মাথায় রেখে, ও এখনও ছোট, যথেষ্টই ছোট।

সামনে বিস্তৃত খাঁ খাঁ জমি। যেখানটা ধূসর নয় সে সব জায়গা বাদামী। বহু যুগ আগে এটা ছিল একটা লেক বেড, লোকে বিস্মৃত হয়েছে সে কথা। এখন ওদের চোখে, সুদূরে বিলীন শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। পেছনে বাদামী, সিডার আবৃত পর্বতসারি।

'রিংগো,' বলল জুলি, 'চারপাশটা আমাদের ঘুরে দেখতে হবে। স্টকের জন্যে আরও পানি লাগবে, নিশ্চয়ই আরেকটা ওয়াটার হোল রয়েছে আশপাশে। খুঁজে নিলেই চলবে।'

ওর দিকে চাইল ছেলেটা, 'হ্যাঁ, মা, কিন্তু···কিন্তু ইন্ডিয়ানরা থাকে যদি···'

রিংগোর মুখটা পরখ করে নিল জুলির চোখ। 'ওকথা বলছ কেন?'

'সকোরোতে কথা কানে এসেছে। পাহাড়ে নাকি অ্যাপাচিরা আছে, অন্যান্য আরও কারা কারা নাকি থাকে, বর্ডার থেকে এসে জোটে হিংস্র ইন্ডিয়ানরা।'

ওর কথা বিশ্বাস করবে কিনা বুঝে পাচ্ছে না জুলি। হোলিওক ইন্ডিয়ানদের কথা কিছু বলে যায়নি, অন্য কারও মুখেও এব্যাপারে কিছু শোনেনি ও। কিন্তু রিংগো সোজাসাপ্টা, সত্যবাদী ছেলে। সে যখন বলছে এ ধরনের কথা তার কানে এসেছে, তারমানে ঠিকই শুনেছে···অথবা মনে করছে শুনেছে।

কেবিনের পেছনে পাহাড়গুলোকে ধীর পায়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এল ওরা। ভেঙে পড়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত—নানা ধরনের সিডার রয়েছে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জ্বালানির জন্যে অন্ততপক্ষে একটা মরসুম ভাবনা নেই। ক'টা বড় সাইজের গুঁড়িও চোখে পড়েছে জুলির। 'এগুলোকে যদি বয়ে নিতে পারতাম কেবিনে,' আফসোস করে বলেছে সে।

'চিন্তা কোরো না, মা,' বলেছে রিংগো, 'শিকল অথবা রশি দিয়ে বেঁধে, টেনে ঠিক খাড়া করে ফেলব দেখবে। বুড়ো ব্ল্যাককে কাজে লাগাতে হবে। ও শক্ত আছে।'

সূর্যাস্তের সময় বেন হোলিওক তখন বিশ মাইল পুবে পৌঁছে গেছে এবং একটা ড্র-তে প্রবেশ করেছে রাতের আস্তানা খুঁজে নিতে। ছোট্ট একটা অ্যারোয়োর কথা মনে পড়ছে তার, পাহাড়শীর্ষের ঠিক ওপরটায়, ওটার ওপাশে সিডারের ঘন জটলা। পাথরের মাঝে ওখানে একটা গর্ত রয়েছে, পানি জমে থাকে প্রায়ই। ড্র-র তীর ধরে উঠে রিজে ও তারপর অ্যারোয়োতে প্রবেশ করল সে। খাড়া তীর থেকে পা হড়কে পড়ে গেল ওর ঘোড়াটা, চেষ্টা করল উল্টোদিক দিয়ে ওঠার।

আলগা পাথরের চাঙড়ে খুর পড়তে খসে গেল পাথরটা, তার ফলে পতন ঘটল ঘোড়াটার, পা রাখার জায়গা পেতে সাধ্যমত যোঝার পর পড়ে গেল গড়িয়ে। রেকাবে বুট আটকা পড়ল হোলিওকের এবং ঘোড়াটা গড়াগড়ি খাওয়ার সময় ওর বুকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল ওটার পাম্ল্।

কোন তার বুঝি হঠাৎ ছিঁড়ে গেল ভেতরে। সামান্যতম ব্যথা কিংবা অভিঘাত কিছুই টের পেল না সে, অনুভব করল কেবল এক ধরনের বিস্ময়।

মৃত্যু, ওর কল্পনায় ছিল, নাটুকে কিছু, অসহ্য যন্ত্রণাময়, কিংবা শয্যাশায়ী অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু কই, তেমন কিছুই তো হলো না। ঘোড়াটা ঝটপট করল, লাফাল, ওঠার চেষ্টা করল, অরপর পড়ে গেল। এবং ও সময় বড্ড লেগেছে···বুকটা যেন মারাত্মকভাবে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল যন্ত্রণায়।

কিন্তু ঘোড়াটার ভারমুক্ত হয়েছে সে, যদিও পা আটকে আছে ওটার নিচে। কোনমতে এক গড়ান দিয়ে কনুইয়ে ভর রেখে নিজের দিকে চাইল ও। শার্ট আর কোট রক্তে মাখামাখি। দুর্বল লাগছে ওর, জ্ঞান হারাচ্ছে। এবার দৃষ্টি দিল জানোয়ারটার প্রতি।

একটা পা ভেঙে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে হাড়।

পিস্তলটায় হাত চাপড়াল ও, ধীরে ধীরে, সাবধানে টেনে বের করল। 'সরি, টনি,' বলল, গুলি করল ঘোড়াটার মাথায়।

অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওটা, তারপর একদম স্থির, নিস্পন্দ।

কনুইয়ের ওপর আরেকটি মুহূর্ত থাকল ও। সাঁঝের আকাশে মুখ তুলে চাইল, একটা তারা উঁকি দিয়েছে, ধুলোটে অ্যারোয়োটার দিকে তাকাল, দৃষ্টি ফেরাল রক্তাক্ত স্যাডলটার দিকে। ওর বাঁচার আশা নেই; এখানে ডাক্তার থাকলেও বাঁচত না ও। একবার ভাবল

পিস্তলটা কিনা, কিন্তু হাত সরল না।

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ও, বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল ও, 'জুলি…জুলি, কি করতে পারলাম তোমার জন্যে?…রিংগো বাপ…বেথ মা…রিং…'

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ও এবার। কোনভাবে যদি ট্রেইলে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে দেহটা। লোকের চোখে পড়বে এমন কোথাও গিয়ে যদি পড়ে থাকা যায়। যদি…

পরমুহূর্তে মারা গেল ও, পড়ে রইল নিথর, সন্ধের মৃদুমন্দ হাওয়া এলোমেলো করে দিল ওর চুল, কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ছিটিয়ে দিয়ে গেল মিহি ধূলিকণা।

একাকী অবস্থায় মৃত্যু ঘটল ওর, পশ্চিমের পুরুষদের ভাগ্যে প্রায়ই এমনটা ঘটে, কিছু একটা গড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা, কিছু পেতে চেয়ে, কোথাও যেতে গিয়ে। কখনও কখনও বালি কবর দেয় ওদের মৃতদেহ, কখনও বা কয়োটরা সদ্ব্যবহার করে শবদেহের, পড়ে থাকে হয়তো গোটা কয়েক বোতাম, রোদ-শুষ্ক একটা জুতোর হিল, কিংবা মরচে ধরা একটা পিস্তল।

এদের কাউকে কাউকে খুঁজে পেলে কবর দেয়া হয়, কিন্তু অন্যরা শুকিয়ে পরিণত হয় ধূলিকণায় এবং বাতাসে উড়ে যায় সেই ধুলোটুকুও। এমনই একজন হতভাগ্য বেন হোলিওক।

দুই

বেন হোলিওকের বিদায়ের তিন হপ্তা পর স্টেজটা এল

হোলিওকদের কেবিনে।

বেথ সবার আগে দেখেছে ওটাকে। ঢালে চড়ে খড়ি সংগ্রহ করছে এসময় দূর উপত্যকায় ধুলো উড়তে দেখল।

এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ও, তারপর খড়ি-টড়ি ফেলে ছুটে গেল বাড়িতে, চেঁচাচ্ছে, 'মা, মা, কে যেন আসছে!'

জুলি ডিশক্লথটা নামিয়ে রেখে হাত মুছল অ্যাপ্রনে, তারপর গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। করাল থেকে দৌড়ে এসেছে রিংগো, ব্রাশের একটা ছাউনি যেনতেন ভাবে খাড়া করছিল ও তিনটে ঘোড়া আর দুধেল গাইটার জন্যে, মিসৌরী থেকে কেনা হয়েছে এগুলো।

হাতে চোখ ঢেকে, স্টেজটাকে আসতে দেখল ওরা, নাছোড়সঙ্গী ধুলোর মেঘে আবছা দেখাচ্ছে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে, এবং তারপর আচমকা ট্রেইল থেকে বাঁক নিয়ে, রাস্তা ধরে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল স্টেজটা।

চার ঘোড়ায় টানা একটা কনকর্ড স্টেজ, দু'জন লোক বক্সে বসা। ভেতরে দেখা যাচ্ছে আরও দু'জনকে। চালক রাশ টেনে ওদের দিকে তাকাল।

'তোমরা এখানে কোত্থেকে এসেছ?' জবাব চাইল চালক লোকটা।

'আমি মিসেস জুলি হোলিওক,' নম্র সুরে বলল জুলি, 'আর এরা আমার ছেলে-মেয়ে। তোমরা নামবে না? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

'বলার অপেক্ষা রাখে না,' সায় জানাল চালক। 'ম্যাম, এই ভদ্রলোক ববি সিম্পসন। শটগান রাইড করছে। রোড এজেন্টদের চাইতেও ইনজানদের বিরুদ্ধে বেশি লড়ছে এ লোক।

'লম্বা ভদ্রলোক যিনি নামছেন তাঁর নাম ডেমিয়েন মার্টিন। স্টেজ লাইনের এই রুটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, খোদা ওঁর ভাল করুন, আর. ইউ. এস. ক্যাভলরির ইউনিফর্ম দেখতে পাচ্ছ যাঁর গায়ে তিনি

ক্যাপ'ন হার্ভে। আমি রয় গিলক্রিস্ট, আমরা প্লাজার উদ্দেশে রওনা দেয়া প্রথম স্টেজ।'

'এসো তোমরা,' বলল জুলি। 'আমরা কাউকে আশা করিনি, তবে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই খেতে দিতে পারব। রিংগো, কিছু খড়ি জোগাড় করতে হয় যে···কফি চাপাব।'

ডেমিয়েন মার্টিন পাথুরে কেবিনটা এক ঝলক দেখে নিয়ে করালের দিকে চাইল। 'আমাদের তাজ্জব হতে দেখে কিছু মনে কোরো না, মিসেস হোলিওক। আমরা শুনেছিলাম এই অঞ্চলে কেউ বাস করে না। তোমাদের কেবিনটা দেখে একেবারে তাক লেগে গেছে।'

সিম্পসন জুলিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বাচ্চাদের দিকে চাইল। 'কেউ তোমাদের বলেনি এটা ইনজানদের এলাকা, ম্যাম?'

'আমরা একটাকেও দেখিনি। অবশ্য, বাড়ি ছেড়ে দূরে তো কোথাও যাইওনি। কাঠ-টাঠ আনার জন্যে বেরনো হয়েছে শুধু। মি. হোলিওক বাসায় নেই—ক্যাটল কিনতে সেটলমেন্টে গেছে।'

'হোলিওক? নাহ, নাম শুনিনি। যারা আসছে সবার নামই যে জানব তা তো সম্ভব না, কিন্তু কেউ ক্যাটল কিনছে···হ্যাঁ, এমন অবশ্য শোনাই যায়।'

জুলি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল কেবিনে। 'আমরা এখনও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি, তবু এসো তোমরা।'

'ধন্যবাদ,' বলল মার্টিন, বসে হাঁটুর কাছে চেপে ধরল হ্যাট। 'আমরা কিছুদিন ঠেকার কাজ চালিয়ে নেব ঠিক করেছি। তাই বলছিলাম কি তুমি যদি যাত্রীদের খাওয়ার দিকটা একটু দেখতে, মানে আমাদের স্টেশনগুলো বসা না পর্যন্ত আর কি। আমাদের পরিকল্পিত শেষ স্টেশনটা এখান থেকে মাত্র বিশ মাইল, তুমিও হয়তো কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে দু'পয়সা আয় করতে পারতে।

তেমন বেশি কিছু না যদিও।'

'তাও মন্দ কি, মি. মার্টিন।' অ্যাপ্রনটা আত্ম-সচেতনভাবে মসৃণ করল ও। 'হ্যাঁ, করা যায়, কিন্তু সেজন্যে সাপ্লাইয়ের দরকার।'

'অসুবিধা কি। মিসেস হোলিওক, তুমি সাময়িকভাবে দায়িত্বটা নিলে আমাদের অনেক পয়সা বাঁচে ঝামেলাও কমে। কি কি চাই তার একটা লিস্টি করে দাও, গিলক্রিস্টকে দিয়ে আমি পরের স্টেজেই সব পাঠিয়ে দিচ্ছি···আমাদের খরচে। কোম্পানী তোমার সহযোগিতার বিনিময়ে এটুকু করতে রাজি। তারপর থেকে অবশ্য তোমাকে নিজের লাভ ম্যানেজ করে নিতে হবে।'

'তবে তো কথাই নেই।'

'আরেকটা স্টেজ স্টপ বসাব আমরা পনেরো মাইল পশ্চিমে, তুমি এখন সাহায্য করলে ওটা বানানোর খরচটা আপাতত বাঁচে।' রিংগোর দিকে ফিরল সে। 'ঘোড়ার মেজাজ-মর্জি বোঝো তুমি, বাছা? তোমার বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত টীমগুলোকে হার্নেস করে আমাদের জন্যে রেডি রাখতে পারবে?'

'পারব, স্যার। বাবা ঘোড়ার ব্যাপারে সাহায্য নেয় আমার। মিসৌরী থেকে পশ্চিমে আসার সময় ঘোড়া জোতা-চালানো দুটোই করেছি আমি।'

'তোমরা তাহলে মিসৌরী থেকে এসেছ?' ক্যাপ্টেন হার্ভে প্রশ্ন করল।

'আমার স্বামী মিসৌরীয়ান, ক্যাপ্টেন। আর আমি ওহাইয়োর।'

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে চলে ফিরে কাজ করছে জুলি। মুখটা লালচে দেখাচ্ছে ওর উত্তেজনায়। অতিথি এলে বড় ভাল লাগে, তাদের মুখে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা, বৃষ্টির সম্ভাবনা কদ্দূর, স্টক চরানোর সুবিধা-অসুবিধা, নানা জায়গার কথা ইত্যাদি জানা যায়।

'দক্ষিণে প্রতিবেশী পাবে তোমরা,' বলল হার্ভে। 'বেশ কিছু

বড়সড় ক্যাটল আউটফিট কান্ট্রির ত্রিশ মাইল ওদিক থেকে আসছে।'

'খুব ভাল হবে। স্টেজ কি ঘন ঘন আসবে, মি. মার্টিন?'

'প্রথম প্রথম না। তারপর একদিন পরপর আসবে। হপ্তায় দুটো, কখনও কখনও তিনটেও—একটা যাবে পশ্চিমে, আরেকটা পুবে। সবই ব্যবসার ওপর নির্ভর করবে।'

ব্যস্ততার সঙ্গে টেবিলে খাবার আনছে জুলি, শূন্য কাপ ভরে দিচ্ছে।

পরে, খাওয়ার পাট চুকলে স্টেজে যখন উঠতে যাচ্ছে অতিথিরা একে একে, রয় গিলক্রিস্ট থেমে দাঁড়াল। 'ম্যাম, চোখ-কান খোলা রেখো ইনজানদের ব্যাপারে। ওরা এখন হয়তো গোলমাল করছে না, কিন্তু করে বসতে পারে যে কোন মুহূর্তে, চ্যাংড়াগুলো সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে আছে খুনোখুনির জন্যে। ওদেরকে কিছু দিতে যেয়ো না। দিলে ভাববে, ভয় পেয়ে গেছ। ব্যবসা করতে চাইলে করবে। প্রত্যেক ইনজান ব্যবসা বোঝে, কিন্তু ওরা খুবই খামখেয়ালি, ওদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের মত না।'

'ধন্যবাদ, মি. গিলক্রিস্ট, মনে থাকবে আমার।'

'তোমার স্বামী ক্যাটল কিনতে গেছে বললে না?'

মাথা ঝাঁকাল জুলি। 'স্টক ব্রীড করতে চায় সে। একটা মোটামুটি ভাল স্টক গড়ে তুলতে পারলে বছর তিনেকের মধ্যে বিক্রি শুরু করার ইচ্ছা আছে।'

'দেখা হলে বলে দেব তোমরা ভাল আছ,' হ্যাটের ব্রিম স্পর্শ করল গিলক্রিস্ট। 'দেখা হবে, ম্যাম।'

নালবিহীন ঘোড়ার ট্র্যাক...ইন্ডিয়ান ঘোড়া!

বিকেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে ট্রেইলের মোড়ে এসে

দাঁড়িয়েছিল জুলি, এ সময় লক্ষ করল। সহসা মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল একটা স্রোত নেমে গেল ওর। কখন পাস করেছে ওরা? চোখ এড়িয়ে গেল কিভাবে?

ঘটনাটা ঘটেছে নিশ্চয়ই সাপারের সময়, যখন টেবিলে ছিল ওরা। দুপুরের পর বিদায় নিয়েছে স্টেজটা, এবং ওরা কেবিনের ভেতরে-বাইরে কাজে ব্যস্ত ছিল। রিংগো ফীড করছিল স্টকটাকে...হ্যাঁ, এটা নির্ঘাত সাপারের সময়কার ঘটনা।

একটুখানি এগিয়ে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করল ও। মনে হচ্ছে দুটো ঘোড়া, এবং এক পর্যায়ে রাইডাররা লাগাম টেনেছিল, কেবিনের দিকে মুখ করে সম্ভবত ওদের কথা-বার্তা শোনার চেষ্টা করেছে।

ব্যাপারটা গত এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটেছে। চরকির মতন ঘুরল জুলি, স্কার্ট উঁচিয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল কেবিনের উদ্দেশে। কে জানে, সিডারের জটলায় ওত পেতে বসে হয়তো এমুহূর্তে ওকে লক্ষ্য করছে ওরা।

কেবিনে ফিরে ছেলে-মেয়েদের সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাল ও। সে রাতে করালের দিকের জানালাটা সামান্য ফাঁক করে রাখল সে, শটগানটা রাখল হাতের কাছে। ওর ধারণা ইন্ডিয়ানরা এলে আসবে ঘোড়ার জন্যে, কিন্তু দীর্ঘ রাতটা কয়োটের বিলাপধ্বনির মধ্যে দিয়ে কেটে গেলেও আর কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পেল না ওরা।

স্টেজ আসার আগে, মেটে মেঝেটা সযত্নে চেপে চেপে বসাল জুলি, তারপর ওর দাদীর অনুকরণে, মেঝেতে কার্পেটসদৃশ একটা ফুলের নকশা কাটল। বহু বছর আগে ওহাইয়োর ফার্মে বুড়িকে এ কাজ করতে দেখেছে ও। ফলাফলটা সন্তুষ্ট করল ওকে।

ইতোমধ্যে চুলো ধরিয়ে খাবার তৈরি করে ফেলেছে ও, এখন

অপেক্ষা করছে স্টেজের জন্যে।

স্টেজটা পৌঁছনোর বহু আগে থেকেই চাকার ঘরঘরানির আর ছুটন্ত ঘোড়াদের খুরের শব্দ কানে এসেছে ওদের। রয় গিলক্রিস্ট এবারও চালাচ্ছে ওটা, কিন্তু শটগান বহন করছে ভিন্ন এক লোক। ছিপছিপে লোকটা, গোলাকার কাঁধ, রুক্ষ, চোখা মুখের চেহারা। গালের হাড়ে একটা কাটা দাগ তার, একটা চোখে কালসিটে।

'এ হচ্ছে ক্রিস হর্ন,' বলল রয়। 'তুমি হয়তো ভাবছ ও আঁধারে শক্ত কিছুতে ঢুঁস খেয়েছে, তাই না?'

কঠোর চাহনি হানল ওর উদ্দেশে হর্ন। 'এক উটকো স্যাডল বাম,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল। 'ওকে মাপতে ভুল হয়ে গেছিল আমার। এর পরের বার আর হাত চালাবে না কেউ।'

'অ, বাদ দাও তো, হর্ন,' বলল রয়। 'তুমি গায়ে পড়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছ। সবার সঙ্গে লেগে পার পাওয়া যায় না, বুঝলে, ওই লোকটা তেমনি একজন। ব্যাপারটা ভেবে দেখো ঠাণ্ডা মাথায়, ওকে দোষ দিতে পারবে না।'

'দোষ দেব না,' বলল হর্ন। 'কিন্তু খুন করব।'

একজন যাত্রী, কালো ডার্বি আর কালো স্যুট পরা শহুরে এক লোক, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্টেজ থেকে নেমে হাত-পা টান টান করে নিল, তারপর এগোল কেবিনটার উদ্দেশে।

উটকো স্যাডল বামটার কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকতে হর্নকে উপদেশ বিতরণ করার ফাঁকে, ওকে নিয়ে মেঝের এক কিনারে সাপ্লাই জড় করতে লাগল রয়। 'এ ধরনের লোক আগেও দেখেছি আমি। এরা ইচ্ছা করে ঝামেলায় জড়ায় না, কারণ ঝামেলা কাকে বলে, কি ও কত প্রকার ওদের চাইতে ভাল আর কেউ জানে না। এসব লোক ক্রীকের আশপাশে পাহাড়ের ওপরে বেশ কিছু আছে। ইনজান এমনকি আউটলদের শায়েস্তা করতে এদের জুড়ি

নেই। তাই ভাল চাও তো জান আর ইজ্জত বাঁচাতে এদের ছায়াও মাড়িয়ো না।'

এরমধ্যে টেবিলে খাবার সাজিয়েছে জুলি। তৃপ্তির সঙ্গে উপাদেয় খাবার গ্রহণ করল তিনজনে।

'রান্নার হাত বটে তোমার,' বলল রয়, 'বিয়েটা করে ফেঁসে গেছি, মিসেস হোলিওক, নইলে তোমার পিছে লাইন দিতাম।'

লাল হয়ে গেল জুলি। 'ধন্যবাদ, মি. গিলক্রিস্ট। কেউ তৃপ্তি করে খেলে খুব ভাল লাগে আমার।'

হর্ন মুখ তুলে চাইল ওর দিকে। 'ইনজান?'

'ট্র্যাক দেখেছি আমরা,' বলল রিংগো, 'তোমরা আগেরবার চলে যাওয়ার পরপরই। দু'জন ছিল।'

'তোমাদের স্কাউট করছিল,' বলল হর্ন, 'আমাদেরও। চোখ খোলা রেখো, ম্যাম, দরকার হলে ভয় দেখিয়ো। কাজে দেবে।'

ওরা চলে গেলে জুলি আর বেথ সাপ্লাই সরিয়ে ফেলল, ওদিকে রিংগো কাজে চলে গেল জানোয়ারদের ছাউনিতে। বাপ চলে যাওয়ার পর থেকে আগের চেয়ে সকালে উঠছে রিংগো, কাজও করছে বেশি। আগের মত বোনের সঙ্গে তেমন খুনসুটিও করে না। বেথ রীতিমত অবাক ওর এই পরিবর্তনে। রিংগো যেন হঠাৎ করে বেড়ে উঠে কেমন পর পর হয়ে গেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিংগোর সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন এক সমীহের ভাব এসে যাচ্ছে বেথের আচরণে; যেন বয়সে অনেক বড় কেউ একজন সে। খেপে ওঠে বেথ মনে মনে, ইচ্ছে করে খোঁচায় ভাইকে, রাগাতে চায়, কিন্তু এসবের ঊর্ধ্বে যেন উঠে গেছে রিংগো, কেবল হাসে বোনের দিকে চেয়ে, তার চাইতেও বড় কথা, অনেক সময় স্রেফ উপেক্ষা করে।

এ সপ্তাহে স্টেজ মাত্র দু'বার থেমেছে, এবং তারপর আবার যেদিন আসার তারিখ, তিনজন রাইডার উদয় হলো, এক পাল

ঘোড়া ড্রাইভ করছে তারা, হোলিওকের এখানে রেখে যাবে ডজন খানেক।

একজন কাউহ্যান্ড একেবারে ছেলেমানুষ, বড় জোর সতেরো হবে, অন্যরা বয়স্ক। ছোকরা বিল লরী সবার আগে ঘোড়া দাবড়ে এল, চেঁচাচ্ছে রিংগোর উদ্দেশে। 'এই ছেলে, বারগুলো খুলে দাও! আমরা ঘোড়া নিয়ে আসছি!'

গেট খুলতে ছুটল রিংগো এবং স্রোতের মতন প্রবেশ করল জানোয়ারগুলো, পা দুলিয়ে নেমে পড়ে বার লাগিয়ে দিল বিল লরী।

হাস্যপ্রিয় ছেলেটি রিংগোর দিকে চেয়ে দাঁত বের করল। 'কিগো ছেলে, তুমি নাকি এখানকার হসলার। যাকগে, দুপুরের দিকে একটা কোচ আসছে, কাজেই রেডি থেকো। কিছু খেতে-টেতে পাওয়া যাবে?'

'মাকে জিজ্ঞেস করি,' জবাব দিল রিংগো, এই বাক্‌পটু আগন্তুকটির সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত নিশ্চিত নয় সে।

বয়স্ক লোকগুলোর একজনের দীর্ঘদেহী একহারা গড়ন, মাথা ভর্তি লাল চুল, হাতের উল্টো পিঠেও একই রঙের রোম। 'আমি, বাছা, কেভিন কারেন। আর এই অভদ্র লোকটা হচ্ছে হ্যারী ডিউক। এর ধারেকাছে যেয়ো না, বাছা, এর স্যাডলের নিচে সবসময় একটা চোরকাঁটা থাকে।'

ডিউক ছিপছিপে ধাঁচের রোদে পোড়া এক লোক। পঁয়ত্রিশের আশপাশে বয়স হবে তার, চুল আর গোঁফের রং কালো। তোবড়ানো কালো হ্যাট, পুরানো স্যুট-কোট আর লেদার চ্যাপস পরে রয়েছে। বুটজোড়ার ক্ষয়াটে হিল প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই, গান স্ক্যাবার্ডটা জীর্ণ, এবং ওয়ালনাটের গ্রিপস দেখলে মনে হয় প্রচুর ব্যবহার সয়ে তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

ডিউক গম্ভীর চোখে রিংগোকে নিরীখ করছে। 'কারেনের কথা

বিশ্বাস কোরো না, ছেলে। আমার মত শান্তিপ্রিয় লোক দুটো পাবে না।'

'তোমার চোখ কালো করে দিয়েছে কে?' রিংগো জিজ্ঞেস করল।

'কেউ না, বাছা,' বলল ডিউক। 'আমি লড়ে এটা আদায় করেছি।'

'কালসিটে পড়া এটা দ্বিতীয় চোখ দেখতে পেলাম আমরা,' বলল বেথ। 'ক্রিস হর্ন হচ্ছে প্রথম জন।'

কেউ জবাব দিচ্ছে না দেখে আরও বলল বেথ, 'ও বলছিল লোকটাকে নাকি খুন করবে।'

হ্যারী ডিউক নিরুত্তর, কিন্তু কেভিন কারেন ওকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'খুকী, তুমি মায়ের কাছে যাও।'

'ওর দোষ নেই,' বলল লরী, 'হর্ন একথা বললেও বলতে পারে।'

জুলি বেরিয়ে এল বাইরে, হাত মুছছে অ্যাপ্রনে। 'তোমরা কিছু মুখে দেবে এসো। কোন স্টেজ আসেনি, খাবারও তৈরি।'

'আহ, কানে যেন মধু ঢাললে,' রসিকতা করে বলে উঠল কারেন। 'এসো, হ্যারী, খেয়ে কেটে পড়ি।'

দাঁড়িয়ে রইল ডিউক। অপরিণত হাতে তৈরি শেল্টারটা জরিপ করছে। ওর দিকে সভয়ে চেয়ে রয়েছে রিংগো, না জানি কি কঠোর মন্তব্য করে বসবে লোকটা। খানিক পর মাথা ঝাঁকাল হ্যারী ডিউক। 'খুব চমৎকার হয়েছে, বাছা। পুরোটা নিজের হাতে করেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

চকিতে চাইল ওর দিকে ডিউক। 'স্যার। বেশ, বেশ।' ধীর পায়ে ছাউনিটার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল ও। এ বিষয়ে পরামর্শ দিল দুয়েকটা। লোকটাকে ভাল লেগে গেল

রিংগোর। কেবিনের দিকে একত্রে পা বাড়াল দু'জনে। কেবিনের বাইরে কোট খুলে, শার্টের হাতা গুটাল ডিউক হাত-মুখ ধুতে, তারপর চুল আঁচড়াল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দূর প্রান্তে চোখ রাখল। 'ভাল লাগে আমার,' ইঙ্গিত করল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে। 'খোলামেলা পরিবেশের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না।'

'আমরা ইন্ডিয়ান ট্র্যাক দেখেছি,' বলল রিংগো।

থমকে গিয়ে ওর দিকে তাকাল ডিউক, হ্যাটের ব্রিম কাত করে নামিয়ে কেবিনের পেছনদিকের পর্বতমালা জরিপ করছে। 'রাইফেল আছে তোমাদের?'

'একটা শটগান।'

'গুড, কিন্তু একটা রাইফেলও রাখা দরকার। তোমার বাবা ফিরে এসে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করবে।'

ভেতরে গেল ওরা। খেতে বসে বেশিরভাগ কথা-বার্তা কারেনই চালাল, ওকে সাহায্য করল বিল লরী। জুলিকে উজ্জ্বল-উচ্ছল দেখাচ্ছে, এদের সাহচর্যে নানা খবর জানতে পেরে উত্তেজনা বোধ করছে সে, যদিও যে সব ঘটনা আর মানুষ-জনকে নিয়ে আলাপ হচ্ছে তার বেশিরভাগই অজানা ওর।

সবাই বাইরে চলে গেলে থেকে গেল কারেন। 'তোমার মেয়ে বলছিল ক্রিস হর্ন নাকি বলেছে কাকে খুন করবে?'

'হ্যাঁ, কথার কথা আরকি।'

'উঁহুঁ, ও সে ধরনের লোক না। যা বলে মন থেকে বলে।'

'কি হয়েছিল?'

'বেপরোয়া কথাবার্তা। ক্রিসের পেটে পানি একটু বেশি পড়াতে ডিউকের সঙ্গে গিয়ে ঠোকাঠুকি করেছিল। ইচ্ছে করে যে তা না, কিন্তু এড়ানোরও চেষ্টা করেনি। কথা কাটাকাটির পর আমার ধারণা

ক্রিস গানপ্লে করতে চাওয়ায় ওকে আচ্ছামত প্যাদানী দিয়ে দিয়েছে ডিউক।'

'আরও গোলমাল হবে নাকি?'

'কে জানে। ডিউক ভবঘুরে কিসিমের লোক। কোথাও বেশিদিন মন টেকে না তার, হয়তো দু'জনের আবার দেখা হওয়ার আগেই চলে যাবে এ এলাকা ছেড়ে··· কিন্তু, লোকটা বড় একরোখা।'

'কে ও?'

শ্রাগ করল কারেন। 'মার্টিন ভাড়া করেছে ওকে। নিজের সম্পর্কে মুখ খোলে না···আপন মনে কাজ করে যায়, হয়তো একটু বেশিই করে, কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। আচ্ছা, চলি তাহলে, ম্যাম।'

ডিশ ধোয়ার সময়, জানালা দিয়ে ডিউককে লক্ষ করল জুলি, দড়ি-দড়া আঁটসাঁট করছে। আশ্চর্য নিঃসঙ্গ এক লোক মনে হয় ওকে দেখে, রহস্যময় মানুষটার সাথে পরিচিত হতে পারলে বেশ হত, যদিও লোকটা ওকে হয়তো দেখেও দেখেনি। এতে অবশ্য অভ্যস্ত সে। পুরুষমানুষ কখনোই বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি ওর প্রতি, আর এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। বেনও কি খুঁটিয়ে কোনদিন লক্ষ করেছে ওকে? ও কি ভাবে, কিসের স্বপ্ন দেখে চিন্তা করেছে কখনও? একজন ঘরোয়া মহিলা দরকার ছিল ওর, যে বাচ্চা-কাচ্চা সামলাবে আর পশ্চিমে একটা আশ্রয় তৈরিতে ওকে সহযোগিতা করবে, ব্যস, এই তো। বেন হোলিওকের মনে রোমান্সের কোন স্থান নেই। সেজন্যে একটা শূন্যতা তো আছেই জুলির মনে।

রওনা হয়ে গেছে দলটা, দরজায় দাঁড়িয়ে জুলি আর বেথ ধুলো মিশে না যাওয়া অবধি তাকিয়ে রইল। রিংগো ফের লেগে পড়েছে কাজে। 'হ্যারী ডিউক দারুণ একটা বুদ্ধি দিয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করছে

সোৎসাহে ও।

আবারও একাকী হয়ে পড়ল পরিবারটি, নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরল ওদেরকে।

তিন

ধুলো থেকে বাঁচতে মুখে ব্যান্ডানা বেঁধে নিয়েছে হ্যারী ডিউক। একবারের জন্যে পেছনে কেবিনের দিকে চাইল ও, ধুলোয় ইতোমধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে ওটা। বিশ্রী একটা ব্যাপার, মনে মনে বলল ও, এক মহিলা আর দুটো নাদান বাচ্চাকে কেবিনে একা ফেলে যাওয়া! কিন্তু এ-ও জানে সে এছাড়া উপায়ও নেই। গৃহস্বামীকে ঝুঁকি নিতে হবে এ সমস্ত অঞ্চলে; তার কোন কোনটা কাজে দেবে কোনটা দেবে না।

ক্রিস হর্নকে নিয়ে ভাবছে না ও। গানফাইটারের নাম বহন করছে লোকটা। একজোড়া খুন করেছে সে—একটা কলোরাডোতে অপরটা টেক্সাসে, পিস্তল নিয়ে বাহাদুরি করে এমন লোক আগেও বেশ কিছু দেখেছে ডিউক, এবং অন্তত একজনকে কবরে আশ্রয় নিতে সাহায্য করেছে। এরা আসে আর যায়।

চোয়াল চুলকে নিল ডিউক, টাকসনে চলে যাবে কিনা ভাবছে ও, কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ায়। অতীতে গোটা দুয়েক ক্যালিফোর্নিয়া আউটফিটে সে রাইডারের কাজ করেছে।

বয়স হচ্ছে, এখন একটু থিতু হওয়া দরকার টের পায় ও।

ঘোড়ার পিঠে-পিঠে বাইশটা বছর তো পার করল, এখন কোথায় একটু পোর্চে চেয়ার পেতে বসবে, অথবা কলোরাডোর আধুনিক কোন হোটেলে শীত যাপন করবে তা না, সেই কাজ আর কাজ।

বিতৃষ্ণায় নাক দিয়ে খোঁত জাতীয় একটা শব্দ বেরোল ওর। এ সব কি ভাবছে সে? একজোড়া নতুন বুট কেনার পয়সাও তো নেই ওর। ত্রিশ-ডলার কাউহ্যান্ড সে; এবং সারাজীবন তাই-ই থাকবে।

মধ্যরাতের আগে দিয়ে রেড রকের স্টেশনটিতে পৌছল ওরা। দু'জন লোক কর্মরত এখানে। বিল লরী ঘোড়া দাবড়ে করালের কাছে গিয়ে গেট খুলে দিল, ট্রাউতে পানির গন্ধ পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ল জানোয়ারগুলো ওখানে ঢোকার জন্যে।

আগুনের দিকে চেয়ে কফির কাপে আবারও চুমুক দিল ডিউক। আগুনের মধ্যে স্বস্তির অদ্ভুত এক জগৎ খুঁজে পায় ও, কিংবা বলা যায় খুঁজে নেয়।

স্টেশন এজেন্টের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে, হসলারটির আরও বেশি, তারপরও আগুন জ্বালার মত একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে ওরা। তোমার বয়স যত বাড়ছে জীবন ততই কঠিনতর হচ্ছে। ঠাণ্ডায় কাবু হচ্ছ সহজেই, মাটিতে শুলাম আর ঘুমিয়ে পড়লাম সেটি আর চলছে না। এদের বয়সীদের জন্যে নিজের একটা বাড়ি একেবারে অপরিহার্য, হ্যাটটা ঝুলিয়ে রেখে সূর্যাস্ত উপভোগ করার এই-ই তো সময়। আর পোর্চে বসে, নিজের ক্যাটল চরে বেড়াচ্ছে দেখার সুযোগ পেলে আর কি চাই।

বাসা বলতে যা বোঝায় সেটা কখনও পায়নি ডিউক। ওর চার বছর বয়সে মা মারা যায়, বাবা চলে গেছিল রেইলরোড তৈরির কাজে, আর ফেরেনি। চাচা-চাচী দায়িত্ব নেয় ওর, কিন্তু কাজ করিয়ে সুদে-আসলে সব পাওনা তুলে নিত। ঈশ্বর জানেন, কী

কষ্টটাই না সইতে হয়েছে ওকে! চাচী তো প্রায়ই মুখ ঝামটা দিত ওর দায়িত্বজ্ঞানহীন বাপটা আর ফিরে আসেনি বলে…হ্যাঁ, কিন্তু বাবার মত আরও অসংখ্য লোকও তো পশ্চিমে গিয়ে আর ফেরেনি বা ফিরতে পারেনি, সেজন্যে তাদের দোষ দেয়া কি ঠিক?

সবক্ষেত্রে যে ইনজানদের অজুহাত চলবে তা নয়। কলেরায় খেয়েছে প্রচুর মানুষকে, অনাহার আর তেষ্টায়ও কম মারা পড়েনি, কিছু মারা গেছে ক্রিস হর্নের মত লোকেদের হাতে, ঠুনকো খ্যাতির জন্যে মুখিয়ে থাকে না এক পদের লোক? এছাড়াও বিরান প্রেইরীতে ঘোড়া থেকে পড়ে, স্ট্যামপীডের স্বীকার হয়ে, নদীতে ডুবে, শিঙের গুঁতো খেয়ে কত লোকই তো মরছে…পশ্চিমে মরার রাস্তার কোন অভাব আছে?

কে যেন কফি ঢেলে দিয়ে গেল ওর কাপে, মুখ তুলে না চেয়েই ধন্যবাদ আওড়াল ডিউক। আঙুলগুলো ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। এসব অঞ্চলে দিনে কি গরমটাই না পড়ে, অথচ রাতে…ওরেব্বাপ, ঠাণ্ডা কাকে বলে!

বাইশটা বছর…দীর্ঘ সময়…সামনে এখন আর কিছু দেখতে পায় না ও, ক্রমেই এখন আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকবে শরীরের সমস্ত পেশী, অল্পতেই হাঁফ ধরে যাবে, শরীর গরম হতে চাইবে না সহজে।…কত ধরনের কাজই না করল ও জীবনে…জুতো সেলাই থেকে শুরু করে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই বলা যায়। রেলরোডে স্পাইক পোঁতা, টাই ক্যাম্পে ক্রস-কাট স হ্যাণ্ডল করা, চুক্তিতে একটা শ্যাফট ডোবাতে সাহায্য করা, কলোরাডোয় গোটা দুয়েক পাহাড়ী রাস্তা কাটার কাজ—কিছুই বাদ রাখেনি। এরপর সান্তা ফে-র ওপর দিয়ে পার করে নিয়ে গেছে একটা গরুর পালকে, আন্তঃরাজ্য যুদ্ধে জড়িত ছিল চার বছর এবং এর ফলে উন্নীত হয়েছিল সার্জেন্ট পদে। দু'বার জখম হয়েছিল ও, অ্যান্ডারসনভিল থেকে পালিয়েছিল,

ডাকোটা আর ওয়াইয়োমিঙে লড়াই করেছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। কাউ-পাঞ্চারের কাজ করেছে টেক্সাস, অ্যারিজোনা, নেব্রাস্কা আর ওয়াইয়োমিঙে। কঠোর, তিক্ত, নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে ও শৈশব পেরোতে না পেরোতেই।

তারুণ্যে সব কিছুই মনে হয় কত সহজ-স্বচ্ছন্দ, জীবনটাকে মনে হয় বুঝি অনন্ত-অসীম, মৃত্যুচিন্তা তখন কাছ ঘেঁষতে পারে না। মেয়েদের নিয়ে কত ধরনের স্বপ্নই না দেখে তখন লোকে, বিশেষ করে একটি মেয়ের ছবি ভাসতে থাকে কল্পনায় যেটা বারবার শুধু বদলে বদলে যায়, কিন্তু সেই মেয়েটা সব সময় জান দিয়ে ভালবাসে তোমাকে, আর তুমিও তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত…কেবল কিভাবে যেন দেখা হয়ে ওঠে না মেয়েটার সঙ্গে, এই যা।

লাইন-এর মেয়েদের কোনদিন গ্রাহ্য করেনি ও, যদিও নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। ক্যাটল ড্রাইভ করে মিসৌরী টাউনে একবার গিয়েছিল ও, ওখানে দেখা পেয়েছিল এক মেয়ের… কিন্তু ওকে না, মেয়েটা পছন্দ করেছিল এক হোম গার্ডকে, তাকেই বিয়ে করেছিল। সে সব অনেক আগেকার কথা, এখন এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চ্যাপ, ও স্যাডল ছাড়া আর কিছু সম্বল নেই ওর, এবং কোন বুদ্ধিমতী মেয়ে ওর মত ছন্নছাড়া লোককে গ্রহণ করতে রাজি হবেই বা কেন?

বীন আর আধসেদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে সাত-পাঁচ ভেবে চলেছে ও, ঝোলে কর্ন ব্রেড ভিজিয়ে কফির জন্যে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। কফির নেশা আছে ওর, কালো আর তেতো হলে তো কথাই নেই।

'টাকাটা হাতে পেলে কি করবে, ডিউক?' কেভিন কারেনের প্রশ্নে লাইনচ্যুত হলো চিন্তার ট্রেনটা। 'মদে ডুব দেবে?'

'না মনে হয়। একটা কাজের ধান্ধা করব, বাকি শীতটা যাতে টেবিলের নিচে পা দিয়ে বসে আরামসে কাটিয়ে দিতে পারি।'

'দক্ষিণে যাচ্ছ?'

'না।' তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিল ও। 'এখানেই থাকব। আশপাশে কোথাও একটা ঠাঁই খুঁজে নেব।'

'এখানে কোন বন্ধু-বান্ধব আছে তোমার?' বিল লরী শুধাল।

'কোথাও আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। শুধু হুইস্কির সঙ্গী, এদেরকে ঠিক বন্ধু বলা যায় না। সেই ছোটকাল থেকে খালি ভেসেই তো বেড়াচ্ছি, বন্ধুত্ব পাতাব কখন।'

'তুমি অনেক দেশ দেখেছ, ওরা বলেছে।'

'তাতে এই হয়েছে,' বলে ডান পাঞ্জাটা দেখাল ডিউক, বুড়ো আঙুলটা নেই।

ওদের চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে নিজেই বলল, 'পনেরোশো পাউন্ড ওজনের এক বলদ হ্যাঁচকা টান মেরেছিল দড়ির মাথায়।' উঠে দাঁড়াল ও সঙ্গীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ না করে। 'ঘুম পেয়েছে। বিছানা পাতব কোথায়?'

'যেখানে তোমার ইচ্ছা, দুনিয়ার জায়গা খালি।'

দুটো ব্ল্যাঙ্কেট ও গ্রাউন্ড শীট আনরোল করল ডিউক, তারপর সিধে হলো। 'পুবের মহিলা নাকি কদিন আগে ইনজান ট্র্যাক দেখেছে।'

'আমি দেখিনি,' বলল স্টেশন এজেন্ট। 'মনে হয় গপ ফেঁদেছে।'

মেঝেতে বিছানা পেতে, সোজা হয়ে প্যান্ট ছাড়ল ডিউক। 'না, দেখেছে বলছে যখন ঠিকই দেখেছে। মহিলা মিছে কথা বলার লোক না।'

বাতি নেভার বহুক্ষণ পরেও চিত হয়ে শুয়ে জেগে রইল ও, দু'হাতের আঙুল মাথার নিচে পরস্পরবদ্ধ, আঁধারে চেয়ে সে

একদৃষ্টে, নানা ভাবনা খেলা করছে মনে। মগোলোনে পানি আছে, একটা ছোটখাট স্টক নিয়ে শুরু করা যায় ওখানে।

নাস্তার সময় বিল লরী কৌতূহলী চোখে চাইল ওর দিকে। 'ক্রিস হর্নের ব্যাপারে কি করবে ভাবছ?'

'কি আবার করব? করার আছেটাই বা কি? দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন একটা না একটা ক্রিস হর্ন পাবেই। এদের নিয়ে মাথা ঘামালে কেউ বেশিদূর এগোতে পারবে না। এরা আসবে আর যাবে। ও নিজের চরকায় তেল দিলে আমিও দেব। ও গায়ে পড়ে লাগতে এলে আমিও লাগব।'

প্লাজা থেকে পারিশ্রমিক বুঝে নিয়ে স্টেজ লাইন করাল থেকে ঘোড়া ছাড়াল ডিউক। ডানটার পিঠে জরাজীর্ণ স্যাডলটা চাপিয়ে এগোল রাস্তা ধরে। একটা সেলুনের সামনে লাগাম টানল ও, ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে ঢুকল ভেতরে।

কারেন রয়েছে এখানে, অভিবাদন জানাল। 'আমার নামে একটা নাও। স্টক সামলানোর একটা কাজ জুটে গেল।'

'কপাল!' বলল ডিউক, ড্রিঙ্কটা নিল। ওটা গলায় ঢেলে কামরার সবার ওপর একবার শীতল চাহনি বুলিয়ে নিল। 'একটা কিনেই রাইড করছি আমি।'

কাছে ঝুঁকেএল কেভিন কারেন। 'হর্ন রয়েছে শহরে।'

'জাহান্নামে যাক ও।'

ঘোড়ায় চেপে কাছের স্টোরটায় গেল ডিউক, নতুন একটা দড়ি, খানিকটা কফি, বেকনের একটা পাশ, ময়দা, শুকনো ফল, আর অন্যান্য কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনল। বস্তাটা স্যাডলের পেছনে আরামসে চড়ে যেতে পারবে।

স্টোরের বাইরে, জায়গামত বস্তাটা ছুঁড়ে দিয়ে দড়ির কুণ্ডলীটা হর্নে ঝোলাতে যাবে পেছনে কার পদশব্দ শুনতে পেল। 'এই যে.

ডিউক। এবার আর হাতে হাতে না।'

হর্নের গলা, গোড়ালির ওপর পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ডিউক, কষে কুণ্ডলী পাকানো দড়িটা এক ঝটকায় ছুঁড়ে দিল গানম্যানের মুখ লক্ষ্য করে। কঠিন আঘাত, নাকে-মুখে গিয়ে লোহার বাড়ি মেরেছে যেন ওটা, টলে উঠে হিচিং রেইলে ধাক্কা খেল হর্ন।

ঠাণ্ডা মাথায়, দায়সারা ভঙ্গিতে এবং বিনা ব্যস্ততায়, কুণ্ডলীটা আবারও ছুঁড়ে মারল ডিউক, হর্ন পিস্তলে থাবা মারতে যাচ্ছে এসময় বিস্ফোরিত হলো ওটা ওর মুখের ওপর।

গানম্যান কোন সুযোগই পেল না। গান ব্যাটল আশা করেছিল ও, নিদেনপক্ষে উত্তপ্ত বাদানুবাদ—কিন্তু এ হেন অভিনব কায়দা নয়। ডিউক পা ফাঁক করে সামনে দাঁড়িয়ে ওর, রেইলে গানম্যানকে কোণঠাসা করে দড়ির কুণ্ডলীটা দিয়ে ফের নির্দয় মার মারতে উদ্যত হলো।

হর্ন যেদিকেই ঘোরার চেষ্টা করে না কেন, দড়ি হাজির তার মুখচুম্বনের জন্যে। নাক ভেঙে গেছে ওর, ফালাফালা হয়ে গেছে ঠোঁটজোড়া, গাল আর কান রক্তাক্ত, এবং শেষ পর্যন্ত পিস্তলটা হাতে উঠে এলেও গোটানো রশির আঘাতে ধুলোয় উড়ে গিয়ে পড়ল ওটা।

একবারের জন্যেও ব্যস্ততা প্রকাশ পেল না ডিউকের আচরণে। চাবকে চলেছে ও হর্নকে, নিস্পৃহ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, ভাবখানা যেন এটা কোন কাজই না। সমবেত জনতা নীরবে, ভীতিমাখা দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে চলেছে ব্যাপারটা।

হর্নের যখন নতজানু অবস্থা, তাকে আরেকবার প্রচণ্ড আঘাত করে ভূতলশায়ী করল ডিউক, তারপর বলল, 'ভাল চাইলে সোজা ঘোড়ায় গিয়ে চড়ো, হর্ন। এবং ওই পিস্তলটায় আর কখনও হাত দিয়ো না। তোমার সে যোগ্যতা নেই। ফের যদি আমার রাস্তায় দেখি,

মনে রেখো, সেদিন আর ঘোড়ায় না কফিনে চাপতে হবে।'

পিস্তলটা তুলে নিয়ে, কার্তুজগুলো বের করে পকেটে ফেলে দিল ডিউক, পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল পানির পাত্রে। এবার ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে।

নিথর বসে রয়েছে হর্ন, একটি বিষয়ে নিশ্চিত—নড়াচড়া করলে ফিরে আসবে ডিউক। বসে বসে গভীর শ্বাস টানছে ও, থেকে থেকে শিউরে উঠছে ওর সর্বাঙ্গ, নাক-মুখ দিয়ে টপটপিয়ে ঝরছে রক্ত।

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে জনতা, অবশেষে নিজের পায়ে টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল গানম্যান, হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে আঁকড়ে ধরল হিচিং রেইল, নুয়ে পড়েছে মাথা।

এক ট্রাবল মেকার ঝুঁকে পড়ল। 'হর্ন, চাইলে আমার পিস্তলটা ধার নিতে পারো।'

হর্ন মাথা ফিরিয়ে ফাঁকা চোখে চেয়ে রইল লোকটার দিকে, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পা বাড়াল। এ মুহূর্তে একটা ঘোড়া চাই ওর, আর কিছু না। এখুনি রাইড করতে চায় সে, যতটা পারে দূরে চলে যেতে চায় এখান থেকে।

চার

স্টেজের আগমন হোলিওক পরিবারের কাছে দিনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ওটা চলে গেলে পর ঘর-কন্যার কাজে মন দেয়ার,

সময় মেলে ওদের। স্টেজ সঙ্গে করে নিয়ে আসে নানা স্বাদের খবর: রাজনীতি, গান-ফাইটার, ইন্ডিয়ান, কিংবা রেঞ্জের অবস্থা সব বিষয়েই আলোচনা হয়।

বলাবাহুল্য, হ্যারী ডিউক বনাম ক্রিস হর্নের একতরফা লড়াইয়ের ঘটনাটাও ঠিকই পৌঁছে গেছে জুলি ও তার সন্তানদের কানে। হ্যারী ডিউককে রং চড়িয়ে অতিমানব বানিয়েছে কেউ কেউ, আবার কারও মতে ঘটনার আকস্মিকতায় ক্রিস হর্নের থ বনে যাওয়ার সুযোগ নিয়েছে লোকটা। সবার কথাই শুনে যায় জুলি, কোন মন্তব্য করে না। নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ লোকটার মধ্যে যে এত বারুদ জমা ছিল সামান্য পরিচয়ে তা বুঝতে পারেনি ও।

প্রতিদিন সন্ধেয় দরজায় দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে ঘাসের রাজ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় জুলি, নাকে আসে দূরবর্তী কোন রেঞ্জ থেকে আগত তপ্ত ঘাসের ঘ্রাণ আর পেছনের পর্বতমালাবাহিত সিডারের হালকা সুবাস।

বেন হোলিওক সেই যে চলে গেল তার দু'মাস হয়ে গেছে। ইদানীং কেমন জানি সন্দেহ দানা বাঁধতে লেগেছে জুলির মনে। ক্যাটল কেনার জন্যে হয়তো অনেক দূর দূরান্তে যেতে হয়েছে তাকে, যাত্রাপথের কষ্টও কম নয়, কিন্তু তাই বলে একটা খবরও দেবে না? একটা চিঠি লিখেও তো জানাতে পারত লোকটা। ছেলে-মেয়েরা ক'দিন ধরে বারবার জিজ্ঞেস করছে বাবার কথা।

স্টেজ কোম্পানীর আনা সাপ্লাইতে অনেকদিন চলেছে, ফের অর্ডার দিয়েছে জুলি। ও এমনকি দুটো ডলার বাঁচাতে পেরে সযত্নে গচ্ছিতও রেখেছে। বেন জানতে পারলে খুব খুশি হবে।

রিংগো বড্ড ভাবাচ্ছে ওকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে ছেলেটা, ও সাহায্য করতে চাইলেও পাত্তা দিচ্ছে না, সব কাজ একাই করার নিয়ত করেছে যেন।

রান্না-বান্নার বা ডিশ ধোয়ার ফাঁকে জানালা দিয়ে সমভূমির দিকে চেয়ে থাকে জুলি; লক্ষ করে কিভাবে আলো-ছায়া সর্বদা খেলা করে ওটার ওপর, দৃষ্টিসীমার বাইরে বুঝি বা কিছু একটার ক্বচিৎ-কদাচিৎ নড়ে ওঠার ইঙ্গিত।

আচ্ছা, সমভূমির ওপারটা কোথায় গিয়ে মিশেছে? জানে না ও, কাউকে জিজ্ঞেসও করে না, কারণ মাইলের গণ্ডিবদ্ধ হিসেবে বাঁধা পড়ুক ওর কল্পনা চায় না ও। ওর কাছে অনন্ত অসীম ওটা…সুবিশাল মহাসমুদ্রের মত, যায় কোন কূল নেই কিনারা নেই।

'বড্ড বই-পত্র পড়তে ইচ্ছে করে,' এক রাতে বলল রিংগো। 'ইস, স্কুলে যদি যেতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, সবারই বেশি বেশি বই পড়া উচিত,' সেলাইয়ের কাজে বিরতি নিয়ে বলল জুলি। 'ঠিক আছে, মি. রয় গিলক্রিস্টের সঙ্গে আমি কথা বলব। সে নিশ্চয়ই কিছু পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।' সেলাইয়ে ফের মন দিল জুলি, যদিও আঙুলগুলো ক্লান্ত তার, টনটন করছে চোখ। 'তার আগ পর্যন্ত, রিংগো, তুমি প্রকৃতিকে মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করো।'

'প্রকৃতিকে মানে?'

'মাটির দিকে তাকাও—দেখবে সবখানে গল্প খুঁজে পাচ্ছ। আকাশ আর গাছ-পালা লক্ষ করো, জীব-জন্তুর ট্র্যাক লক্ষ করো, খেয়াল করে দেখো পাখিরা কিভাবে ওড়ে। এসব দেখে যা শিখবে কোন বইতে তা পাবে না।'

'কাল একটা সাপের ট্র্যাক দেখেছি,' বলল বেথ, 'ঝর্নার কাছে।'

'বলো কি,' বলে উঠল রিংগো, 'খুব সাবধান। এদিকে র‍্যাটলার কিলবিল করে।'

কথার ফাঁকে কয়োটের ডাক কানে এল ওদের। এবং তারপর করালে আকস্মিক ছোটাছুটির আর লাফ-ঝাঁপের শব্দ।

'ইন্ডিয়ানরা এসেছে?' উঠে পড়েছে রিংগো, দৌড়চ্ছে শটগানটার জন্যে।

জুলি সেলাই থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা তুলে নিল। সহসা, দরজাটা হাট করে খুলে উঁচিয়ে ধরল ওটা।

র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ড ভরে গেছে ঘোড়া দিয়ে, এবং ওগুলোর মাঝে, করালের গেটের বারে আঘাত হানছে একটা দুর্দান্ত বুনো স্ট্যালিয়ন।

আলোটা জানোয়ারগুলোর ওপর দিয়ে পড়তে চরকির মত লণ্ঠনের উদ্দেশে ঘুরল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করছে, চ্যালেঞ্জ আর বিস্ময়ের মিশেল তার সেই ডাকে। দেখতে অপরূপ কিছু নয় ওটা, কিন্তু তাগড়া, শক্তিশালী, আলোর দিকে চোখ ঘুরাতে ওর কুৎসিত মাথাটা আর দাঁতের ঝলকানি দেখা গেল। কেশর ওটার জট পাকানো, রুক্ষ, করালের কাছ থেকে চরকির মত পাক খেয়ে আলোর মুখোমুখি হলো, মাথা ঝটকা মেরে তীব্র থাবা হানছে শক্ত মাটিতে। এবার হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে, কাছের ঘোড়াটাকে গুঁতো মেরে, নিজের পাল তাড়িয়ে নিয়ে ইয়ার্ড ত্যাগ করল।

দীর্ঘক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল জুলি, অপসৃয়মাণ খুরধ্বনি শুনল কান পেতে, তারপর করালে গেল।

করালের ঘোড়াগুলো ভড়কে গেছে ভীষণ, কাঁপছে থরথরিয়ে। কথা বলে ওদের শান্ত করার চেষ্টা করল জুলি, তারপর বেরিয়ে এসে পড়ে যাওয়া বারটা লাগিয়ে দিল। সমতলে বুনো ঘোড়া আছে জানা ছিল ওর, কিন্তু দেখল এই প্রথম। দীর্ঘদিন মনে থাকবে জুলির কিরকম হিংস্র চোখে চেয়ে ছিল ওটা একদৃষ্টে তার দিকে।

বাতাসে এখন শীতের টান। বাচ্চাদের সঙ্গে ইদানীং বেশিরভাগ

সময় কাটায় জুলি, জ্বালানি জড় করে আনে পাহাড়ের আশপাশ থেকে। ঝড়ে পড়া প্রাচীন সিডার গাছগুলো ভালভাবেই মেটাচ্ছে ওদের চাহিদা।

মাঝেমধ্যে রিংগো কিংবা বেথ ওদের অ্যাপালুসা ম্যাথুর পিঠে স্যাডল চাপিয়ে, দূর থেকেও বড়সড় গুঁড়ি দড়ি পেঁচিয়ে টেনে আনে। আগুয়ান শীত মোকাবেলা করার জন্যে বেশ ভালভাবেই চলছে পরিবারটার প্রস্তুতি।

কুয়াশাচ্ছন্ন এক সকালে রয় গিলক্রিস্টের স্টেজ উঠনে প্রবেশ করতে সে নেমে এসে যাত্রীদের জন্যে মেলে ধরল দরজা। চারজন যাত্রী, এদের মধ্যে পুবের দু'জন মহিলা—ভদ্রমহিলা মনে হয় তাদের পোশাক পরিচ্ছদের বাহারে, এবং দু'জন শক্তসমর্থ স্বচ্ছল পুরুষ। দু'জনের পরনেই বিজনেস স্যুট, চওড়া হ্যাট আর বুট, এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদেহী লোকটির বুকে ইউ.এস মার্শালের ব্যাজ আঁটা।

রয় তার বুট থেকে একগাদা খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা আর গোটা দুয়েক বই বের করল। 'কয়েকটা একদম ভর্তা হয়ে গেছে, মিসেস হোলিওক,' বলল ও, 'কিন্তু পড়া যাবে।'

জুলি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে তড়িঘড়ি টেবিল সাজাতে গেল, ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশে বলল, 'চা চলবে? আছে খানিকটা।'

'দিতে পারবে?' বলল বয়স্ক জন। 'মানে, চা পেলে তো কথাই নেই। কফি...বড্ড কড়া।'

'কড়াটাই অবশ্য বেশিরভাগ লোক পছন্দ করে,' হেসে বলল জুলি, 'ওরা বলে ঘোড়ার নাল চুবানো না গেলে আবার কফি কিসের?'

টেবিলে চা দিয়ে কাবার্ড থেকে কুকি বের করে একটা প্লেটে সাজিয়ে দিল জুলি।

রয় চেয়ে রয়েছে ওগুলোর দিকে। 'মিসেস হোলিওক, তোমার কুকির স্বাদ আমাদের জিভে লেগে থাকে, পিছু ছাড়ে না।'

'আগে বলোনি কেন? প্রায়ই তো ডাউনাটও বানাই আমি।'

'চেপে যাও,' বলল রয়, 'নইলে এই তল্লাটের সমস্ত কাউবয় এসে জুটবে···মাইলের পর মাইল ঘোড়া দাবড়ে।'

'আমাদের ক্ষমা করবেন,' মহিলাদের উদ্দেশে বলল জুলি। 'কেবিনটা বড্ড পুরানো ধাঁচের, আগামী বছর ইচ্ছে আছে ঘর আরও বাড়াব।'

'আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে,' বলল তরুণী। উনিশের বেশি হবে না বয়স, চোখ দুটো আয়ত, পাপড়িগুলো বড় বড়। 'মিসেস হোলিওক, আমি স্টেফি গ্রান্ট, আর ইনি আমার খালা রীনা ডেভিস। ফিলাডেলফিয়ায় থাকি আমরা, যাচ্ছি প্রেসকটে। আমার ভাইয়ের খোঁজে।'

'সে প্রেসকটে থাকে?'

'না, শেষবার যখন খবর পাই তখন ছিল। তাও তো···প্রায় দু'বছর হবে।'

'দু'বছর? এ দেশে লোকে যেভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় তাতে যে কোনখানে থাকতে পারে সে। নাম কি তার?'

'হিউ গ্রান্ট···সহজেই চিনতে পারবে ওকে। লম্বা, শ্যামলা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। গালের হাড়ে ছোট্ট একটা কাটা দাগ আছে, আর হাসিটা তার ভুবন ভোলানো। সর্বক্ষণ মজা করছে···লোকে বলে অভদ্র, কিন্তু ওর আসলে ধরনটাই অমন।'

'এখানে কখনও এলে তোমাদের কথা জানাব,' বলল জুলি। 'ঠিকানা দিয়ে যেয়ো।'

এসময় হঠাৎ নজর গেল ওর মার্শালের ব্যাজধারীর দিকে। তার অভিব্যক্তিটা অদ্ভুত লাগল জুলির চোখে, কফি নাড়ছে সে

ব্যস্তভাবে। অন্য লোকটি নিজের প্লেটে মগ্ন।

মার্শাল লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে বলল, 'মিস, তুমি প্লাজার আশপাশে থামো যদি—এর পরের শহরটাই ওটা—দেখা পেয়ে যেতে পারো ওর। আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু স্মাইলি নামে এক লোকের কথা শুনেছি—বর্ণনায় মনে হচ্ছে এই সেই লোক।'

ঝট করে সিধে হলো জুলির মাথা, মার্শালের চোখে চোখ পড়ল ওর, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা।

হিউ গ্রান্ট···কোঁকড়া চুল···মোহনীয় হাসি···স্মাইলি গ্রান্ট! রয় গিলক্রিস্টের মুখে ওর কথা শুনেছে জুলি। পিন্ডার গ্যাঙের অন্যতম দুর্ধর্ষ ডাকাত এই হিউ গ্রান্ট, স্টেজ হোল্ডআপের অভিযোগে ওয়ান্টেড। ওরা পাঁচজন, কখনও কখনও ছয়, ভয়ঙ্কর এক আউটফিট।

স্টেফির মুখ থেকে জেনে নিল মার্শাল তিন বছর আগে স্কুল ত্যাগ করে, মাইনিঙ করতে মগোলোনসে চলে এসেছিল হিউ গ্রান্ট। কতখানি সাফল্য পেয়েছে ভাই জানে না ও, কিন্তু দীর্ঘদিন কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন বোন খালাকে নিয়ে তার সন্ধানে এসেছে···

স্টেজটা চলে যাওয়ার বহুক্ষণ পরও মহিলাদের কণ্ঠ জুলির কানে লেগে রইল। ওদের প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলেছে ও।

স্মাইলির ব্যাপারে ওদের সতর্ক করে দিতে পারলে ভাল হত। প্লাজায় বিরতি নেবে ওরা, মার্শালও থাকবে ওখানে, আর স্মাইলি যদি জানে ওরা এসেছে তবে নিশ্চিত দেখা করতে আসবে।

পরদিন ভোরে রিংগো স্টক ফীড করতে গেল। বেথ গেছে তার সঙ্গে, জুলি সকালের জন্যে বাসনপত্র ধুচ্ছে। অ্যাপ্রনে হাত মুছল ও, এবং প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্বতসারির দিকে চলে গেল দৃষ্টি।

সেই মুহূর্তেই ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেল ও। জনা বারো হবে, পাহাড় থেকে এক সারে নেমে আসছে। দলে কোন মহিলা নেই,

শুধু যোদ্ধা, ভঙ্গি আক্রমণাত্মক তাদের।

'রিংগো!' চেঁচিয়ে উঠল জুলি। 'শিগ্‌গির এসো! বেথ!'

রিংগো সিধে হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কি ভেবে বোনের কাঁধ চেপে ধরল। 'চলো,' বলল ও।

ঝটকা মেরে কাঁধ মুক্ত করে নিল বেথ। 'বেশি মাতব্বরী কোরো না!'

'বেথ!' মার তীক্ষ্ণ চিৎকার। 'জলদি এসো...'

বোনের হাত ধরে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিংগো, 'কি হলো, মা?'

'ইন্ডিয়ান,' বলল জুলি, 'পাহাড় থেকে আসছে। ভেতরে চলে এসো, বেথ।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বেথ, পর্বতসারির দিকে এক ঝলক চেয়ে, তারপর এক দৌড়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল, মুখটা বিবর্ণ। রিংগো সোজা চলে গেল কেবিনের পেছনটায়, লাগিয়ে দিল কাঠের মজবুত শাটারগুলো। দেয়ালের লূপ হোল দিয়ে গুলি চালাতে পারবে ওরা। জুলি দরজার কাছ ঘেঁষে বারটা রাখল, কিন্তু সামান্য ফাঁক করা রইল দরজা।

ধুপধাপ বাড়ি পড়ছে ওর হৃৎপিণ্ডে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। 'রিংগো,' বলল সে, 'আমরা একা আছি ওরা যেন বুঝতে না পারে, ভয় পেয়েছি সেটাও না।'

'ঠিক আছে, মা।'

ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রিংগো, চাইছে চারপাশে। করার মত কাজ আর কিছু বাকি নেই। 'ওরা ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে,' বলল ও।

'হ্যাঁ। সাধ্যমত ঠেকাতে চেষ্টা করব আমরা।'

ইয়ার্ডে সহসা প্রবেশ করল ইন্ডিয়ানরা, জুলিকে দোরগোড়ায়

দাঁড়ানো দেখে থমকে গিয়ে রাশ টেনে ধরল। দরজার পেছনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে রিংগোকে, দরজা টেনে দিয়ে যে কোন মুহূর্তে যাতে বারটা লাগিয়ে দিতে পারে।

'কি চাও তোমরা?' জুলি শুধাল।

'খাবার,' বলল একজন, 'খাবার দাও।'

'সরি। দেয়ার মত বাড়তি নেই আমার।'

বেথ তুলে নিল রয় গিলক্রিস্টের এনে দেয়া রাইফেলটা, একটা লূপ হোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল মাজল।

'খাবার দাও নাহলে ঘোড়া নিয়ে যাব। গরু নিয়ে যাব।'

'ভাগো,' আদেশ করল জুলি, 'এক্ষুণি ভাগো! আমরা ঝামেলা চাই না, আর শুনে রাখো এভাবে আর কোনদিন আসবে না। হুমকি-ধামকি একদম পছন্দ করি না আমি। যাও দূর হও।'

জুলির দিকে চেয়ে রয়েছে ওরা। ঘোড়াগুলো ওদের পজিশন বদল করল, একজন ইন্ডিয়ান শ্লথ গতিতে কেবিনটাকে এক পাক দিয়ে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এল।

নিথর দাঁড়িয়ে জুলি, ড্রেসের ভাঁজে ধরা শটগানটা। ঢাকা পড়ে রয়েছে। ও উপলব্ধি করল প্রতিপক্ষ অনিশ্চয়তায় ভুগছে। রাইফেলের মাজল দেখতে পাচ্ছে ওরা, এবং জুলির চোখে-মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

ইন্ডিয়ানদের একজন পনির মুখ ফিরিয়ে হর্স করালের উদ্দেশে এগোল।

'ওকে বলে দাও ঘোড়াগুলোর দিকে যাতে হাত না বাড়ায়,' স্পষ্ট কণ্ঠে বলল জুলি।

অকস্মাৎ ধাওয়া করে এল ওরা।

কিসে হুঁশিয়ার করল ওকে, জানে না জুলি। কে জানে, ঘোড়াগুলো ছোটার আগে তাদের মাংসপেশীর সঙ্কোচন হয়তো

সতর্ক সঙ্কেত দিয়েছে। দরজা থেকে চল্লিশ ফিটও হবে না যখন ছোটা শুরু করল জানোয়ারগুলো।

শটগানটা তুলে নিয়েই হিপের কাছ থেকে ফায়ার করল জুলি...এর বেশি তোলার সময় পায়নি। তারপর এত দ্রুত পিছু হটল যে হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, রিংগো ত্বরিত দরজাটা টেনে দিয়ে বার ফেলে দিল।

দরজায় আছড়ে পড়ল দেহগুলো এবং জুলি ভারী দরজাটার লূপ হোল খুলে ওটার মধ্য দিয়ে ফায়ার করল শটগানটা।

আর্তনাদ শোনা গেল একটা, তারপর বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটির শব্দ। রিংগো ঝাঁপিয়ে পড়ে বেথের রাইফেলটার দখল নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল।

'মা, একটাকে নিকেষ করেছ তুমি,' বলল বেথ, 'আরেকটার দশা একদম কাহিল।'

রিংগোর রীতিমত পাকা হাত রাইফেলে। ঘোড়াগুলোর দিকে নজর ওর, ওদিকে মা-বেটি এ লূপ হোল থেকে ও লূপ হোলে গিয়ে কি ঘটছে লক্ষ্য রাখছে।

বাইরেটা শান্ত হয়ে গেছে। ইয়ার্ডে ভূপাতিত একজন ইন্ডিয়ান, চারপাশে ওর একটা রক্তের ডোবা সৃষ্টি হয়েছে। বড়জোর বিশ ফিট দূর থেকে শটগানের গুলি হজম করতে হয়েছে তাকে, তেড়ে আসছিল। বাকশটের ভারী চার্জ প্রায় দু'আধখানা করে দিয়েছে লোকটাকে।

হঠাৎ রাইফে. ফায়ার করল আবার রিংগো।

করালটার অবস্থান খোলা জায়গায়, অলক্ষে ওখানে পৌছা কারও পক্ষেই সহজ হবে না।

'মা,' বলল রিংগো, 'স্টেজ আসার সময় হয়ে গেছে। ওটা এলে এরাও হাজির হয়ে যাবে।'

আরে, স্টেজ...বেমালুম ভুলে গিয়েছিল জুলি।

'বেথ,' বলল সে, 'চিলেকোঠায় উঠে রাস্তার দিকে নজর রাখো যাও। আসতে দেখলে রিংগোকে জানাবে, ও গুলি চালাবে।'

এভাবে সাবধান করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা স্টেজযাত্রীদের।

কিচেনে গিয়ে কফি চাপিয়েছে জুলি, এর ফাঁকে ফাঁকে লূপ হোলগুলোয় চোখ রাখছে। কোথাও কোন নড়চড়া চোখে পড়ছে না।

স্টেজ আসার সময় হলো। দীর্ঘ যাত্রার পর শরীরে খিল ধরে যাবে যাত্রীদের, ক্লান্ত থাকবে তারা। বক্সে থাকবে হয় রয় নয়তো রডনি হগ, পালা করে ড্রাইভ করে ওরা। যে-ই থাক মানুষটা সহজ টার্গেটে পরিণত হবে। জুলি মনেপ্রাণে আশা করছে স্টেজে কোন মহিলা থাকবে না।

শটগানের লোড চেক করল ও। ভীত-সন্ত্রস্ত বোধ করছে, কিন্তু কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধেও নিশ্চিত সে। কতজন ইন্ডিয়ান এখন ওত পেতে রয়েছে কে জানে...

সময় গড়িয়ে চলেছে অলস গতিতে। নিজের আর রিংগোর জন্যে দু'কাপ কফি ঢালল জুলি, খুব শীতের দিনগুলো ছাড়া কখনও কফি পান করে না ছেলেটা।

'ওরা এখনও আশপাশে আছে, মা,' বলল রিংগো। 'একটা ম্যাগফ্লাই এইমাত্র উড়াল দিল। ভয় পেয়েছে ওটা, ঘোড়াগুলো কেমন ছটফট করছে।'

স্টেজটা কোথায়?

সহসা চেঁচিয়ে উঠল বেথ, 'মা! আসছে ওটা! স্টেজ আসছে!'

ফায়ার করল রিংগো। দীর্ঘ নীরবতার পর আবদ্ধ কেবিনে অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল শব্দটা। পরমুহূর্তে ফের গুলি চালাল ও। এবং তার পরপরই দেখতে পেল স্টেজটাকে।

টীমটা পাগলের মতন ছুটছে, সীটে জবুথুবু পড়ে রয়েছে ড্রাইভার, এহেন ঝাঁকুনি সত্ত্বেও কিভাবে না পড়ে বসে থাকতে পারছে লোকটা তার থই পেল না জুলি। টীমটা প্রাণপণে তেড়ে আসছে কেবিনের উদ্দেশে, এবং আচমকা উঠে বসল ড্রাইভার, ঘোড়াগুলোকে মোড় ঘুরিয়ে দরজার কাছে এনে থামাল।

দোরগোড়ায় দৌড়ে গিয়ে বার নামাল জুলি। দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে দিতে দু'জন পুরুষ আর এক মহিলা প্রায় ঢলে পড়ল স্টেজ থেকে। পুরুষদের একজন তৃতীয় আরেকজনকে টেনেটুনে নামাচ্ছে। ড্রাইভার—রডনি হগ—ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তার বুক ও একটা বাহু রক্তে মাখামাখি। ডান হাতে .৪৪ কোল্ট আঁকড়ে ধরে রয়েছে সে এবং দরজাটা সশব্দে লাগিয়ে দেয়ার মুহূর্তমাত্র আগে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশে একবার ফাঁকা গুলি করল।

'মাইল তিনেক আগে হামলাটা করেছে,' বলল ও, 'বাঁকের কাছে। আমার ধারণা গোটা দুই খতম করা গেছে, কিন্তু কঠিন আঘাত হেনেছিল ওরা।' টলতে টলতে পিছিয়ে এল সে, টেবিলের লাগোয়া বেঞ্চিটায় প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ল, গানহ্যান্ডটাকে বিশ্রাম দিচ্ছে ওটার ওপর।

আহত লোকটিকে ভেতরে আসতে সাহায্য করে অক্ষত লোক দু'জন নিমেষে চলে গেছে লূপ হোলগুলোর কাছে। অবিরাম ফায়ারিং চলছে এ মুহূর্তে, ঘরের বাতাস বারুদের গন্ধে ভারী।

'তোমাদের ছাদটা কিসের, ম্যাম,' একজন লোক শুধাল। 'ঢোকার সময় লক্ষ করিনি।'

'পোলের ছাদ, মাটি দিয়ে লেপা।'

'আল্লাহ বাঁচিয়েছে! ওরা আগুন দিতে পারবে না।'

গোলাগুলি ক্রমে বিরতি নিয়ে শেষ অবধি স্তব্ধ হয়ে গেল।

অপর লোকটি, বেঁটে খাটো, গাঁটাগোঁট্টা, চৌকো স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখের মালিক, হগের দিকে ফিরল। 'হগ, স্টেজটাকে যে করে হোক সরাতে হবে। ওরা ওটায় আগুন দিয়ে কেবিনটা জ্বালিয়ে দেবে।'

'কেবিনটা পাথরের,' বলল জুলি।

'তাতে কিছু এসে যায় না। দরজায় আগুন দেবে ওরা, ওপেনিঙ দিয়ে গুলি চালাবে। ধোঁয়াতেই টিকতে পারব না আমরা।'

'ঘোড়াগুলো জোড়া আছে এখনও,' বলল হগ, 'কিন্তু আমার পক্ষে লাগাম ধরা সম্ভব না।'

মহিলাটি হাঁটু গেড়ে বসে ছিল আহত লোকটির পাশে, আলতো হাতে তার ভেস্ট ও শার্টের বোতাম খুলে দিচ্ছে। জুলি গেল ওর কাছে। 'বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়ালে—'

ঝট করে মুখ তুলল মহিলা, মেয়েই বলা উচিত, কৈশোর সবে পেরিয়েছে, সুন্দরী। 'নড়াচড়া করানো ঠিক হবে না। গাট-শট হয়ে থাকতে পারে।'

রাফ টার্মটা মেয়েটির ঠোঁট থেকে ছিটকে বেরিয়ে চমকে দিল জুলিকে। ও কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও মেয়েটির পেশা অনুমান করে সামলে নিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।' বলল ও। 'গরম পানি আছে চুলোয়, ব্যান্ডেজও আছে। আমার আসলে চিকিৎসা সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই।'

'আমার আছে,' বাস্তব সুর মেয়েটির কণ্ঠে। 'আমি এসব অনেক দেখেছি। বেশ কয়েকটা শুটিং টাউনে থাকতে হয়েছে আমাকে।'

গাঁটাগোঁট্টা তখন দরজাটা সামান্য একটুখানি খুলে, উঁকি মারছে বাইরে। 'একটা ঘোড়া কুপোকাত। হার্নেস থেকে ওটাকে আগে কেটে খসাতে হবে।'

'কাটো তাহলে,' বলল হগ। 'নষ্ট করার মত সময় নেই।'

একটা বাউয়ি নাইফ ছুঁড়ে দিল ও লোকটার উদ্দেশে, সে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে, আলগোছে বেরিয়ে গিয়ে হাঁটুর ওপর বসল। এবার ত্বরিত উঠে পড়ে, ছুরি চালাল পরপর দু'বার, ব্লেডটা যেমন ভারী তেমনি ধারাল। চাবুকটা মুঠোয় ধরে সবচাইতে কাছের ঘোড়াটার পিঠে আছড়ে ফেলল এবং ওটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে, সামনে চালিত করল সঙ্গীদের। পরমুহূর্তে নেই হয়ে গেল ওগুলো, কাত হয়ে ছুটে চলেছে ইয়ার্ড ধরে, সিডার গুঁড়ির পেছন থেকে সহসা লাফিয়ে উদয় হওয়া এক ইন্ডিয়ানকে পিষে দিয়ে গেল।

ছুরিওয়ালা দরজার উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে, টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে আসা হলো তাকে, ওদিকে একই সঙ্গে ভারী দরজা আর পাথুরে দেয়ালে লেগে ছিটকে গেল বেশ কয়েকটা গুলি। তারপর আবার নেমে এল চারদিকে কবরের নিস্তব্ধতা।

মেয়েটি এখন রডনি হগের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। নিপুণ হাতে ক্ষত পরিষ্কার করে ড্রেস করে দিচ্ছে।

বাইরে কোন সাড়া-শব্দ নেই। দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে পেরিয়ে গেল, বিকেলের উত্তাপ এখন পরিণত হচ্ছে সাঁঝের শীতলতায়।

'তুমি কি বলো, হগ?' চৌকো মুখো জিজ্ঞেস করল। 'ওরা কি রয়ে গিয়ে ফাইট করবে নাকি মানে মানে সরে পড়বে?'

শ্রাগ করল হগ। 'আমার বিশ্বাস সরে পড়বে। কোন ইনজান হারা লড়াই লড়তে চায় না, আর আজকে ওদের অনেক লোক খোয়া গেছে। ওরা বড়জোর লাশগুলো সরিয়ে নিয়ে ঘোড়া হাতাবার চেষ্টা করতে পারে, তবে চলে যাওয়ার চান্সই বেশি। চার-পাঁচটা বন্দুকের বিরুদ্ধে এঁটে ওঠা কঠিন ওরাও বোঝে।'

দীর্ঘ, শ্লথ সন্ধেটা জায়গা ছেড়ে দিল দীর্ঘতর ও শ্লথতর রাতের জন্যে। বার কয়েক, শুধুমাত্র ইন্ডিয়ানদের দূরে রাখার জন্যে, গুলি

চালানো হলো করালের একটা পাশ লক্ষ্য করে। জ্যোৎস্না রাত, ফলে কেবিন থেকে করালের সামনেটা আর দুটো পাশ সহজেই কভার করা গেল। কেবলমাত্র করালের পেছনটা পাহারাধীন রাখা গেল না অবস্থানগত অসুবিধার জন্যে।

ভোরে দেখা গেল ঘোড়াগুলো রয়েছে, লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং দশটা নাগাদ ওরা নিশ্চিন্ত হলো তুলে নেয়া হয়েছে অবরোধ।

'কোন চিন্তা কোরো না,' বলল রডনি হগ। 'স্টেজ প্লাজায় না পৌছলে ওরা ঠিকই আমাদের খোঁজে বেরোবে।'

তাই বেরোল ওরা···চল্লিশজন অশ্বারোহীর একটা দল, ভারী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত।

পাঁচ

সপ্তাহখানেক পরের কথা। ইন্ডিয়ানরা এর মধ্যে আর কোন হাঙ্গামা করেনি।

আজ স্টেজ নিয়ে এসেছে রয় গিলক্রিস্ট। যাত্রী নেই বলে তাড়া নেই তার, জুলির সঙ্গে কফি পান করতে করতে একপর্যায়ে অকস্মাৎ বলে বসল, 'মিসেস হোলিওক, তোমার একজন পুরুষ মানুষ খুঁজে নেয়া দরকার। এভাবে নিজের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'মিস্টার হোলিওক গেছে ছ'মাস মাত্র হলো, মি. গিলক্রিস্ট।

এখনই এসব নিয়ে—' বলতে চাইল জুলি।

'ধ্যেত!' বাধা দিয়ে বলল রয়। 'আমার মত তুমিও জানো তার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। মিসেস হোলিওক, এ বড় নিষ্ঠুর জায়গা, এ পর্যন্ত দু'জনকে কবর দিয়েছি আমি নিজ হাতে, আরও তিনটে লাশ তো সনাক্তই করা যায়নি, এমনি এমনি গোর দেয়া হয়েছে···

'ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে কত লোক তেষ্টায় মারা পড়ে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। সেজন্যেই ঘোড়া চোরদের লোকে ফাঁসি দেয়, ম্যাম, কারণ বুনো পশ্চিমে কারও ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়া আর প্রাণ কেড়ে নেয়া একই ব্যাপার।

'এখানে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই বরং খানিকটা সহজ। ইনজান কিংবা আউটলদের হাতে মরতে হবে এমন কোন কথা নেই। তোমার স্বামীর কথাই ধরো। চারদিকে খোঁজ-খবর নিয়েছি কিন্তু স্টেজ লাইনের কেউই তার কথা বলতে পারেনি। তার ঘোড়াটারও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। আমি নিশ্চিত তারা মস্ত কোন বিপদে পড়েছিল।

'সে এখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই রিও গ্র্যান্ডে বন্যা হয়েছে, পুবে ভারী বর্ষণও দেখা দিয়েছিল। হয়তো সাঁতরে নদী পেরোতে চেষ্টা করেছিল তোমার স্বামী, কিংবা কোন শর্টকাট রাস্তা নিতে চেয়েছিল। সে আর ফিরছে না ধরে নিলেই ভাল করবে তুমি।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, মি. গিলক্রিস্ট। তোমাকে বন্ধু মনে করি বলে বলছি, এখানে বড় অসহায় আর একা বোধ করি আমরা, মাঝেমাঝে ভীষণ ভয় লাগে; কিন্তু মি. হোলিওক আর নেই ধরেও নিই যদি আর কাউকে মন থেকে গ্রহণ করার কথাও তো ভাবতে পারি না।'

'এখন পারছ না কিন্তু ভবিষ্যতে পারতেও পারো। শোনো, ম্যাম, স্টেজ লাইনের নিজস্ব স্টেশন বসানোর কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। আর খুব বেশিদিন এখানে থামছে না স্টেজ। তখন কি হবে? এখন না হয় দু'পয়সা আয় করছ কিন্তু তখন?'

এমনটা ঘটতে চলেছে জানা ছিল জুলির। 'মিস্টার হোলিওক থাকলে ইতিমধ্যে একটা স্টক নিয়ে কাজে নেমে যেত। কিন্তু আমার কাছে তো ক্যাটল কেনার পয়সা নেই।'

কাপ নামিয়ে রাখল রয় গিলক্রিস্ট। 'মিসেস হোলিওক, একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়, শোনো। এখান দিয়ে একটা পাল যাবে, ওরা এলে ট্রেইল বসের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে তুমি। মিক্সড হার্ড এটা, আবার সামনে দীর্ঘ, শুকনো যাত্রাও অপেক্ষা করছে, বাজি ধরে বলতে পারি বেশ কিছু বাছুর পেয়ে যাবে তুমি।

'ওগুলোর মাই ছাড়াতে হবে তোমাকে খুব সম্ভব, কিন্তু তোমার তো দুধেল গাই আছেই। কোন ট্রেইল বস বাছুর নিয়ে ঝামেলা পোহাতে চায় না, সঙ্গে ওয়াগন না থাকলে যত জলদি পারে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেয়।'

হঠাৎ নেচে উঠল রয়ের চোখজোড়া। 'তোমার যা রান্নার হাত, ম্যাম, অসুবিধা হবে না, আচ্ছামত আগে পেট ভরে ডাউনাট আর কফি খাওয়াবে, তারপর কথা পাড়বে। ওরা অন্তত চার-পাঁচটা না দিয়ে পারবে না, চাই কি বেশিও পেয়ে যেতে পারো।'

'ধন্যবাদ, মি. গিলক্রিস্ট,' বলল জুলি। 'কথাগুলো কাজে লাগবে আমার।'

উঠে পড়ল রয়, ইতস্তত করল এক মুহূর্ত। 'একটা কথা মনে রেখো, উপযুক্ত পুরুষ মানুষের খোঁজে থাকবে, আর পেয়ে গেলে স্রেফ ঝুলে পড়বে। কোন ছাড়াছাড়ি নাই। আশপাশে ফালতু লোক প্রচুর আছে। কিন্তু তোমার দরকার একজন ভাল, সংসারী লোক।'

'মি. গিলক্রিস্ট, যদি আবার বিয়ে করতে হয়, তবে শুধু

ভালবাসার জন্যেই করব। লোকটা কেমন সেটা আমার বিবেচ্য না। একটা মেয়ের চাহিদা খুব বেশি থাকে না, ছোট্ট একটা সংসার, স্বামী-সন্তান, সুখ—এই তো। আমিও এর বেশি কিছু চাই না।'

গরুর পালটা দৃশ্যমান হওয়ার আগেই ক্যাটলের উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকির শব্দ কানে এল ওদের, দলটা বিশালাকৃতি।

দু'জন ঘোড়সওয়ার গরুগুলোকে রাতের বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে কেবিনের কাছে এসে থামল। দোরগোড়ায় মিলিত হলো ওদের সঙ্গে জুলি, দু'পাশে তার রিংগো ও বেথ।

প্রথম জন ছিপছিপে, চওড়া কাঁধের এক পুরুষ, সিন্ধুঘোটকের মত ইয়া গোঁফ তার, এবং দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, এ-ও একহারা, কাঁধজোড়ায় সামান্য ঝোঁক।

'ডাউনাট বানায় যে তুমি সেই মহিলা?'

'এসো,' বলল জুলি, 'ভেতরে এসো।'

'শুনেছি এ তল্লাটে নাকি তোমার ডাউনাটের জুড়ি নেই।' লোক দুটো দোল খেয়ে নেমে ভেতরে পা রাখল, হ্যাট হাতে। দু'জনেই সশস্ত্র, ধূলিধূসরিত ও ভয়ানক ক্লান্ত। ওরা বসতে ট্রে-তে করে ডাউনাট ও কফি পরিবেশন করল জুলি। কাউবয়দের হামলা হবে জেনে আগেভাগেই বেক করে রেখেছিল ও ডাউনাট।

ক'মিনিট নীরবে মুখ চালিয়ে প্রথম লোকটা মুখ তুলে তাকাল। 'আমি রন ক্রলি, ম্যাম, আর ইনি আমার চাচা, জন ক্রলি। শুনলাম তুমি নাকি কিছু বাছুর চাইছ?'

'কেনার সাধ্য নেই আমার,' অকপটে স্বীকার করল জুলি। 'ড্রাইভের সময় মিক্সড হার্ড হলে নাকি তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে ঝামেলা পোহাতে হয়, তাই ভাবছি তোমরা যদি দু'একটাকে রেখে যেতে চাও...'

'চাই,' ভাতিজা ক্রলি বলল। সে-ই ট্রেইল বস্। 'খুব গোল পাকায় এগুলো। এখন আমার কাছে এক থেকে তিন হপ্তা বয়সী ছটা ছানা আছে, আরও গোটা দুয়েক মারা পড়েছে এখানে আসার পথে। তুমি ওগুলো রেখে দিলে জানে বাঁচি আমরা, কিন্তু সেজন্যে তোমার কিছু খরচা আছে। আমার ন'দশজন কাউহ্যান্ড পেটে হাতির খিদে নিয়ে এখানে আসতে রীতিমত জীবনপাত করছে।'

'পাঠিয়ে দিয়ো, আর তোমাদেরও যখন খুশি চলে এসো, বাছুর আছে কি নেই ভাবতে হবে না, আমার ময়দা থাকলেই হলো।'

ঘন্টা খানেক পরে, টেবিল ঘিরে বসে থাকতে দেখা গেল পাঁচজন ক্ষুধার্ত কাউহ্যান্ডকে, আর ডাউনাট যেভাবে অদৃশ্য হতে লাগল সে এক দেখার ব্যাপারই বটে, কিন্তু লোকগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ছটা ছানা, সব কটা সাদামুখো, আর একটা গাই।

'এটার বয়সটা একটু বেশি,' বলল রন ক্রলি, 'আর এই যে এটা বোধহয় ওর শেষ ছানা। আমার সন্দেহ আছে ও মরুভূমি পেরোতে পারবে কিনা, কাজেই তোমার ঘাড়েই চাপাচ্ছি।'

জুলি হোলিওক চেয়ে চেয়ে দেখছে গরুটাকে। পাঁচ বছরের বেশি বয়স হলে বলতে হবে ও গরু চেনে না, চমৎকার স্বাস্থ্য ওটার, কিন্তু ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া আর কোন মন্তব্য করল না সে। পরদিন সকালে গরুর পালটা রওনা হলে পর, চাক ওয়াগনটা বিশুদ্ধ পানিতে ব্যারেলগুলো ভরে নিতে বাড়ির পাশে দাঁড়াল।

বেথ ছুটতে ছুটতে এল ওরা চলে যাওয়ার পর। কেবিনে ঢুকে চেঁচাতে লাগল ও, 'মা! জলদি এসো! দেখে যাও!'

সিঁড়ির ধাপে একশো পাউন্ডের একটা ময়দার বস্তা, পঞ্চাশ পাউন্ড চিনির একটা ঠোঙা, এক বস্তা চাল, এক ছালা বীন, আর ছোট্ট এক প্যাকেট শুকনো ফল রাখা।

ওগুলোর ওপরে ক্যানভাসের ছেঁড়া একটা টুকরোয় কে যেন

লিখেছে, 'থ্রী-এ-র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ সহ।'

থ্রী বার এ চলে গেছে, কিন্তু ওদের কথা ভুলতে পারবে না পরিবারটি, কিংবদন্তী হয়ে থাকবে ঘটনাটা ওদের জীবনে। গরুর পালটা যেখানে বিশ্রাম নিয়েছে, সেখানে পড়ে রয়েছে প্রচুর কাউ চিপস, বহুবার আগুন জ্বালতে পারবে ওরা।

জুলি তৈরি হচ্ছে পরবর্তী স্টেজটার জন্যে, চোখ তুলে চাইল আকাশে। ঠাণ্ডাটা জেঁকে বসেছে বেশ, আকাশটা কেমন ধূসর বর্ণ আর নিম্নমুখী। শীতের জ্বালানি মজুদ করতে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন হবে। সন্দেহ নেই রওনা হয়ে গেছে শীতের বুড়ো।

গতিবৃদ্ধি হচ্ছে বাতাসের, টাম্বলউইডরা গড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অগুনতি টাম্বলউইড শীঘ্রিই দক্ষিণে যাত্রা করবে দল বেঁধে।

'আট, নয়, দশ, এগারো, বারো...' গোনে জুলি।

আচ্ছা...দক্ষিণের কোথাও কি...ওর মতন নিঃসঙ্গ একজন মানুষ থাকতে পারে না? এমন কেউ, যার ভাবনাগুলো স্পর্শ করে যায় অন্ধকার রাতের নির্জনতা, যে একা, নিঃসঙ্গ, ওর মত ভালবাসার কাঙাল?

ছয়

মগোলোনস থেকে নেমে এল হ্যারী ডিউক লাইন-ব্যাক ডানটা রাইড করে। ডান কানের ওপরের ক্ষতটা তার সেরে আসছে প্রায়,

ঘন কালো দাড়িতে মুখের চেহারার সঙ্কুচিত ভাবটা ঢাকা পড়েনি। স্যাডলের পেছনে কষে আঁটা ব্ল্যাঙ্কেট রোলটা, আর ওটার আড়াআড়ি বাঁধা দুটো রাইফেল। স্ক্যাবার্ডে রয়েছে ওর নিজের রাইফেলটা।

হর্স স্প্রিঙস স্টেজ স্টেশনটা ওর চোখে বাতাসের দাপটে কাবু আর বিমর্ষ ধরা পড়ল। পাতলা কোটের ভেতর গুটিসুটি মেরে সতর্কতার সঙ্গে স্টেশনটার কাছে এসে থামল ও, দেখে মনে হচ্ছে গোলমাল আশঙ্কা করছে।

হিচিং রেইলে দুটো ঘোড়া বাঁধা, বক্স সিক্স ব্র্যান্ডের দুটো কাউ পনি। এক নজর ব্র্যান্ডটা দেখে নিজের ঘোড়াটার কানে-কানে আওড়াল ডিউক, 'রাসলারের ছাপ দেখলেই চিনতে পারি আমি। বক্স সিক্স প্রায় সব কিছুই কভার করবে।'

ঘোড়া বেঁধে, সিঁড়ি ভেঙে স্টোরের পোর্চে উঠে এল ও, দরজা খুলে প্রবেশ করল ভেতরে। স্টোভে আগুনের দীপ্তি, ওটা ঘিরে বসেছে তিনজন লোক। শেলফে স্টক সাজাচ্ছে স্টোরকীপার।

স্টোভের কাছে এসে হাত গরম করে নিল ডিউক। 'বাইরে ঠাণ্ডা,' বলল ও।

'অসম্ভব ঠাণ্ডা।'

'সামারের বেতন দিয়ে কি করেছ তোমাকে ভাবতে বাধ্য করবে,' বলে চলেছে ডিউক। 'হ্যান্ড খুঁজছে এমন কাউকে চিনি না, তোমরা?'

'চিনি বলতে পারছি না।' চৌকোদেহী বক্তাটির পরনে বাকস্কিন জ্যাকেট ও তোবড়ানো হ্যাট। বুট নয়, পায়ে মোকাসিন।

অন্য দু'জনকে দেখে হার্ড কেস মনে হলো। দু'জনেই যুবা, ছিপছিপে। দেহকাঠামো ওদের নমনীয় হলেও শক্তপোক্ত, মুখের চেহারায় ঈষৎ বিদ্রূপ মাখানো অভিব্যক্তি—এধরনের মুখভাব ডিউক

আগে অনেক দেখেছে। এ লোকগুলো হচ্ছে মূর্তিমান বিপদ, এবং এ মুহূর্তে কোন কিছুর বিনিময়েই কোন ঝামেলায় জড়াতে রাজি নয় ডিউক।

কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'মিস্টার,' বলল ও, 'আমি পাল্টাপাল্টির মুডে আছি। ওই একটা শীপস্কিন কোট আর কটা গ্লাভস চাই আমার। একজোড়া লিভাইস আর কিছু .৪৪ কার্তুজ পেলেও মন্দ হয় না।'

'বিনিময়ে কি দেবার আছে তোমার? আমি নগদানগদি কারবার করি।'

'একজোড়া উইনচেস্টার,' বলল ডিউক। 'নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে গেল ও, রাইফেল দুটো বাঁধনমুক্ত করে স্টোরে নিয়ে এল। 'সাফসুতরো করে নিতে হবে।' বলল।

ও দুটো হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে স্টোরকীপার, অ্যাকশন পরীক্ষা করে একে একে দুটোরই ব্যারেলের তলা অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীখ করে নিল। 'অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল সে। 'রাইফেল হাতছাড়া করতে চায় এমন পুরুষ মানুষও আছে, তাও আবার দু'দুটো রাইফেল?'

'এ দুটো দুই ইন্ডিয়ানের ছিল,' বলল ডিউক। 'মগোলোনসে আমার ওপর হামলা করেছিল। মোট তিনজন ছিল। বেশ ক'মিনিট ধুন্ধুমার গল্প-গুজব চলল।'

বাকস্কিন মন্তব্য করল এ সময়, 'তিনজন অ্যাপাচি? এখনও চুল আছে যখন, ভাগ্যবান তুমি। তা ঘটনাটা কি?'

'একটা খরগোস চোখে পড়েছিল বেশ খানিকটা আগে···একশো গজ মতন হবে। স্বচ্ছন্দে ছুটছিল ট্রেইল ধরে, তারপর হঠাৎ করে ফিরতি পথে দৌড় দিল, বুঝলাম ট্রেইলের ধারে ঝোপের মধ্যে গণ্ডগোল।

'ধরে নিলাম ইন্ডিয়ান হলে আমাকে আগেই দেখেছে, তারপর সামনে ওত পেতে রয়েছে, তো লাগাম টেনে নেমে পড়লাম ঘোড়া থেকে, তুলে নিলাম ঘোড়ার একটা নাল—ভঙ্গি দেখালাম সমস্যা করছে ওটা।

'খোঁজাখুঁজির পর একটা পাথর পেয়ে বেশ ক'বার ঠুকলাম নালটা, ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা তুলে নিলাম, ওটাও ছুঁড়ে ফেলে ট্রেইলের এক পাশ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে, ভান দেখালাম যেন বড় পাথরের খোঁজ করছি। তারপর ঝোপে ঢুকে পড়লাম আলগোছে।

'আমি ওদের কাছাকাছি হয়েছি এসময় ওরা ভাবতে শুরু করল আমার হলোটা কি, একজন আমার পাত্তা লাগানোর জন্যে গলাটা বাড়িয়েছিল সারস পাখির মত। ও চমকে গেছে, কিন্তু আমি চমকাইনি। ত্রিশ ফুটের মতন দূরত্ব ছিল দু'জনের, কিন্তু গুলি চালাতে আরম্ভ করে ওর চারপাশের ঝোপঝাড়ে ধুলো তুলে দিলাম। সেইটা সেখানেই শেষ, বাকি দুটো পালাল আড়াল ছেড়ে, তার একটা ঠ্যাং নেংচাতে নেংচাতে।'

'তো ওটাকে পেড়ে ফেললে?' একজন কাউহ্যান্ডের প্রশ্ন।

'না, ওটার দশা কাহিল বুঝতে পেরে, ওটাকে ছেড়ে অন্যটাকে ফেলে দিলাম। পরে এদিক ওদিক খুঁজে দেখি জখমীটা পালিয়েছে।'

'ধাওয়া করোনি?'

চকিত চাহনি হানল ডিউক ওর দিকে। 'মিস্টার, নিতান্ত বোকা ছাড়া পাথুরে অঞ্চলে আহত অ্যাপাচির পেছনে যায় না কেউ।'

'তাহলে রাইফেল দুটো পেলে কিভাবে?'

'কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার ঢুকলাম ঝোপটার মধ্যে, প্রথম ইন্ডিয়ানটা যেখানে মরে পড়ে ছিল, সেখানে ওর রাইফেল আর গোলাবারুদ এমনি এমনিই পেয়ে গেলাম। তারপর

বাঁকের কিনারে, শেষ ইন্ডিয়ানটাকে যেখানে গুলি করেছিলাম সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, লম্বা একটা লাঠি দিয়ে ওর রাইফেলটা টেনে আনতে হলো। তারপর সোজা গিয়ে ঘোড়ায় চেপে পগার পার।'

'পাল্টে দেব,' বলল স্টোরকীপার, 'সঙ্গে .৪৪ এর একটা বাক্সও দেব খুশিমনে। আশপাশের বেশিরভাগ অ্যাপাচি ভালমানুষ, আর উত্তরের জুনিরাও খারাপ না, কিন্তু দক্ষিণ সীমান্তের অ্যাপাচিরা আমাদের তটস্থ করে রাখে। পরের স্টেজ স্টেশনটায় হামলা করেছিল ওরা—এক মহিলা—জুলি হোলিওক নাম—চালায় যেটা।'

ঝট করে মুখ তুলল হ্যারী ডিউক। 'মেরে ফেলেছে নাকি?'

'মহিলা লড়াই করেছে, বাচ্চারাও। তারপর স্টেজ এসেছে আহত লোকজন নিয়ে, কিন্তু সবাই মিলে রুখে দাঁড়িয়ে খেদিয়েছে ইন্ডিয়ানদের।'

ডিউককে দুটো শীপস্কিন কোট ট্রাই করতে হলো, দ্বিতীয়টা লেগে গেল। এবার সন্তুষ্টচিত্তে কার্তুজের বাক্সগুলো পকেটে রেখে গ্লাভস আর জিনস তুলে নিল ও।

'কফি খেয়ে যাও,' স্টোরকীপার অফার করল। 'আজ রাতে খুব বেশি দূর তো যাচ্ছ না তুমি।'

'ধন্যবাদ। রওনা হব আমি।'

বাকস্কিন ওকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল বাইরে, ডিউককে দড়িদড়া আঁটো করতে দিয়ে হিচিং রেইলে ঠেস দিল। 'মগোলোনসে কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করল। 'আমি ওদিকেই যাচ্ছি।'

'আমার অনুমান ওখানকার সম্বন্ধে ভালই জানা আছে তোমার,' বলল ডিউক। 'কি জানতে চাও সাফ সাফ বলো।'

কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার দেখে নিল বাকস্কিন। 'নেগ্রিটোতে আমার ছোট্ট একটা স্ট্যান্ড আছে। মানে বলছিলাম যে

তুমি ওটার আশপাশে ছিলে কিনা, কোন ইনজান সাইন দেখেছ কিনা।'

'আমি শীপ বেসিনের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছি,' বলল ডিউক, 'কোন ইন্ডিয়ান সাইন চোখে পড়েনি।' সিধে হয়ে স্যাডলে হাত দুটোর বিশ্রাম দিল ও। চোখে মৃদু হাসি ওর, বলল, 'বীভার ড্যামে অন্য কিছু সাইন দেখতে পেয়েছি আমি।'

বাকস্কিনের মুখটা লাল হলো একটু, তারপর হেসে ফেলল লোকটা। 'যা ভেবেছিলাম, বুদ্ধি আছে তোমার,' বলল সে। 'ওই লোক দুটো···ওদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আমি চাই কোথায় থাকি ওরা না জানুক।'

'আমি মুখ বন্ধ রাখব। কোন চিন্তা কোরো না।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'হ্যারী ডিউক। গ্রাব লাইন রাইড করছি সেই সঙ্গে একটা কাজও খুঁজছি।'

'না পেলে বীভার ড্যামে ফিরে এসো। ফারের ব্যবসা করি আমি। ব্রায়ান ম্যাকমিলান।'

ডিউক ঘোড়াগুলোর ওপাশ ঘুরে এদিকে এল। 'ওই লোক দুটোর ব্যাপারে সাবধান থেকো। পুরো বক্স সিক্স চোর-চোট্টায় ভরা, কার স্টক ব্র্যান্ড করছে কেয়ার করে না ওরা।'

'কারা ওরা?'

'ওয়েসলি আরনউইন আর হল ইভান্স। নিউসেস কান্ট্রি থেকে ভেসে এসেছে এখানে।'

'এদের মুখ আর বোধহয় দেখার দরকার পড়বে না, সরে পড়ছি আমি।'

কিন্তু আধ মাইলটাক দূর থেকে পিছু ফিরে চাইতে, স্টোরের সামনে লোক দুটোকে দাঁড়ানো দেখতে পেল ডিউক, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

তিনদিন পরে, নানা জায়গায় খোঁজ-খবর করে অবশেষে একটা কাজ জোটাতে পারল হ্যারী ডিউক।

ডেভিড গিলমোর চল্লিশ বছর বয়সে নিজের স্ট্যান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ কান্ট্রিতে একদম একা এসেছিল ও, তারপর একখণ্ড পছন্দসই জমি বেছে নিয়ে কাজে লেগে পড়েছিল; লোকে নানা কথা বলে সাবধান করেছিল ওকে—অ্যাপাচি এলাকা, এক মাসের বেশি ও টিকতে পারবে না ইত্যাদি-ইত্যাদি, কিন্তু ও এখানে একটা আউটফিট গড়েছে, এবং হ্যারী ডিউক যখন এল কাজ খুঁজতে তখন এই রেঞ্জে বহু বছর ধরে ক্যাটল চরাচ্ছে ডেভিড, এবং বলাবাহুল্য এখনও মাথার চুল তার খোয়া যায়নি।

ঘোড়া থেকে দোল খেয়ে নেমে এল ডিউক এবং ইয়ার্ডের ওপারে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে চাইল।

'গ্রাব লাইন রাইড করছ, নাকি কাজ খুঁজছ?'

'কাজ পেলে কাজ। না পেলে খাওয়া।'

'সাহস আছে?' ওর দিকে এগিয়ে আসছে ডেভিড। 'ইন্ডিয়ান পনির ট্র্যাক দেখলেই লেজ গুটিয়ে শহরমুখো ছুটবে না তো?'

শীপস্কিন কোটটা খুলে নিল ডিউক। 'চমৎকার না এটা? গরমও খুব। যাকগে, পাল্টাপাল্টি করে পেয়েছি জিনিসটা। দুটো ইন্ডিয়ানকে খতম করে তাদের দুটো রাইফেলের বদলে অন্যান্য মালপত্র নিয়েছি। তিন নম্বরটা পালিয়েছে পায়ে গুলি ভরে। কি জবাব পাওয়া গেল তোমার প্রশ্নের?'

'টেবিলে সাপার লাগবে আধ ঘণ্টার মধ্যে। হাত-মুখ ধুয়ে মালপত্র রেখে এসো। একাজে ঘোড়া আর গোলাগুলি আমি সাপ্লাই দিই। নিজের লোকেদের মধ্যে কোন মারামারি আমি সহ্য করব না। কাজ ভাল না লাগলে বলে দেবে দু'দিনের খাবার দিয়ে বিদায় করে দেব।'

ডানটার সাজ-সরঞ্জাম তখন খুলতে লেগেছে ডিউক, ওটাকে করালে ঢুকিয়ে দিয়ে, ব্ল্যাঙ্কেট রোল আর উইনচেস্টারটা প্যাক করে বাঙ্কহাউজে এসে উঠল।

এটাও অন্যান্য বাঙ্কহাউজেরই মতন। দক্ষিণের, মনটানার বা কলোরাডোর বাঙ্কহাউজগুলোর চাইতে খানিকটা মজবুত হয়তো হতে পারে। স্টোভের কাছাকাছি একটা খালি বাঙ্ক পেয়ে গেল ও; গিয়ার ছুঁড়ে দিল ওটায়।

তিনজন আগে থেকেই কাজ করছে এখানে, ও হলো চতুর্থ হ্যান্ড। বাঙ্ক মোট বারোটা, কিন্তু স্টোভের আশপাশেরগুলোরই শুধুমাত্র দখলদার রয়েছে। আগুনটা পরখ করে একটু উস্কে দিল ডিউক, বেড আনরোল করল। বাড়তি সিক্স-শূটারটা চালান করে দিল ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে, তারপর রাইফেলটা পরিষ্কার করতে বসল।

কাজটা শেষ করতে করতে সাপারের আমন্ত্রণ পেয়ে গেল। তিনবার ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে। ও বেরিয়ে এলে একজন হ্যান্ডকে এইমাত্র রাইড করে ঢুকতে দেখল ইয়ার্ডে। লোকটা কেভিন কারেন।

'আরে! বিড়ালে এটা কি টেনে এনেছে!' বলল কারেন। 'বুড়ো তোমাকে হায়ার করেছে নাকি?'

'কাজের লোক দরকার তার,' বলল ডিউক। 'তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি কেন ও পাগল হয়ে গেছে ভাল একজন পরিশ্রমী লোকের জন্যে।'

কারেন স্যাডল থেকে নেমে সিগারেট রোল করতে লাগল। 'তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি?'

'কিসের সন্দেহ?'

'বছরের এই সময় লোক হায়ার করছে। সাধারণত পুরানো হ্যান্ডরা শীতকালটা কাটিয়ে তবে যায়। তারা কোথায়?'

'কোথায়?'

'লাইন রাইড করছে। পাক্কা দু'দিনের ট্রিপ। একটা যায় উত্তরে, একটা দক্ষিণে, একটা আরেকটাকে ঘুরেফিরে পাস করে। দুটো লাইন কেবিন রয়েছে, মূলত স্টক দেখে রাখা, রেঞ্জ আর ওয়াটারহোল চেক করা, রাসলারদের দিকে নজর রাখা এগুলোই কাজ।'

একসঙ্গে র্যাঞ্চহাউজে গেল ওরা।

'খাওয়াটা এখানে দারুণ,' বলল কারেন। 'বুড়ো হোটেলের এক বাবুর্চিকে কোত্থেকে জানি ধরে নিয়ে এসেছে।'

টেবিলে ওরা মাত্র চারজন, রান্নাটা সত্যিই চমৎকার। দু'বার নিল ডিউক, তারপর কাপটা আবার ভরে নিয়ে হেলান দিয়ে আরামে বসল।

কথা কম বলল সে, শুনল বেশি। কেভিনের গল্পের শেষ নেই, ইচ্ছেমত বকে গেল সে। ওকে রীতিমত ঈর্ষা হতে লাগল ডিউকের, গোগ্রাসে ওর কথা গেলার সময়।

পুরানো হ্যান্ড একজন, দক্ষিণপুব টেক্সাস থেকে আসা ভিভ রিচার্ডস। অপরজন, ডিউকের অনুমান করা উচিত ছিল, বিল লরী। ওর মতই কারেন ও লরী কাজের খোঁজে এসে ঢুকেছিল এখানে।

ডেভিড় গিলমোর হঠাৎ ডিউকের উদ্দেশে মুখ ফেরাল। 'কারেন যদিও বলবে তবু তোমার আগেই শুনে রাখা ভাল। কারেন আর লরী আসার একদিন আগে আমার দু'জন হ্যান্ড কাজ ছেড়ে দিয়েছে, আর আরেকজন স্রেফ উধাও।'

'উধাও?'

'লোপেজ। আমার সঙ্গে টেক্সাস থেকে সে-ও এসেছিল। দক্ষিণের সুইংটা রাইড করে গেছিল। পরদিন এ এলাকার পুবদিকে ওকে দেখতে পায় কারেন। ওরা কথা-বার্তা বলেছে, একসঙ্গে

সিগারেট খেয়েছে, তারপর যে যার পথ ধরেছে। কিন্তু এরপর থেকে লোপেজকে আর দেখা যায়নি।'

'অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে,' বলল ডিউক, 'এ বড় খারাপ জায়গা।'

কেভিন কারেন চেয়ারে কাত হয়ে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

বিদ্যুতের মতন ভাবনাটা খেলে গেল ডিউকের মস্তিষ্কে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বলেও ফেলল। 'বক্স সিক্সের সঙ্গে রেঞ্জ শেয়ার করো তুমি?'

ঝট করে মুখ তুলল কারেন, চাইল ডেভিড গিলমোরের দিকে। র্যাঞ্চার চেয়ারটা সামান্য একটুখানি পেছনে ঠেলে দিয়ে সতর্ক চোখে জরিপ করছে ডিউককে। 'বক্স সিক্স সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'হর্স স্প্রিংসে ওদের দু'জন হ্যান্ডকে দেখে এসেছি। দু'জনেই কাজের লোক, দাঙ্গাবাজিতে ওস্তাদ।'

'ওদের সঙ্গে কোন গোলমাল নেই আমাদের,' বলল ডেভিড।

শ্রাগ করল ডিউক। 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম আরকি। আমি ওদেরকে আগে কখনও দেখিনি ভবিষ্যতেও আর দেখতে চাই না। আমি এখানে এসেছি রাইডারের চাকরি নিতে, অন্য কোন কারণে নয়।'

পরদিন রিচার্ডস এল রাইড করে।

দীর্ঘদেহী লোকটার কঠোর অভিব্যক্তি আর কাটখোট্টা আচরণ সত্ত্বেও ওকে সৎ বলে মনে হলো ডিউকের। শুধু সৎ নয়, মাথায় বুদ্ধিও রাখে।

রেঞ্জের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে শুনল ওকে ডিউক, কোথায় ক্যাটল দেখেছে, ওয়াটার হোল কোন্‌খানে রয়েছে, কোন্

বলদগুলো গোল পাকায় ইত্যাকার কথা।

স্যাডল চাপিয়ে দড়িদড়া আঁটো করল ডিউক। উইনচেস্টারটা বের করে স্ক্যাবার্ডে ঢুকাল। 'ওটার দরকার হবে না,' বলল কারেন, 'আশপাশে কোন ইনজানকে দেখা যায়নি।'

'এটা সঙ্গে থাকলে মনে স্বস্তি পাই,' জবাব দিল ডিউক।

ডেভিড গিলমোর পোর্চে বেরিয়ে এসে ওর উদ্দেশে গলা ছাড়ল। 'প্রথমবার বেরোচ্ছ,' বলল, 'এলাকার সঙ্গে পরিচয়টুকু সেরে নিলেই চলবে।' তারপর সংক্ষেপে রেঞ্জটির লে-আউট ব্যাখ্যা করল, এবং শেষদিকে নিচু স্বরে আরও বলল, 'সৎ কাউহ্যান্ডের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আছে আমার।'

স্যাডলে চড়ে বসে লাগাম হাতে নিল ডিউক। 'মি. ডেভিড,' বলল ও, 'প্রচুর কান্ট্রি কভার করেছি আমি জীবনে, কিন্তু যখনই কারও খেয়েছি খাই তখন তার ব্যান্ডের জন্যে রাইড করেছি।'

সাত

প্রথম ঘণ্টায় চার মাইল কভার করল ডিউক। এই পয়েন্টে রেঞ্জটা পড়ে রয়েছে ছ'হাজার ফিট নিচে, চারদিকে খাঁ খাঁ প্রান্তর। নদীর অববাহিকায় কটনউডের জটলা, স্ক্রাব ওক, পিনিয়ন, জুনিপার, আর পাহাড়ী ঢালে মেহগনির দেখা মেলে কদাচিৎ।

রেঞ্জের অবস্থা খারাপ না। বেশ কিছু গরু ও বলদ দেখতে পেল ও, ডিজি ব্যান্ডের ছাপ মারা। ডেভিডের লাইনের শেষ সীমায়

যেগুলো ছিল সেগুলোকে তাড়িয়ে ভেতরে নিয়ে এল ডিউক, তারপর রাইড করে চলল।

শীতের আবহাওয়ার জন্য ভালভাবেই তৈরি আছে স্টক, পর্যাপ্ত রেঞ্জ রয়েছে ক্যাটলের জন্যে। এই প্রথম ট্রিপে এলাকাটা আর সমস্যাগুলো সম্পর্কে একটা রাফ আইডিয়া পেতে যাচ্ছে ডিউক, কিন্তু ইতোমধ্যেই বেশ কটা জায়গা দেখেছে সে যেখানে লার্কসপার ও হর্স ব্রাশের ছড়াছড়ি...সমস্ত স্টক বসন্তে এ এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া গেলে ভাল হয়। বিষাক্ত প্ল্যান্ট খাবে কেন ক্যাটল অন্যান্য ঝোপ-ঝাড় থাকতে? সমস্যা হচ্ছে বসন্তে অনেক বিষাক্ত প্ল্যান্টই সবুজ রং ধারণ করে। ট্যালি বুকটা বের করে এলাকার সম্ভাব্য সীমারেখা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে একটা নোট নিল ডিউক।

দুপুরের আগ দিয়ে একটা বাঁকে এসে পৌঁছল ও, এল্ডারের কুঞ্জবন থেকে চিকন একটা পানির ধারা নেমে আসছে আবিষ্কার করল। স্যাডল ছাড়ল ডিউক। দড়িদড়ায় ঢিল দিয়ে পানি পান করতে দিল জানোয়ারটাকে, তারপর এক খণ্ড ঘাস-জমিতে ওটাকে বেঁধে রেখে এক টুকরো জার্কি চিবোতে লাগল বসে বসে।

এখান থেকে প্রান্তরের বিস্তার দেখা যায়। স্যাডলব্যাগ থেকে ফিল্ড গ্লাস বের করে নিরীখ করতে লাগল ও কান্ট্রিটা। কয়েক ঝাঁক ক্যাটল, দলছুট কটা গরু, আর এক পাল হরিণ চোখে পড়ল ওর। উঠে দাঁড়িয়ে ফিল্ড গ্লাসটা স্যাডলব্যাগে পোরার আগে শেষবারের মত একবার দীর্ঘ জরিপ সেরে নিল ও। ও-ই দূর প্রান্তে, ডিজি রেঞ্জের ওপাশটায়, আরেক ঝাঁক ক্যাটল দেখতে পেল।

বেশ কিছুক্ষণ ওদের লক্ষ করল ডিউক, এত দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ কেন ওগুলো সেজন্যে কৌতূহল বোধ করল। এবার ধুলোর একটা রেখা স্পষ্ট করল ও...ক্যাটল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই রাইডার।

দূরত্ব এতটাই যে স্পষ্ট ঠাহর করা গেল না লোক দুটোকে।

সাজ-সরঞ্জাম টাইট করে নিল ডিউক, দোল খেয়ে উঠে এল স্যাডলে, তারপর পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ধরে নেমে আসতে লাগল কোনাকুনি।

এটা উন্মুক্ত রেঞ্জ কান্ট্রি, এবং ডেভিড তার রেঞ্জে যে সীমান্ত দিয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারবশত। এসব সীমারেখা সম্ভবত অন্যান্য র‍্যাঞ্চাররা পরোয়া করে না; ডেভিড তার ক্যাটল এই দাগগুলোর মধ্যে রাখতে চায় ব্যাপারটায় এটাই বোঝায়।

ছত্রখান ক্যাটলের ট্র্যাক খুঁজে পেল ডিউক ডেভিডের রেঞ্জে, আবিষ্কার করল কোথায় ওদের তাড়িয়ে নিয়ে জড় করা হয়েছে। ট্র্যাকে দেখাচ্ছে লোক দুটো অযত্নের সঙ্গে রাইড করেছে, যেন ক্যাটলগুলোকে ড্রাইভ করাটা দৈব ঘটনা।

ট্র্যাক অনুসরণ করে চলল ডিউক, নিচু জমি ধরে এগোতে লাগল ও যদ্দূর সম্ভব আড়াল নিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা পিনিয়ন-চুড়ো রিজে এসে উঠল, ক্যাটল কাছেই দেখতে পেল এখান থেকে, উত্তরমুখো চলেছে তখনও। চলে যাচ্ছে দুই রাইডার।

পিনিয়নের আড়াল থেকে পরিস্থিতি উল্টে পাল্টে বিবেচনা করে দেখল ডিউক। ক্যাটলগুলো খুব সম্ভব ডিজি স্টক, কিন্তু ব্র্যান্ড চেক না করে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। উত্তর দিকে রওনা দিয়েছে ওরা, এবং সম্ভবত, থেমে না পড়লে ওদিকেই চরতে থাকবে। রাইডারদের সামান্য তাগাদায়, আর কেউ এ পথে আসার আগেই অন্তত ত্রিশ মাইল দূরে চলে যাবে জানোয়ারগুলো।

রাইডারদের গতিপথ লক্ষ্য করতে গ্লাসে চোখ রাখল ডিউক, কিন্তু ওদেরকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। আরও ক'মিনিট অপেক্ষার পর, পালটার উদ্দেশে নেমে এল ও।

একটা বাদে বাকি সবগুলো ডিজি ব্র্যান্ডের। নিঃসঙ্গ বলদটার

দড়ি কেটে দিয়ে অন্যগুলোকে হোম রেঞ্জের দিকে ফিরতে তাড়া লাগাল। হোম রেঞ্জে পৌঁছে গেছে প্রায় এমনিসময় আরেকজন রাইডার, সরেলে চেপে নেমে আসতে লাগল ঢাল বেয়ে।

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটার কঠোর মুখটা আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এক চোখের ওপর একটা কাটা দাগের জন্যে, গালের হাড় উঁচু তার, চারকোনা চোয়াল। বক্স সিক্সের ঘোড়া রাইড করছে ও।

'বলদগুলোকে কই নিয়ে যাচ্ছ?' জবাব চাইল।

'ওদের হোম রেঞ্জে। দেখতেই পাচ্ছ ডিজি স্টক।'

লোকটা ব্র্যান্ড পরখ করে ডিউকের দিকে চাইল। 'তোমাকে তো চিনি বলে মনে হচ্ছে না,' বলল, 'ডেভিডের নতুন রাইডার নাকি?'

'আহ-হা। ডিউক আমার নাম। এদিকে এই প্রথম। রেঞ্জের সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছি বলতে পারো।'

'আমি নিক কুক। তুমি কেভিন কারেনের সঙ্গে কথা বলে নিলে ভাল করবে।'

'বলেছি। কিছুদিন আগে ও আর আমি একসঙ্গে কাজ করেছি স্টেজ কোম্পানীর।'

চকিত চাহনি হানল কুক ওর দিকে। 'ওহ? ক্রিস হর্নকে তুমিই তাহলে প্যাঁদানী দিয়েছ?'

'একটু ঝামেলা হয়েছিল।'

'শুনেছি।' ঘোড়ার মুখ ঘুরাল কুক। 'কেভিনের সঙ্গে ভাল মত আলাপ করে নিয়ো, তাতে সবারই ঝামেলা কমবে।'

'হয়তো।'

চলে গেল লোকটা, ডিউক ক্যাটলগুলোকে তাড়া দিয়ে লাইন পার করিয়ে ডিজি রেঞ্জে প্রবেশ করল। এতক্ষণে আবার ঘোড়ায় চাপতে পারল ও। আরও দু'বার উত্তর ঘেঁষা দুটো ঝাঁককে তাড়িয়ে

ফিরিয়ে আনতে হলো ওর। ইতোমধ্যে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেছে ও রেঞ্জটা সম্পর্কে।

সেদিনই প্রথম চিরকুটটা আবিষ্কার করল ডিউক। অনেক দূরে থাকতেই লক্ষ করেছিল, পরে একটা জুনিপারের ছায়ায় লাগাম টেনে ধরল ওটাকে ভাল করে দেখতে।

ফ্ল্যাটের দূরপ্রান্তে সাদা একটা ফোঁটা চোখে ধরা পড়ে, কেবলই একটা বিন্দু, কিন্তু ওটার ওখানে থাকার কোন কারণ ছিল না।

চোদ্দ বছর বয়সেই বেজায়গার যে কোন কিছুকে অবিশ্বাস করার শিক্ষা পেয়ে গেছে ডিউক, এবং ও যা দেখল সেটা পাথরে সূর্যচ্ছটা নয়, গাছের পাতার উল্টো পিঠও নয়; দেখতে এক টুকরো কাগজের মত।

বড়জোর শ'খানেক গজ মত দূরে হবে জিনিসটা, তাই চোখে গ্লাস লাগাল ডিউক। কাগজের একটা টুকরো ক'টা টাম্বলউইডের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। জমিটুকু ঝাঁট দিয়ে গেল ওর গ্লাস...এখান থেকে কোন ট্র্যাক জাতীয় কিছু চোখে পড়ছে না।

সাবধানে রাইড করছে এখন ও, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে আশপাশে কেউ আছে কিনা। এবার টাম্বলউইডগুলোর কাছে চলে এল।

কাগজটাকে কয়েক ভাঁজ করা হয়েছে এবং ওটা লটকে আছে টাম্বলউইডের গায়ে। কৌতূহলী ডিউক ওটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ খুলল।

> কখনও কখনও মনে হয় কারও সঙ্গে কথা না বলতে পারলে
> বুঝি মরে যাব,
> কী ভয়ানক একাকী যে লাগে!
> ঘাসের বুকে নয়তো সিডারের বনে বয়ে যাওয়া বাা

ভীষণভাবে দোলা দেয় আমাকে।

আবার পড়ল ডিউক চিরকুটটা। তারপর ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে ভেস্টের পকেটে গুঁজে দিল।

বাতাসে ঘাসের সরসর শব্দ ওর নিজেরও ভাল লাগে। তেমনি সিডার-সারির ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাহিত শব্দ, ঘ্রাণ ওরও মন কেড়ে নেয়। চিরকুটের লেখক কিংবা লেখিকা আদৌ কোনদিন সিডার গাছ লক্ষ করে দেখেছে কিনা সন্দেহ হলো ওর। গ্রন্থিল, বাতাসে বেঁকে যাওয়া, প্রায়শই পাথরে শিকড় গজানো সিডার তবুও বেঁচে থাকে বেড়ে ওঠে। বাড়ার প্রক্রিয়াটা বড্ড কঠিন ওদের, কিন্তু একবার পর্যায়টা পেরিয়ে যেতে পারলে বলিষ্ঠভাবে টিকে যায় বহুদিন। পাথর ফাটিয়ে দিয়েছে এমন সিডার দেখেছে ও, দেখেছে কলম্বাস ল্যান্ড করার আগে থেকে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমনি প্রাচীন সিডার।

রিচার্ডস বসে ছিল বাঙ্কহাউজের সামনে ডিউক যখন ফিরে এল। চোখ তুলে চাইল সে। 'আমরা খেয়ে নিয়েছি,' বলল, 'কিন্তু কফি এখনও চলছে। বুড়ো আন্দাজ করেছিল তোমার হয়তো দেরি হবে।'

'ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার গা থেকে রিগিং খসিয়ে শেডের নিচে স্যাডলের স্তূপে ছুঁড়ে দিল ডিউক। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, গা-হাত-পা ব্যথা। 'বিল, কেভিন, ওরা কোথায়?'

'গেছে কোথায় যেন।'

দরজার পাশে ওয়াশ বেসিনে পানি ভরে, শার্টের হাতা গুটাল ডিউক, হ্যাট ও নেকারচিফ খুলে মুখ, ঘাড় আর দু'বাহু ধুয়ে নিল। তারপর রোলার তোয়ালেতে পানি মুছে, গানবেল্ট জায়গা মত আটকে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল। হঠাৎ কি ভেবে আবার থমকে

দাঁড়াল। 'রিচার্ডস, তুমিও আমার সাথে কফি খাবে এসো। বেঞ্চিতে আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে কাঠ হয়ে যাবে তুমিও।'

উঠে পড়ল রিচার্ডস, ওর সঙ্গে এগোল কিচেন ডোর গলে বেরিয়ে আসা আলোর ফালিটার দিকে। র‍্যাঞ্চমালিক বলেছে রিচার্ডসকে, ডিউক যেন গোটা দুই উইন্টার হর্স বেছে নিয়ে বশ মানিয়ে নেয়। শুনে সানন্দে রাজি হলো ডিউক।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরব সময় অতিবাহিত হলো। তারপর কাপ পুনরায় ভরে নিয়ে মুখ খুলল ডিউক। 'তুমি তো অনেকদিন ধরে এই রেঞ্জে আছ। গোলমাল দেখা দিলে ওল্ডম্যান কিভাবে সামলায়?'

ফাঁকা দৃষ্টিতে চাইল রিচার্ডস একবার ডিউকের দিকে। 'যদি ও পাশে থাকবে কিনা জানতে চাও, তবে বলব থাকবে, কিন্তু আর কাউকে পাবে না। পুরানো হ্যান্ডদের মধ্যে একমাত্র আমিই আছি, তার কারণ আমার বয়স এবং যাওয়ার কোন জায়গা নেই।' উঠে পড়ল ও। 'আমি তোমাকে চিনি না, কাউবয়, আর তুমিও আমাকে চেনো না। কোন গণ্ডগোল পাকানোর ইচ্ছা থাকলে তোমার একারই পাকাতে হবে।'

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?'

'আমার সাহায্য করার ক্ষমতা কতটুকু? ষাটের কোঠার শেষ দিকে চলে এসেছি, দেখে হয়তো ধরতে পারোনি। বাকি দিনগুলো নিশ্চিন্তে বাঁচতে চাই, পেটে গুলি নিয়ে কোন বালির ঢালে মরে পড়ে থাকার ইচ্ছা নেই।'

'আর ওল্ডম্যান?'

ওর দিকে চাইল রিচার্ডস। 'ওরা আর চায়টা কাকে? ওরা তো চায়ই ওকে খেপিয়ে তুলে, রেঞ্জে বের করে এনে শেষ করে দিতে, তারপর ইচ্ছে মত ক্যাটল নিয়ে যাবে, বাধা দেয়ার কেউ থাকবে

না।'

হ্যারী ডিউক একগুঁয়ে জেদী লোক। সত্য, ন্যায়বিচার কিংবা মানুষের অধিকারের প্রতি কখনও বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি ও, কিন্তু এখানে যা ঘটছে বলে ওর ধারণা সেটা পছন্দ করতে পারছে না, এবং ওর নীতি হচ্ছে ও যে আউটফিটে কাজ করে সেটার যে কোন ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি জ্ঞান করা।

'তুমি বুড়োর পাশে থাকবে?' জবাব চাইল ডিউক। 'ধরো ওরা যদি ওর সন্ধানে আসে?'

'লড়ব আমি। ওরা ডেভিডের পেছনে লাগলে লড়াই করব সাধ্যমত।'

'বেশ, তবে থাকো এখানে। হাতের কাছে রাইফেল রাখো, আর কোন সন্দেহ জাগলেই—গুলি'

আট

ঘণ্টা খানেক পরে কেভিন কারেন এসে পৌঁছল রাইড করে। বাঙ্কহাউজে একটা বক্সে পা তুলে দিয়ে তখন ভর্তা হয়ে যাওয়া একটা ম্যাগাজিন পড়ছে ডিউক। কারেন যেভাবে গটগট করে ঘরে ঢুকল তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে সে কোন কারণে।

'ডিউক, কি চাও তুমি? হাতের তাস ঠিকমত দিতে পারলে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর নেই।'

'আমি তাস যখন যেমন প্রয়োজন ঠিক সেভাবে চালি, কারেন। তোমার রাগের কারণটা কি?'

'গোলমাল পাকানোর কোন দরকার নেই। শীতটা পার করতে একটা জায়গার প্রয়োজন ছিল তোমার···সেটা পেয়ে গেছ। কাজেই সময়টা বসে বসে পার করে দিয়ে বসন্তে সরে পোড়ো।'

চারধারে নজর বুলাল ডিউক। 'আমি কারও নুন খেলে তার পয়সা উসুল করে দিই, কারেন। অন্য কোন রাস্তা জানা নেই আমার।'

'সে আমি ভালই জানি।' একটা বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল কারেন। 'তুমি নাছোড়বান্দা লোক। কিন্তু বক্স সিক্স মার্টিন পিন্ডারের আউটফিট। নিক কুক ওর ডান হাত। ওদের পা মাড়াতে গেলে ওরা তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে।'

ধীরে ধীরে পা নামাল ডিউক। কেউ ওকে হুমকি দিলে বা সাবধান করলে জেদ চেপে যায় ওর। কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে চায় না ও, কিন্তু কেউ পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করতে এলে চুপ করে বসে থাকার বান্দা সে নয়।

'এখন বলো, কারেন, তুমি কোন্ পক্ষে? ব্র্যান্ডের হয়ে রাইড করছ? ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছ? নাকি বক্স সিক্সের মস্তানগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করছ?'

মুখের চেহারা কদাকার হয়ে উঠল কারেনের। 'জানো, আমি এজন্যে তোমাকে পিস্তল ড্র করাতে পারি?' কর্কশ স্বরে জবাব চাইল। 'বলে দিচ্ছি, ডিউক, আমাকে খেপিয়ো না।'

'মনে তো হচ্ছে,' মৃদু স্বরে বলল ডিউক, 'খেপানো হচ্ছে আমাকে। শুনে রাখো, কারেন, ডিজি রেঞ্জের প্রত্যেকটা গরুকে আমি বক্স সিক্সের জমি থেকে ফিরিয়ে আনব, আর গুলির গন্ধ যদি পাই, আমি ওদের ছাড়ব না···বুঝতে পেরেছ?'

'তুমি একটা আস্ত বোকা,' বলল কারেন। 'ওরা বুড়োকে সাফ করে দেবে দেখো তুমি। বসন্তের মধ্যেই দেখবে ডিজি-র একটা গরুও আর নেই, এবং এ ব্যাপারে কেউ কিছু করতেও পারবে না। হয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বেতন নিয়ে যাও, আর নয়তো ওদের টার্গেটে পরিণত হও। বেছে নিতে পারো যেটা ইচ্ছে।'

'বাছবে তুমি; কারেন, এখুনি মনস্থির করবে। ঘোড়ার পিঠে প্যাক চাপিয়ে হয় আজ রাতের মধ্যে দূর হয়ে যাবে, নয়তো যা বললে তাই করবে, পিস্তল ধরবে আমার বুকে। ওটায় হাত দেয়ার আগে একটা কথা মাথায় রেখো। বেশ ক'বার গুলি করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু এখনও বেঁচে আছি আমি দেখতেই পাচ্ছ। কয়েকবারই পড়ে গেছি আমি, কিন্তু শুটারদের গায়ে সীসা ঢুকাতেও ভুল করিনি।'

হ্যারী ডিউক উঠে দাঁড়াল। 'কারেন, বরঞ্চ কেটে পড়ো তুমি। বেঈমানদের সহ্য করতে পারি না আমি।'

উঠে পড়েছে কারেন, রাগে গনগন করছে ওর মুখের চেহারা। এই মুহূর্তে পিস্তল ড্র করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু একটা সতর্কতাবোধ বাধা দিচ্ছে ভেতর থেকে; নিজেকে তাই সামলে নিল ও।

পরদিন সকালে, র‍্যাঞ্চে বিল লরীকে রেখে বেরিয়ে পড়ল হ্যারী ডিউক, কিন্তু ঘুরপথ এড়িয়ে সিধে নাক বরাবর এগোল ও। একটা রিজের চুড়ো থেকে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে, লেআউটটা জরিপ করল সে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে, তারপর নেমে এল সমতলে।

গতকাল রাতেই বিদেয় হয়েছে কেভিন কারেন, সঙ্গে করে পার্টনার বিল লরীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোকরা ডেভিড

গিলমোরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে; বক্স সিঙ্গে ওর সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়নি। দ্বিধায় ভুগছিল সে, শেষমেষ ডিউকের পরামর্শ মেনে নিয়ে রয়ে গেছে।

ডিউক এবার সুইপ আরম্ভ করল, ক্যাটল তাড়িয়ে পেছনে ব্ল্যাক রেঞ্জ ক্যানিয়নের উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছে, ঘাসের ও পানির প্রাচুর্য আছে ওখানে, রোদের হাত থেকে খানিকটা আড়ালও মিলবে। কঠোর পরিশ্রম করছে ও একাজে, কয়েকটা ঝাঁককে চালু করিয়ে দিয়ে, মাঝেমধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে উত্তরের রেঞ্জ নিরীখ করে নিতে হচ্ছে ওকে।

এবার রাইড করে চলল ও, আড়াল বজায় রেখে, ক্যাটল যেখানে যেখানে দেখছে তাড়া দিয়ে ডিজি এলাকার যদ্দূর পারে গভীরে নিয়ে যাচ্ছে।

শেষ বিকেলের আগে কোন রাইডারকে দেখা গেল না, এবং দেখা যখন গেল পর্বতমালার উদ্দেশে ত্বরিত ফিরল ও, আগেভাগে বেছে রাখা একটা রাস্তা ধরে ফিরে আসছে রিজ অভিমুখে। ঘোড়াটাকে রিজের ওপাশে অলক্ষে রেখে, আড়াল নেই এমন জায়গায় ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ল ও, এবং ওখান থেকে চোখ রাখল রাইডারদের ওপর। ওদের একজন যুবক, দ্বিতীয়জন, দেখে মনে হলো মার্টিন পিন্ডার নিজেই।

হঠাৎ রাশ টেনে ধরল ওরা। অভিশাপ দিল ডিউক। ওর ট্র্যাক দেখে ফেলেছে!

রাইফেলটা আলগোছে সামনে বাড়িয়ে অপেক্ষমাণ সে, লক্ষ করছে ওরা কি করে।

পিন্ডার পরখ করল ট্র্যাকগুলো, তারপর চারধারের জমি জরিপ করে নিল, বিশেষ করে ডিউক যে রিজটায় শুয়ে রয়েছে সেটা, অবশ্য দূরের পুব ও পশ্চিমে নজর বেশি তার; স্পষ্ট কতগুলো

কভার রয়েছে ও দুটো দিকে। এবার রাইফেলে হাত বাড়াল ও, একটা হাত ওটায় রাখতে, কাঁধে নিজের রাইফেলের বাট ঠেকাল ডিউক, স্টকে ছুঁয়ে আছে গাল, ভাল করে লক্ষ্যস্থির করে নিল। পিন্ডারের রাইফেল স্ক্যাবার্ডমুক্ত হতে শুরু করতেই গুলি ছুঁড়ল ও।

পর্বতমালায় গুড়ুম করে গুলিটার প্রতিধ্বনি উঠলে লাফিয়ে উঠে পেছনে ছিটকে পড়ল পিন্ডারের ঘোড়াটা। পরমুহূর্তে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়াটার দিকে ছুট দিল ডিউক।

পঞ্চাশ গজ দূরে, রিজের চুড়োয় আবার যখন পৌঁছল, স্যাডলে বসে তখন সে, কটা ঝোপঝাড়ের পেছন থেকে নজর রাখছে।

মাটি থেকে উঠছে এমুহূর্তে পিন্ডার, চেঁচাচ্ছে উন্মাদের মত। ওর ঘোড়াটা খানিকটা দূরে পালিয়ে গেছে, এবং অপর রাইডারটি গেছে ওটার পেছনে ধাওয়া করে। পিন্ডার রাইফেল তোলার জন্যে ঝুঁকতে ফের গুলি করল ডিউক, পিন্ডারের হাতের ইঞ্চিখানেক তফাতে বালি ছিটাল এবার বুলেট।

আউটল এত দ্রুত পেছনে লাফাল যে হোঁচট খেয়ে পড়তে বাধ্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে, আবারও গুলি চালাল ডিউক, পিন্ডারের চোখে-মুখে ছিটকে এসে লাগল বালি; এবার লক্ষ্য পরিবর্তন করে পিন্ডারের ঘোড়াটার ঠিক পায়ের কাছে বুলেট সেঁধিয়ে দিল ডিউক, সঙ্গী লোকটা তখন কেবল ওটার লাগাম ধরতে যাচ্ছে। প্রথম গুলিটার প্রভাব যাওবা সামলেছিল এবার আর পারল না জানোয়ারটা, চম্পট দিল প্রাণ নিয়ে।

রাইডার তার ঘোড়ার মুখ পাঁই করে ঘুরিয়ে ফিরে এল, পিন্ডারকে ধার দিল একটা রেকাব। পিন্ডার রেকাবে একটা পা তুলেছে কি তোলেনি, ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করল ডিউক। ঘোড়াটার পেটের নিচে থেকে যেন লাথি খেয়ে লাফিয়ে উঠল বালি।

লাফ মারল ওটা. এবং পিন্ডার, রেকাবে পা আটকানো অবস্থায়,

হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল বালিতে। ছুটন্ত জানোয়ারটা অন্ততপক্ষে বিশটাফুট হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওকে, যতক্ষণ না রাইডার ওটাকে শান্ত করে পিন্ডারকে ওঠার সুযোগ দিতে পারল।

ম্যাগাজিনে শেল ভরতে ভরতে নিজের অবস্থান পরীক্ষা করে নিল ডিউক। নির্ভুল নিশানায় গুলি করার স্বার্থে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিল ও, এবার পেছনে ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল। রিজের ওদিকে আবার যখন চাইল, ততক্ষণে ঘোড়াটা দুজন সওয়ারী নিয়ে রাইফেলের আওতার বাইরে চলে গেছে।

র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গেল ডিউকের।

বাড়ির কাছে ছায়ায় কিসের নড়াচড়া লক্ষ করে সতর্ক হলো ডিউক, কিন্তু ডেভিড গিলমোরকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দেখে হাঁফ ছাড়ল।

'তোমার জন্যে চিন্তা হচ্ছিল, বাছা। তোমার ঘোড়াটার এরকম কাহিল দশা কেন?'

ঘোড়া থেকে নামল ডিউক, রিগিং খসাল ওটার গা থেকে, এবং আর একটাকে দড়িদড়া পরিয়ে ব্যাখ্যা করল পুরোটা ঘটনা। শেষ করল এই বলে: 'ওরা জানল চাইলেই যা খুশি করতে পারবে না। হয়তো পিছিয়ে যাবে এর ফলে।'

'না,' বলল ডেভিড, 'পিন্ডার পিছানোর বান্দা নয়। ওরা এখন রক্তের নেশায় ছুটে আসবে।'

কিচেনে ঢুকে চেয়ারে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল ডিউক। 'আমি ট্রেইলে যাচ্ছি, ওত পেতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

ধীরেসুস্থে খাচ্ছে ও, উপভোগ করছে প্রতিটি গ্রাস, অনেক ঘণ্টা পর যে পেটে কিছু পড়ছে সে চিন্তাই যেন নেই। কিন্তু মাংসপেশীতে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব টের পাচ্ছে ও। ঘুম দরকার

ওর—তোফা ঘুম, কিন্তু আজ আগুনে যে ঘি দিয়ে এসেছে ও তা নিভতে সময় লাগবে এ-ও বুঝতে পারছে।

'আমাদের লোক দরকার,' বলল ডেভিড, 'তুমি একা ওদের সামলাতে পারবে না। রিচার্ডস বুড়িয়ে গেছে, আর বিল...ও ছেলেমানুষ, স্রেফ আত্মহত্যা করে বসবে। বাড়তি চেষ্টা করতে গিয়েই মরণ ডেকে আনবে নিজের।'

'এটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা এখানটা সামলাও, আমি চারপাশে ঘুরে ফিরে ওদের অসুবিধায় ফেলার ব্যবস্থা করব।' হঠাৎ চোখজোড়া জ্বলে উঠল ওর। 'একটা লোক বোধহয় জোগাড় করতে পারব। জুয়া হতে পারে, কিন্তু ঝুঁকিটা নেয়া যায়।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে বিল লরীকে ঘুম থেকে ধাক্কিয়ে তুলল ও। 'পঞ্চাশ-ষাট মাইল রাইড করতে হবে, পারবে?'

'কোথায়?'

বেঞ্চিতে বসে রুটটা বাতলে দিল ডিউক। 'এ রাস্তা ছাড়বে না। কোন শর্ট কাটের চেষ্টা কোরো না, কারণ ওই এলাকায় ওরকম রাস্তা নেই। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখবে...ওরা ওখানে থাকতেও পারে, নাও পারে। যে লোকটাকে খুঁজছি সে আশপাশেই থাকে—তার নাম ব্রায়ান ম্যাকমিলান। ও আসবে কিনা জানি না, কিন্তু এলে একাই তিনটে আউটলকে টিট করে দেবে।'

বিল লরীকে রওনা করিয়ে দিয়ে, রাইড করে ট্রেইলে চলে এল ডিউক, জানে বক্স সিক্স আসছে। একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে, ট্রেইল ছেড়ে একটা রিজে এসে উঠল, এখান থেকে চোখ-কান খোলা রাখা যাবে চারধারে।

নিজের চাইতে ঘোড়াটার ওপর আস্থা বেশি রাখছে ও। ইচ্ছে করে এই মাউন্টেন-ব্রেড মাসটাঙটা বেছে নিয়েছে ডিউক, আর

ক'মাস পরই উন্মাদ হয়ে যাবে এটা। ভুতুড়ে কিসিমের একটা ঘোড়া দরকার ছিল ওর···কোন শব্দই ঘোটার কান ফাঁকি দিতে পারবে না···এবং ঘোড়ার চোখ-কান মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ।

তন্দ্রায় ঢুলছে ডিউক, আবার সজাগ হয়ে ইতিউতি চাইছে উৎকর্ণ হয়ে, ঝিমোচ্ছে ফের। ভোরে যদ্দূর দৃষ্টি চলে খাঁ খাঁ করতে দেখল এলাকাটা। র‍্যাঞ্চের চিমনিতে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা। ক্লান্ত দেহটা স্যাডলে চাপিয়ে ফিরে এল ও।

'ওরা আসেনি,' বলল ডেভিড।

'কিন্তু আসবে।' বাঙ্কহাউজে গেল ও, টলতে টলতে বাঙ্কে উঠে তলিয়ে গেল ঘুমে।

ডেভিড ও রিচার্ডস পাহারা দিক। ও ঘুমোবে।

নয়

ঘুম ভাঙতে তেমনি নিথর পড়ে রইল ও কিছুক্ষণ, ওপরের বাঙ্কটার নিচে চোখ ওর। ঘরে ছায়া ছায়া একটা স্থির ভাব, কোন সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না বাইরে। ভয়ঙ্কর অবসাদ বোধ করছে ডিউক। কিন্তু এমন তো কত সময়ই করে, সেজন্যে বিছানায় পড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই।

আসলে ক্লান্তিটা মূল ব্যাপার নয়। ক্লান্তির কারণে আবারও সেই ভয়ানক হতাশাব্যঞ্জক নিঃসঙ্গ বোধটা জেঁকে বসছে মনে। ব্র্যান্ডের জন্যে যে ফাইট করছে ও সেটা কি এই মানসিক শূন্যতারই ফল? কি হয় তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়লে?

ভাবা সহজ, করা সহজ নয়, আর করতে পারলেও অপরাধবোধ তোমাকে ছাড়বে কেন। মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন দায়িত্ব তো নিতেই হবে, এর কোন মাফ নেই। পুরুষমানুষের কাজই তো হলো কিছু একটা গড়ে তোলা, চারপাশের দুনিয়াটাকে নিজের জন্যে সেই সঙ্গে আশপাশের মানুষগুলোর জন্যে যতটা সম্ভব সহজ, আরামপ্রদ করে তোলা। কেন কে জানে হঠাৎ করে মিসেস হোলিওকের কিশোর ছেলেটার মুখ ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। বড্ড মায়াময় মুখটা!···ডিউক একজন নিঃসঙ্গ মানুষ—চিরদিনই তাই ছিল। গোলমেলে লোকজন চিরটাকাল এড়িয়ে চলতে চেয়েছে সে, কিন্তু ঝামেলায় একবার কোনভাবে জড়িয়ে গেলে বিনা যুদ্ধে পিছিয়ে আসতে শেখেনি; ওর রক্তে এ জিনিস নেই।

পা দুলিয়ে মেঝেতে নেমে এল ও, হাতড়ে হাতড়ে মোজা খুঁজে পরল। নোংরা হয়ে রয়েছে, ধুতে হবে। এবার বুটজোড়া পায়ে গলাল ও।

গানবেল্ট তুলে নিয়ে হিপে ঝুলিয়ে দরজার কাছে এল।

বুলেটটা চৌকাঠের বাজুতে লেগে ছড়িয়ে দিল কাঠের টুকরো-টাকরা, ঝাঁকি খেয়ে এত দ্রুত পিছাল ও পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে। চরকির মতন ঘুরে দাঁড়িয়ে উইনচেস্টারের উদ্দেশে দৌড়ল ডিউক।

দরজাটা খোলা এখন, কিন্তু আর কোন শব্দ নেই বাইরে। বুলেটের আঘাতের জায়গাটা চকিতে দেখে নিল ডিউক, এবং তারপর ঘরের পেছন দিকে হাঁটু গেড়ে বসে অনুসরণ করল চারশো গজ দূরে একটা নিচু পাহাড়ের সম্ভাব্য ট্র্যাজেক্টরী। বাঙ্কহাউজের অভ্যন্তরে ছায়াময় পেছনটা থেকে পাহাড়টা পরীক্ষা করল ও। তারপর আরও পেছনে সরে গেল দ্বিতীয় জানালাটার উদ্দেশে, বিল্ডিঙের পেছনদিকে পড়েছে এটা। চিন্তা খেলছে মাথায়, জানালা

থেকে করালের কর্নার পোস্টগুলো ও ওয়াটার ট্রাউটা আবছা দৃষ্টিগোচর হলো।

বাড়ি থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। করালে নিশ্চুপ ঘোড়াগুলো। চারদিকে ঘুরে, বাঙ্কহাউজের ওপাশের জানালা দুটো দিয়ে বাইরের দৃশ্য জরিপ করে নিচ্ছে ও।

অল-আউট আক্রমণ নাকি এটা? নাকি ক্ষুব্ধ এক শত্রুর বিক্ষিপ্ত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ? বিল লরী কোথায়? ডেভিড আর রিচার্ডসই বা গেছে কই? এবার মনে পড়ল; বিল লরীকে নিজেই পাঠিয়েছে সে পাহাড়ে ব্রায়ান ম্যাকমিলানের কাছে।

বাঙ্কহাউজের দূরপ্রান্তের জানালা দুটো স্টেবল ও ওপাশের উন্মুক্ত রেঞ্জমুখী, কিন্তু ওদিকে যা দেখা যাচ্ছে তা বিশ্বাস করল না ডিউক। সমভূমি ওখানে যতই নিরীহ ভঙ্গি নিক না কেন; গর্ত-টর্ত থাকতে পারে কারও দেহকে আড়াল দেয়ার জন্যে। মন বলছে ওর ওদের বুদ্ধিটাও তাই : প্রথমত, ওপাশ থেকে গুলি করল, থতমত খেয়ে ও যেই উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

অস্থিরচিত্তে এ জানালা থেকে ও জানালায় আসা-যাওয়া করছে ও। বাইরে ঘাসে অপেক্ষমাণ লোকটা কে, আদৌ যদি তেমন কেউ থেকে থাকে, একজন আদর্শ ধৈর্যশীল ইন্ডিয়ান হতে হবে তাকে, কারণ অপেক্ষা করা কাকে বলে ওকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বে ডিউক।

করাল পোস্ট ও ওয়াটার ট্রাউ দেখে বারবার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে ওর। সেরা কভার এটা, কিন্তু আপাতত ও শুধু পাহারা দেবে আর প্রতীক্ষা করবে।

বাইরে ক্ষীণতম নড়াচড়ারও লক্ষণ নেই। বাঙ্কহাউজটা মজবুতভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে এটা দীর্ঘ আক্রমণ

প্রতিহত করতে পারবে। এখন পর্যন্ত একটা গুলিও ছোঁড়েনি ও, এবং ওরা ভেবে থাকতেও পারে মারা পড়েছে শত্রু। দরজা দিয়ে বেরোতে যাবে এমনিসময় গুলি করেছিল ওরা, আর ও ছিটকে চলে এসেছিল ভেতরে, দৃষ্টিসীমার আড়ালে। শীঘ্রিই হয়তো তদন্ত করতে আসবে ওরা।

বাঙ্কহাউজের মেঝে পানশনের, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে না, কাজেই ভেতরের কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাবে না শত্রুপক্ষ। আধঘণ্টা কাটল শম্বুক গতিতে। স্টোভে চাপানো পট থেকে এককাপ কফি ঢেলে নিল ডিউক। অসম্ভব কড়া আর গরম, কিন্তু চমৎকার লাগল ওর স্বাদটা।

কোন ব্যস্ততা দেখাচ্ছে না ডিউক। এমন অনেক রেঞ্জওয়র, ইন্ডিয়ান উৎপাত পার করে এসেছে সে জীবনে। বাইরে অপেক্ষমাণ লোকগুলোর অনুভূতি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে ও। আঁধার থাকতে অবস্থান নিয়েছে ওরা, এখন তো প্রায় তিন ঘণ্টা বা তারও বেশি হয়ে গেল। এ যাবৎ একবার মাত্র গুলি করার সুযোগ জুটেছে ওদের ভাগ্যে।

রাতে ঠাণ্ডা পড়েছিল, কিন্তু হিমেল ভাবটা কাটতে লেগেছে এখন, জ্বলন্ত উনুন হয়ে উঠতে থাকবে এখন বাইরেটা। সন্দেহ নেই পানি রয়েছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু ওর রয়েছে আশ্রয়, কফি, ও প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ। অপেক্ষা করতে থাকুক শালারা, মনে মনে বলল ডিউক। জানালা থেকে জানালায় যেতে অবশ্য ভুল করছে না ও, সর্বক্ষণ ঘরের পেছনদিকে থাকছে যাতে ওদের চোখে না পড়ে। হুঁহুঁ, বাবা! অপেক্ষারও একটা সীমা আছে, যদি না তুমি ইন্ডিয়ান হও, কিংবা হ্যারী ডিউক।

হঠাৎ নড়াচড়া চোখে পড়ল, কিংবা বলা যায় করালের পেছনে নড়াচড়ার ছায়া। কেউ একজন হামাগুড়ি দিয়ে ওপাশে করালের

কাছে চলে এসেছে, এবং ডিউক কোণের যে পোস্টটিকে কভার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছিল সেটার দিকে এগোচ্ছে। গুড়ি-বাজকে এ জানালা থেকে দেখতে পাচ্ছে না ও, কিন্তু ধুলোর সূক্ষ্ম রেখা উঠতে দেখল মাটিতে শরীরের ঘষা লাগতে। খুব সম্ভব কর‍্যালের ওমাথায় পৌঁছে, এই পোস্টটার ও কোণের আলম্ব পোস্টগুলোর ছত্রছায়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে, উঠে দাঁড়াবে লোকটা। এবং ওঠামাত্র তার দেহের একাংশ ধরা পড়বে কর‍্যালের পোলগুলোর ফাঁকে।

এক ছুটে জানালাগুলো ঘুরে দেখে নিল ডিউক, তারপর ফিরে এল। আবারও ধুলোর মিহি রেখা চোখে পড়ল। জানালাটা আলতো হাতে তুলে দিল ও, কোন শব্দ হলো না। সাবধানে, ওপেনিঙে লক্ষ্যস্থির করল ও—সেরা সুযোগ অফার করছে এটা। ট্রিগারে ঢিল করে আঙুল রেখে, পোস্টের কাছে ফাঁকা জমির একটা পয়েন্টে দৃষ্টিস্থির করল ডিউক। অপেক্ষা করছে।

গাল বেয়ে সড়সড়িয়ে নামছে ঘামের ধারা, নেমে যাচ্ছে গলা বেয়ে। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সকালটা এবং উনুনের কাছ ঘেঁষে এখন সে।

সহসা লক্ষ্যস্থির করে রাখা স্পটটায় নীলচে কি যেন একটা দেখামাত্র ট্রিগার টিপল ডিউক।

'দুপ' করে বুলেটের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল, কারণ লোকটা তখন বড়জোর ষাট ফিট দূরে ছিল। শব্দটা কানে এত জোরালভাবে ধ্বনিত হলো, মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত বোধ করল ডিউক। কোন একটা পোলে গুলি লেগেছে মনে হলো ওর, কিন্তু পরক্ষণে পোলে বাড়ি খেয়ে একটা রাইফেল পতনের ঝনঝনাৎ, এবং আহত এক লোকের গোঙানী কানে এল।

এটাই ওর ছোঁড়া প্রথম গুলি, এবং হামলা শুরুর পর সর্ব

সাকল্যে দ্বিতীয়।

গুলির প্রত্যুত্তর এল না, কোন নড়াচড়াও নেই। ক'মিনিট অপেক্ষা করল ও, এ জানালা থেকে ও জানালায় গেল, আক্রমণ আশঙ্কা করছে...নাকি আরও অপেক্ষা করবে ওরা, রাত না নামা পর্যন্ত কি?

হঠাৎ কর‍্যালের ওপাশের লোকটা গুঙিয়ে উঠল ভয়ানকভাবে।

'জখমটা কি গুরুতর?' শুধাল ডিউক, আশা করছে ওর কণ্ঠ আহত লোকটা পর্যন্তই পৌঁছবে, তার বেশি নয়।

'হ্যাঁ, তুমি নরকে যাও!'

'তুমিই তো, বাপু সেধে গুলি খেতে এলে। আমি কাউকে কোন দাওয়াত দিইনি।' জবাব নেই, খানিক পর ডিউক বলল, 'তুমি বন্ধুদের ডাকতে চাইলে আমি বাধা দেব না, কিন্তু প্রথম যে বন্দুক তুলবে সে-ই মারা পড়বে।'

'ওরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না।'

'সে তোমার সমস্যা। আমি কারও কষ্ট দেখতে চাই না, আর তুমি যে-ই হওনা কেন, পরামর্শ দেব বেঁচে গেলে নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিতে...ওরা যদি তোমার জন্যে না আসে।'

'আমি...আমি ওদের ডাকব কিভাবে?'

আহত লোকটার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনাল, এবং ডিউক দরজার কাছে সরে এসে গলা ছাড়ল : 'তোমাদের একজন ঘায়েল হয়ে পড়ে আছে এখানে। ওকে নিয়ে যেতে হলে রাইফেল রেখে এসো, কেউ গুলি করার চেষ্টা করলে মারা পড়বে।'

দীর্ঘ নীরবতা, তারপর অকস্মাৎ একটা কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'বন্দুক রোখো! আমি নেমে আসছি!'

লোকটা উঠে দাঁড়াল, ভাঁজ খাওয়া শরীরটা পেছনে পড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি, কিন্তু গুলি হলো না দেখে এগিয়ে আসতে

লাগল ধীর পায়ে। লোকটা যুবক, কোঁকড়া চুল…এর কথা শুনেছে ডিউক। গ্রান্ট ওর নাম, নতুন রিক্রুট।

'এখনও টকে যায়নি,' বলল ডিউক। 'চান্স আছে।'

স্বগতোক্তি হলেও জোরে উচ্চারণ করল, যাতে জখমী লোকটা চেতনা থাকলে শুনতে পায়। ডিউকের গুলিটা খুব সম্ভব এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে ওকে পাশ থেকে, কিন্তু এটা শুধুই একটা অনুমান। গুলিটা ওর ধারণা, লোকটার বেল্টের নিচে লাগতে দেখেছে, কিন্তু নিশ্চিত নয় ও।

ঢাল বেয়ে নেমে আসছে গ্রান্ট। মাঝেমধ্যে গতি মন্থর হয়ে গেলেও পা চালাচ্ছে ঠিকই। আহত লোকটার কাছে পৌঁছে গেল গ্রান্ট, এবং লোকটা সিধে উঠে দাঁড়াল। 'এই যে তুমি,' ডিউকের উদ্দেশে চেঁচাল গ্রান্ট। 'আমি একে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না! এ কিছুদূর যাওয়ার আগেই মারা পড়বে। তলপেটে গুলি খেয়েছে, আঘাতটা মারাত্মক।'

কোন ফন্দি নাকি? কোন ফন্দি-ফিকিরের তোয়াক্কা করে না ডিউক। লোক ঠকানো ওর ধাতে নেই, কিন্তু লোকে কেন জানি ওর সঙ্গেই সারাজীবন চালাকির চেষ্টা করে চলেছে। 'বেশ,' বলল ও, 'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

'গানবেল্ট ফেলে আসতে বলছ?'

'গান রাখো সঙ্গে। আর কপাল ভাল মনে করলে ড্র করার চেষ্টা করতে পারো। বদমতলব না দেখলে গুলি করি না আমি।'

আহত লোকটাকে পিঠে তুলে বাঙ্কহাউজের দরজায় এসে উঠল গ্রান্ট, তারপর তাকে ভেতরে নিয়ে যত্ন করে একটা বাঙ্কে শোয়াল।

ঘায়েল লোকটা ওয়েসলি আরনউইন, হর্স স্প্রিঙ স্টেশনে যে দুজনের দেখা পেয়েছিল ডিউক তাদের একজন। রক্তে জবজব করছে ওর শার্টের নিম্নাংশ ও প্যান্টের সামনে দিকে বেল্টের

চারপাশটা। গুলিটা, যা অনুমান করেছিল ডিউক, এপাশ দিয়ে ফুঁড়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়েছে। জখমটা গুরুতর।

গ্রান্টের মুখ ফ্যাকাসে। এত রক্ত আগে কোনদিন দেখেনি বোঝা যাচ্ছে, ওর শার্ট ও দু'হাত রক্তে মাখামাখি।

'দরজার বাইরে পানি আছে,' বলল ডিউক, 'যদি অবশ্য ঝুঁকিটা নিতে চাও।'

চকিতে চাইল ওর দিকে গ্রান্ট। 'তুমি নিশ্চয়ই ডিউক। আমাদেরকে পরোয়াই করো না তুমি মনে হচ্ছে?'

'পরোয়া করব একজন বুড়োমানুষের গরু চুরি করে যারা তাদেরকে? মার্টিন পিন্ডারের মুরোদ থাকলে কাজ করে খেত, মানুষের ওপর জুলুম করত না।'

ছেলেটার মুখে রক্ত উঠে এসেছে লক্ষ করে, শান্ত স্বরে বলল ডিউক, 'শোনো, ছেলে, একদল চোরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। একে অ্যাডভেঞ্চার বলে না।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল গ্রান্ট। 'ভেবে দেখো, ছেলে,' বলল ডিউক, 'দেখে মনে হয় ভেতরে বারুদ আছে তোমার, সঙ্গীর জন্যে নেমে আসতে সাহসের দরকার হয় বলেই বলছি কথাটা। যত শিগ্‌গির পারো এদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও।'

'ওরা আমার বন্ধু।'

'ওরা এরও বন্ধু। তোমার চাইতে বরং এর সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব অনেক বেশি দিনের, কিন্তু কেউ এল ওর জন্যে? তোমার সাত কপালের এক কপাল এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছ, ওই বাঙ্কে পড়ে পড়ে কোঁ কোঁ করছ না।'

'ওর জন্যে কিছু করতে পারো না তুমি?'

'কেন করতে যাব? ও আমাকে মারতে এসেছিল। কিন্তু করব আমি, ছেলে, করব কারণ আমি একটা আস্ত আহাম্মক। তোমার

বন্ধুদের ঠেকিয়ে সময় পেলেই একে দেখব।'

পিছিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে চাইল ও, 'তোমার দোস্তরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর এখানে অতর্কিতে হামলা করবে। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, কমপক্ষে দুটো নয় তো তিনটেকে নিয়ে মরব আমি, আর তুমিও হতে পারো তাদের একজন।'

নিথর দাঁড়িয়ে গ্রান্ট, মুখ রক্তশূন্য ওর, সিদ্ধান্তহীনতার সঙ্গে লড়ে চলেছে সংক্ষুব্ধ ক্রোধ। 'তুমি চাইলে এখানে থাকতে পারো,' বলল ডিউক। 'দেখাশোনা করতে পারো তোমার বন্ধুর, অবশ্য বন্ধু বলে মনে যদি করো।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করবে?'

'এক বিন্দুও না। একটা পা বেচাল ফেলেছ কি মরবে। কিন্তু এখানে বরং ওখানকার চেয়ে তোমার বাঁচার চান্স বেশি। সুযোগ যখন পেয়েছ কাজে লাগাতে পারো।'

'আমি...আমি তা পারব না। আমি ওদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাব। আমি—'

'বিশ্বাসঘাতক? ওদের কাছে? বেশ, তোমার মনোভাব বুঝলাম, এবার সোজা ওই পাহাড়ে গিয়ে উঠে পড়োগে যাও। কিন্তু নেমে যখন আসবে পিস্তলটা ব্যবহার করতে ভুল কোরো না, কারণ আমার লক্ষ্য থাকবে তোমার পেটে।'

'তুমি কঠিন লোক, ডিউক।'

'এ অঞ্চলটাই কঠিন। তবে জায়গা খারাপ নয়, দু'একটা চোর ছ্যাঁচোরকে খতম করতে পারলে আরও ভাল হয়ে উঠবে।'

সাদা হয়ে গেল গ্রান্টের মুখ, তারপর বেরিয়ে গেল সে। সামান্য দ্বিধা করে পাহাড়ের উদ্দেশে লম্বা রাস্তা ধরল। ওকে লক্ষ করছে ডিউক, কী কষ্টকর চড়াই-ই না বাইছে ছোকরা, ভাবল ও। আউটল সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাচ্ছে গ্রান্ট অথচ মনের গভীরে অনবরত

খোঁচাচ্ছে ওর বিবেক, বুঝতে পারছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। অপাত্রে বিশ্বস্ততা দেখাতে ফিরে যাচ্ছে বোকা ছেলেটা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডিউক, 'গ্রান্ট, পিন্ডারকে বলে দিয়ো জ্যাক র‍্যাবিটের সমান সাহস থাকলেও যাতে সে নেমে আসে এখানে, ম্যান টু ম্যান শুট করব আমরা। ও হয়তো গান-হ্যান্ডি কিন্তু আমি একজন সাধারণ কাউপাঞ্চার।'

গ্রান্টের জন্যে পিন্ডার, হল ইভান্স ও নিক কুক চুড়োয় অপেক্ষা করছিল। 'এত সময় লাগল?' বলল পিন্ডার। 'ওয়েসলির কি খবর?'

'তলপেটে গুলি খেয়েছে। জখমটা মারাত্মক।'

'ভালই হলো, ডিউকের নজর থাকবে ওর দিকে, আমাদের ওপর চোখ রাখতে পারবে না।'

স্মাইলি গ্রান্ট চাইল ওর দিকে, তারপর ডিউকের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল।

'শুনেছি আমি,' তাচ্ছিল্য সহকারে বলল পিন্ডার, 'বোকামি করতে যাব কোন্ দুঃখে? ওকে যেখানে চাই সেখানেই পাচ্ছি, আঁধার লাগুক ফৌত করে দেব।'

মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ল হিউ গ্রান্ট। এখানে কেন ফিরে এলাম আমি, ভাবছে ও। নিচের একাকী লোকটার সঙ্গে পিন্ডারের মনমানসিকতার কত পার্থক্য...স্পষ্ট টের পেল অসাধারণ কিছু একটা আছে ওই ডিউক লোকটার মধ্যে।

'খুব কঠিন লোক ও,' শান্তস্বরে বলল গ্রান্ট। 'তাছাড়া রিচার্ডস আর ডেভিড কোথায় আছে জানা নেই আমাদের।'

'ওদের পাবে কই, থাকলে তো! রাতেই কেটে পড়েছে ওরা। নিচের গর্দভটা যার হয়ে লড়াই চালাচ্ছে সে নিজেই পগার পার।'

হ্যারী ডিউক, মাঝেমধ্যে জানালা দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়ার ফাঁকে, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে

যথাসাধ্য ভালভাবে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল আহত লোকটিকে।

বাড়িটার দিকে তাকাল ও, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। হয়তো ওরা ওকে ফেলে পালিয়েছে। যখন ও ঘুমোচ্ছিল তখন হয়তো সটকে পড়েছে, পড়ুকগে, কিছু এসে যায় না—বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না ও। রোখ চেপে গেছে ওর, হয়তো নির্বুদ্ধিতা হয়ে যাচ্ছে—তবু।

দশ

আহত লোকটা বিড়বিড় করে পানি চাইল। লম্বা হাতলওয়ালা মগে করে পানি এনে, মগটা ধরে রেখে ওকে পান করতে সাহায্য করল ডিউক।

ওয়েসলি আরনউইন মুখ তুলে চাইল। 'খুবই বাজে অবস্থা আমার, তাই না?'

'স্বীকার না করলে মিথ্যে বলা হবে।'

'তুমি ডিউক তো?'

'আহ হা…ছোঁড়াটা তোমাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে—গ্রান্ট।'

'ও…ও ভাল ছেলে। ওর বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।'

চুপচাপ পড়ে রইল ওয়েসলি, ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, আর বেশিক্ষণ আয়ু আছে ওর মনে করে না ডিউক।

'খুব শিগ্‌গিরিই চলে যেতে হবে আমাকে। সন্ধ্যা নামলেই

তোমার দোস্তরা নেমে আসবে আমার জন্যে।'

'তুমি পারবে না, ডিউক, তুমিও জানো, তাই না?'

'আমি সেরকম কিছুই জানি না। কিন্তু যদি না পারি তাহলে আমার সঙ্গে আরও চার-পাঁচটার কবর খুঁড়তে হবে। এরকম অবস্থায় আরও কয়েকবার আমাকে পড়তে হয়েছে আগেও।'

বাড়িটার চেয়ে দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়ারা, এ মুহূর্তে জড় হচ্ছে এসে বাঙ্কহাউজের আড়ালে। আর একটুক্ষণ…তার পর আর সময় থাকবে না।

ব্ল্যাক কফিতে কাপ পূর্ণ করে, চুমুক দেয়ার ফাঁকে জানালায় পালা করে নজর রাখছে ডিউক। এবার পকেটগুলো শেলে ভর্তি করে নিয়ে, আহত লোকটিকে এক ঝলক দেখে, জানালার দিকে এগোল সন্তর্পণে।

র‍্যাঞ্চহাউজের দিকে আবারও চোখ চলে গেল ওর। ডেভিড ও রিচার্ডস গেল কোথায়? আচমকা চোখের কোণে একটা ছায়া ধরা পড়ল, ছুটন্ত এক লোকের ছায়া। গুলি করার সময় নেই, কোন কিছু করারই সময় নেই।

জানালা গলে বেরিয়ে এল ও এবং করালের কোণে ছুঁড়ে দিল দেহ। দূর প্রান্তের কাছে নড়ে উঠল এক লোক, এবং নড়ামাত্র গর্জে উঠল রাইফেল, ছুটন্ত লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণে আরও তিনটে গুলির শব্দ কানে বাজল, প্রতিটাই বাড়ির ভেতর থেকে!

আরেকটা লোক ভূতলশায়ী হলো, এবং কাকে যেন খিস্তি করতে শুনল ডিউক।

বাড়িটায় যারাই থাকুক বুদ্ধি করে এতক্ষণ শান্ত ছিল তারা. হামলাকারীরা কোয়ার্টার থেকে কোন বিপদের যখন আশঙ্কা করছে না ঠিক তখনই মুখ খুলে দিয়েছে ওরা রাইফেলের। দু'জন এখন

ভূপাতিত, এবং ওদের একজনকে আপাতঃদৃষ্টির মরহুম আখ্যা দেয়া যায়।

করালের কিনারে গুটিসুটি মেরে ছিল ডিউক, ক্ষীণতম নড়াচড়া নজরে এল ওর—সাদা কিছু একটা। আবার চাইল ও, এক টুকরো কাগজ সেঁটে রয়েছে টাম্বলউইডে—একটা চিরকুট যে পেয়েছিল আগে তেমনি আরেকটা।

নাগালের মধ্যেই ওটা, হাত বাড়িয়ে সাবধানে খুলে নিল ডিউক। পড়ার মত আলো নেই, তাই গুঁজে রাখল পকেটে।

গোধূলির আলো কেমন ধোঁকাপূর্ণ। ডিউক চোখ সরু করে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু আর কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না।

মিনিট খানেক পরে একটা ফিসফিসানি শোনা গেল। 'কুক? বেরিয়ে এসো, আমরা চলে যাচ্ছি।'

মাটিতে শরীর ঘষটানোর শব্দ কানে এল। ক্রল করছে কেউ। গান উদ্যত ডিউকের হাতে, চাইলেই লক্ষ্যভেদ করতে পারে। কিন্তু লাভ কি? শত্রুপক্ষ যেতে যখন চাইছে আপসে চলে যাক না।

যেখানে ছিল ঘাপটি মেরে বসে রইল ডিউক, এবং খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেল দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে খুরের শব্দ।

ঘন হয়ে জমেছে এখন আঁধার, বাঙ্কহাউজে ফিরে গিয়ে উনুনের আগুন উস্কে দিল ডিউক। খোলা দরজা দিয়ে বেরনো আলোয় ওয়েসলি আরনউইনকে মৃত আবিষ্কার করল।

কাঠি জ্বেলে প্রদীপ ধরাল ও, জানালা থেকে দূরত্ব বজায় রাখল, দৈবাৎ আউটলদের কেউ যদি থেকে থাকে তাই, যদিও থাকার কোন কারণ নেই, বেশ ক'জন লোক খুইয়েছে আজ ওরা, জিততে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তারচেয়ে বরং নিজেদের সুবিধা মতন অন্য কখনও আক্রমণ করবে, অবশ্য যদি সাহসে কুলোয় তবেই।

দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ও, বাঙ্কহাউজ ত্যাগ করতে মন টানছে না। অবশেষে বেরোল যখন, র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে উদয় হতে দেখল ডেভিড ও রিচার্ডসকে।

'ডিউক?' ডেভিডের কণ্ঠ। 'জব্বর লড়েছ।'

'চেষ্টা করেছি।'

'বেশিরভাগ সময় একটাও গুলি করার মত সুযোগ পাইনি আমরা।'

'তোমরা ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছ। ওদের হতাশ করে ছেড়েছ,' বলল ডিউক। হ্যাটটা ঠেলে দিল পেছনে। 'ভীষণ খিদে পেয়েছে, ডেভিড, তেমনি ক্লান্তি বোধ করছি, আর বাঙ্কহাউজে একটা লাশ পড়ে আছে। গ্রান্ট যাকে বয়ে এনেছিল।'

'কে?'

'ওয়েসলি আরনউইন।'

'ওহহো,' আফসোস করল ডেভিড। 'আমার হয়ে রাইড করেছিল কিছুদিন, তারপর গিয়ে শয়তানদের দলে ভিড়েছে।'

'ওকে আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল রিচার্ডস। 'তুমি অনেক করেছ, ডিউক।'

বাড়িতে ডেভিডের সঙ্গে ফিরে গেল ডিউক। টেবিলে বসতে ওর জন্যে কাপে কফি ঢালল বস্, পরিবেশন করল রুটি, ঠাণ্ডা মাংস ও একটা অ্যাপল পাইয়ের সিকি ভাগ।

নীরবে মুখ চালাচ্ছে ডিউক, জানালায় দাঁড়িয়ে মৃতদেহটাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে দেখছে ডেভিড।

হঠাৎ করে পকেটের চিরকুটটার কথা মনে পড়তে ওটা বের করে এক হাতে হাতড়ে হাতড়ে খুলল ডিউক। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ ওর, অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। লিখিত শব্দগুলোর দিকে চাইল ও। একটা মাত্র লাইন :

কখনও কাউকে ভালবাসতে পারলাম না, কারও ভালবাসা পেলামও না।

দীর্ঘক্ষণ লেখাটার দিকে চেয়ে থেকে শেষমেষ ওটা পকেটে রেখে দিল আবার ডিউক। কে লিখছে এগুলো? সে কি কোন নিঃসঙ্গ নারী নাকি একাকী পুরুষ? তবে যে-ই লিখুক না কেন ভয়াবহ শূন্যতায় আচ্ছন্ন তার হৃদয় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষটার মনের অবস্থা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে ডিউক। কখনও কখনও কেবল কথা বলার মতন একজন মানুষের যে কী অভাব বোধ হয়! কিছু একটা দেখে হয়তো মাথা কাত করে তুমি বলতে চাইলে, 'দারুণ না?' কিন্তু পাশে কেউ থাকলে তো।

ডিউক নিজেও তেমনি মনের কারাগারে বন্দী নিঃসঙ্গ, একাকী একজন মানুষ। আহা, এখন বসন্তকাল হলে কত ভালই না হত, বাতাস বইত উল্টোদিকে। ও নিজেও একটা চিরকুট লিখে তখন মনের কথা জানাতে পারত ওদিকের ওই মানুষটাকে, বলত ও যেন নিজেকে একা মনে না করে, ওর চিঠি কেউ একজন পড়েছে। কিন্তু বাতাস ওদিকে বইবে না এ মৌসুমে, কাজেই একাকী ওই নারী—মেয়েলি হাতের লেখা চিঠির লেখিয়েকে মহিলা ভাবতে অনুপ্রাণিত করছে ডিউককে—ওর লেখা খুঁজে পাবে না।

ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল ডেভিডের কথায়।

'ওরা এখন কি করবে মনে করো?'

'আমাদের ছেড়ে দেবে না। পরের বার অন্য কোন কায়দা বের করবে...হয়তো ক্যাটল ড্রাইভ করার চেষ্টা করতে পারে নয়তো চুরি করতে থাকবে একটা একটা করে।'

'তুমি কখনও গুলি খেয়েছ, ডিউক?'

'বার দুয়েক, এবং সেটাকে সুখকর অভিজ্ঞতা বলা যাবে না।'

খাওয়া সেরে উঠে পড়ল ও, ডেভিডকে বলল এখন সে ঘুমোতে

যাচ্ছে, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া তাকে যেন বিরক্ত করা হয়।

পরবর্তী সপ্তাহ খানেক নিরুপদ্রব কাটল। তারপর প্লাজায় গিয়ে গোলাগুলির কথা রিপোর্ট করল ডিউক। এক মনে সব শুনে গেল শেরিফ জ্যাক নাইফ দিয়ে নখ খোঁচাতে খোঁচাতে, এবং ডিউকের বক্তব্য শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দিল হাত।

'ডেভিড গিলমোরকে চিনি আমি,' বলল সে। 'ভাল লোক। সলিড। রিচার্ডসকেও চিনি। তোমাকে চিনি না, তবে তোমার কথা কানে এসেছে, এবং আমি তোমাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এ অঞ্চল থেকে কিছু বাজে লোককে খসিয়ে দিয়েছ তুমি।' বলে চলল শেরিফ, 'স্মাইলি গ্রান্টের কথা বললে তুমি। ও কি আহত হয়েছে, জানো কিছু?'

'মনে হয় না হয়েছে।' হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিল ডিউক। 'শেরিফ, ছেলেটাকে একটা সুযোগ দিলে ও হয়তো অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করবে। মিথ্যা বিশ্বস্ততার ফাঁদে আটকে আছে ও...অযথা।'

'দেখা যাক কদ্দূর কি করা যায়,' বলল শেরিফ। 'ওর বোন শহরে এসেছে। দেখা হলে বলে দিয়ো ওকে। পুব থেকে ভাইকে দেখার জন্যে এসেছে মেয়েটা।' এবং তারপর আরও বলল, 'ও যে আউটল এ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই বেচারীর।'

বিল লরী ফিরেছে। 'কেমন এলাকা আমাকে আগে বলে দেবে তো,' অভিযোগের সুরে বলল ডিউককে। 'তিন তিনবার হারিয়ে গেছিলাম আমি।'

'ওকে পেয়েছ?' ডিউকের প্রশ্ন।

'আসছে। দু'একদিন লাগবে।' চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল লরী।

'যা শুনলাম তাতে ওকে তো আর দরকার পড়ছে না।'

'পড়বে।'

রেঞ্জটাকে ইদানীং বড় করে চক্কর দিচ্ছে নিঃসঙ্গ রাইডার ডিউক, নিজের অজান্তেই টাম্বলউইডের জটলায় চোখ চলে যেতে শুরু করেছে আজকাল টের পাচ্ছে ও। কিন্তু পরবর্তী চিরকুটটা ওর হাতে পড়ল প্রায় সপ্তাহ খানেক বাদে, তাও আবার সৌভাগ্যক্রমে। সমতলের দিকে মুখ খোলা একটা ড্র-তে নেমে এসেছিল ও, ওখানে আবিষ্কার করেছিল প্রাচীন একটা করাল, বুনো ঘোড়া ট্র্যাপ করার জন্যে তৈরি করেছিল কেউ। পোল ও ব্রাশে তৈরি করালটা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত, ভাঙন ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। কিন্তু উত্তর দিকের দেয়ালের গায়ে স্তূপীকৃত দেখা গেল টাম্বলউইডের একটা ম্যাট।

রাইড করে কাছে গিয়ে অভ্যাসবশে ওগুলো পরীক্ষা করল ডিউক, এবং খুঁজে পেল আরও দুটো নোট।

প্রথমটা, লেখা অস্পষ্ট প্রায়, নিঃসন্দেহে কয়েক মাস আগেকার।

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম সুদর্শন এক রাজপুত্র
ধবধবে পক্ষীরাজে চড়ে এসে আমাকে তুলে নিয়ে
যাবে। কোথায়, কোথায় তুমি, সেই রাজার কুমার?
তোমার পথ চেয়ে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে
আমাকে?

দ্বিতীয় চিরকুটটা অনেক পরে লেখা, কালির সতেজ ভাব ও কাগজের শ্রেয়তর অবস্থা দেখে বিবেচনা করল ডিউক।

কাল রাতে বেরিয়েছিলাম তারাদের দেখতে।
আহা, ওদের নাম যদি জানতে পারতাম!

অনেকটা না বুঝেই, মেয়েটির ইমেজ গড়তে শুরু করে

দিয়েছে ডিউক আপন কল্পনায়। মেয়েটি হবে পাতলা-সাতলা এক তরুণী, স্বর্ণকেশিনী; এমন কেউ যার সঙ্গে ও মন খুলে গল্প করতে পারবে, এমন একজন যে ওরই মত একা।

'বোকামি কোরো না,' নিজেকে কঠোর কণ্ঠে ধমক দিল ডিউক। 'ওই মেয়ের তোমার মতন একটা ছন্নছাড়া কাউপাঞ্চারের জন্যে এসব চিঠি লিখতে বয়েই গেছে।'

তুষারে ছেয়ে গেছে এখন মাটি। সপ্তাহের শেষাশেষি হাড় কাঁপানো শীতের এক বিকেলে, রেঞ্জ থেকে ফিরে, বাঙ্কহাউজে ব্রায়ান ম্যাকমিলানকে আবিষ্কার করল ডিউক। শিকারী মুখ তুলে চাইল। 'ঝামেলা ঢুকে গেছে?'

'শুরু হবে যে কোন দিন,' জবাব দিল ডিউক। 'অস্ত্র হাতে তৈরি থেকো।'

ধীরে ধীরে ফোরম্যানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে ডিউক, এবং কেউ সেজন্যে প্রতিবাদও করছে না। ডেভিড গিলমোর কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে, বিশ্রামে থাকছে বেশিরভাগ সময়। ডিউকের সন্দেহ হার্টের অসুখে ধরছে বসকে।

পরদিন সকালে স্যাডল আপ করার সময় রুটিন মাফিক সংক্ষিপ্ত রাইডের পরিকল্পনা করল ডিউক। স্যাডলের পেছনে অবশ্য ব্ল্যাঙ্কেট রোল বেঁধে নিয়েছে ও, যে কেউ আটকা পড়তে পারে এই আবহাওয়ায় এবং বাড়ির বাইরে শীতের রাত কাটানোর মতন প্রস্তুতি নিয়ে রাখাই ভাল।

হেডকোয়ার্টার থেকে চার মাইলও যায়নি এক দল ক্যাটলের ট্র্যাকে এসে পৌঁছল ও, ঘনবদ্ধ ছিল ওগুলো, গোটা বিশেক হবে হয়তো, প্রকাণ্ড ঘোড়ায় সওয়ার তিন রাইডার ড্রাইভ করেছে দলটাকে।

দিক্‌নির্দেশ করার জন্যে পাথরের ছোট্ট একটা গাদা তৈরি করল ডিউক, উত্তরমুখো রওনা হলো তারপর।

ট্রেইলটা চলে গেছে সিধে ওদিকে, ধরা পড়বে এমন আশঙ্কা বাহ্যত করেনি রাইডাররা।

এটা ফাঁদ হতে পারে—এবং খুব সম্ভব তাই-ই। ভাবনাটা মাথায় খেলতে গালে ঠাণ্ডা একটা আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করল ও, আরেকটা স্পর্শ করল ওর কপাল। ঝট করে মুখ তুলে চাইল ডিউক…তুষারপাত হচ্ছে। চোরেরা নিশ্চয় এই-ই চাইছিল; ঘন্টা খানেকের মধ্যে সমস্ত ট্রেইল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ডিউক তা সত্ত্বেও হাল ছাড়ল না। একজোড়া হিমায়িত বিস্কুট, বেকনের একটা টুকরো, খানিকটা জার্কি আর কফি সঙ্গে রয়েছে যখন, সুযোগটা নেবে ও।

বিকেল অবধি ট্রেইলটা অনুসরণ করে গেল ডিউক, শেষ বিকেলে সোজা উত্তরমুখী ট্রেইলটা হারিয়ে ফেলল ও, ওটা মুছে গেছে তুষারে।

অগত্যা স্ক্রাব ওকের ও পাইনের এক টুকরো জমি বেছে নিয়ে রাতের জন্যে তাঁবু ফেলল ও।

এগারো

স্টেজ এখন নিজস্ব স্টেশনে থামে, ক'মাইল দূরে, কাজেই আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে হোলিওক পরিবারের। এখন ভরসা কেবল চারপাশের প্রকৃতি থেকে যেটুকু যা সংগ্রহ করে নেয়া যায় তার

ওপর। রয় গিলক্রিস্ট অবশ্য প্রায়ই ওদের খোঁজ-খবর নিয়ে যায়, সাহায্য করে নানা কাজে অযাচিত ভাবে। যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করে যে কটা ডলার জমাতে পেরেছে জুলি, প্লাজায় গিয়ে গরম কাপড় কেনার জন্যে রেখে দিয়েছে যত্ন করে।

জুলি আজ বাইরে বেরোতে দেখতে পেল তুষারপাতের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে বইছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। রিংগো কাঠ কাটছে একটা গুঁড়ি থেকে—এগুলো স্টোন বোট ও ঘোড়া ব্যবহার করে টেনে আনা হয়েছে—আর কাটা লাকড়ি জড় করছে আশপাশ থেকে বেথ। বেলচাটা তুলে নিয়ে ফের কাজে মন দিল জুলি।

বাড়ির ভিত্তিমূলকে ঘিরে ডার্ট গাদা করছে ও, এতে বাতাস ঠেকবে আর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকবে ভেতরটা। পুবে থাকতে প্রতি বছর এ কাজটা করত ওরা, যদিও ওরা বলতে আসলে ওর বাবা বেচারাই করত।

পিঠটাকে আরাম দিতে সোজা হলো জুলি, দক্ষিণের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ওপারে চোখ রাখল। দূরবর্তী পর্বতমালা অদৃশ্য এখন…তুষারের পর্দা ঘিরে ফেলেছে ওদের।

আবার কাজে লেগে পড়ল ও। স্বামীর কথা কদাচিৎ মনে পড়ে এখন ওর, কাজ ও পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত জীবনে অত ভাবাভাবির সময় কোথায়? মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় হোলিওকের প্রসঙ্গ ওঠে, কিন্তু ওদের মন থেকেও প্রায় মুছে যেতে বসেছে বাবার ইমেজ। হোলিওকের স্বভাব ছিল অনেকটা নারকোলের মতন, বাইরেটা শক্ত ভেতরটা কোমল। বাচ্চাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, কিন্তু প্রকাশের কায়দা জানত না; কিংবা কে জানে হয়তো সে চেষ্টাও করত না।

ওদের ছোট্ট পালটা দলে ভারী হয়েছে। গরুটা ছানা দিয়েছে, এবং আরেকটাকে এমনি এমনি পেয়ে গেছে ওরা। ওয়াটার হোলে দলছুট একটা গাভী কোত্থেকে এসে পড়েছিল পানি পান করতে,

এবং তারপর স্রেফ রয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। কোন ব্র্যান্ডের ছাপ ছিল না ওটার গায়ে।

সহসা প্রলম্বিত 'হ্যালো' চিৎকারটা এবং পিস্তলের গুলির মতন 'টাস' শব্দে চাবুকের বাড়ি কানে এল ওর, পরমুহূর্তে ছুটন্ত স্টেজ টীম ও স্টেজটা চোখে পড়ল। বাঁক ঘুরে রীতিমত লাফিয়ে এল ওটা এবং নেমে গেল ঢাল বেয়ে। রডনি হগ আজকের চালক, সে চেঁচিয়েছে ওর উদ্দেশে। ওর পাশাপাশি রাইড করছে কে আরেকজন, হাত নাড়ল সে-ও, তারপর উধাও হয়ে গেল স্টেজটা, হারিয়ে গেল তুষারপাতের মাঝে।

জুলি মুহূর্তের জন্যে ভেতরে গেল আগুন উস্কে দিতে, কাজ সেরে ঘরে ফিরলে যাতে আরাম বোধ করে।

রিংগোর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে এমনিসময় ঘোড়াটাকে আসতে দেখল তুষার মাড়িয়ে, এবং তারপর লাকড়ি স্তূপীকৃত করে রাখা স্টোন বোটটার পাশে হাঁটতে দেখল রিংগোকে। কেবিনের কাছে এসে ঘোড়াটা বেঁধে ওর দিকে এগিয়ে এল রিংগো।

'মা, আমাদের সাবধান থাকা দরকার,' বলল, 'বাসার পেছনে কিসের যেন শব্দ পেলাম। মনে হলো অনেকগুলো রাইডার আর নয়তো অগুনতি ক্যাটল হবে।'

'ওরা দেখতে পেয়েছে তোমাকে?'

'মনে হয় না। একটা গাছের পেছনে তুষার থেকে চাং খুঁড়ছি এসময় দলটাকে কয়েক গজ পেছনে একটা গ্রোভে দেখতে পেলাম, বাতাস থেকে আড়াল নিচ্ছে ওখানে।

'একজন মাত্র রাইডার চোখে পড়ল, ইন্ডিয়ান না সাদা চামড়া জানি না, কিন্তু মনে হলো ও একটা স্যাডল রাইড করছে। তুষারের জন্যে ছায়ার মত লাগল ওকে, শব্দে মনে হলো আরও অনেকে হয়তো থাকতে পারে...কিংবা হয়তো রাইডার একজনই, ক্যাটল

অনেক। তাই বাড়ি চলে এলাম।'

'ভাল করেছ,' ঘুরে দাঁড়াল জুলি। 'বেথ? ভেতরে এসো। রিংগো ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিক তারপর ডাউনাট দেব।'

রাইডাররা কারা হতে পারে? একান্ত বাধ্য না হলে এই হাড়কাঁপানো শীতে ইন্ডিয়ানরা লজ ছেড়ে বেরোবে না। ওরা নয়...

আউটল? সম্ভব, কারণ ওরা যে রুটটা নিয়েছে এর শেষ আর কিছুতে না, নিছক জনহীন প্রান্তরে। যদি না...

মাস দুয়েক আগে, তুষারপাত শুরুর আগে, পাহাড়ে রাইড করে গিয়েছিল জুলি, অর্ধবৃত্তাকারে চক্কর মেরে পতিত জ্বালানির একটা হিসেব নিচ্ছিল।

নিস্তব্ধ পর্বতমালার সৌন্দর্য ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল যেন, ছ-সাত মাইল ঢুকে পড়েছিল ও পাহাড়সারির গভীরে, গিয়ে পৌঁচেছিল পাহাড়ী ছোট্ট একটা মাঠে। গভীর, ঘাসে মোড়া একটা বেসিন, সবুজ অরণ্যে ছাওয়া কিনারাগুলো, বেশ কিছু গাছ দাঁড়িয়ে ওটার চারপাশে। একটা ঝর্নাও দেখেছিল ওখানে, আরও লক্ষ করেছিল মাঠটার ওপাশে, পাহাড়ের পার্শ্বদেশে একটা ডাগআউট কেবিন। ধোঁয়া বেরোতে দেখেনি চিমনি থেকে, জনবসতির চিহ্নও চোখে পড়েনি।

ওটার কাছে না গিয়ে, মাঠের শেষ প্রান্ত ঘিরে এক পাক দিতে অস্পষ্ট এক ট্রেইলে এসে হাজির হয়েছিল ও। সদ্য তৈরি কোন ট্র্যাক দেখেনি, কিন্তু ঘোড়ার ও ক্যাটলের শুকনো বর্জ্য ও কিছু পুরানো ট্র্যাক লক্ষ করেছে।

যাকে বা যাদেরকে ক্যাটল ড্রাইভ করতে শুনে থাকুক না কেন রিংগো এ অঞ্চল সে বা তারা চেনে।

তিন দিন এক নাগাড়ে তুষারপাত হলো। প্রতিদিন ভোরে রিংগো গিয়ে শেডে যাওয়ার একটা রাস্তা খোলা রাখে, তুষারে

বেলচা চালিয়ে।

স্টক রয়েছে আরামে। নড়বড়ে বিল্ডিংটার ছাদ ঢেকে দিয়েছে তুষার, কাজেই ভেতরটা বেশ গরম ও আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে। জুলি দুধ দুইয়ে ঘরে নিয়ে আসে, ওদিকে রিংগো ঘরটা সাফ সুতরো করে জাবনা-পাত্রে খড়ের জোগান দেয়।

প্রায় দু'ফুট জমে গেছে তুষার, পথটার দু'ধারে চেঁছে উঁচু করে রাখা হয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন, পাঁশুটে এখন আকাশ। শূন্যের দশ ডিগ্রী নিচে নেমেছে তাপমাত্রা, দরজার পাশে থার্মোমিটার তার কাজ করে চলেছে অক্লান্তভাবে।

'মা!' দরজায় দাঁড়ানো বেথ মার কাপড় ধরে টানছে। 'দেখো!'

নেকড়ে, বিশালাকৃতি এক গ্রে নেকড়ে, সাদাই প্রায়, পাহাড়ের পাশে কেবিনের পেছন থেকে, লক্ষ করছে ওদের। বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে হবে, ভয়-ডর আছে ওটার মনে হচ্ছে না। জুলি গলা ছাড়ল ওটার উদ্দেশে, কিন্তু একতিল নড়ল না জানোয়ারটা। কেবিনে এসে ঢুকল জুলি। ফিরল যখন রাইফেল নিয়ে, অদৃশ্য হয়েছে ওটা।

ক্যাটল ড্রাইভ করছে যে লোকগুলো জুলি ভাবল তাদের কথা। নিঃসন্দেহে এরা লোক ভাল নয়, ট্রেইল নেই এমন জায়গা দিয়ে ড্রাইভ করছে কেন, ওদিকে কোন শহর কিংবা র‍্যাঞ্চ নেই যখন। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে জুলি, বদ লোক এসে আস্তানা গেড়েছে ঘরের কাছে...

দূর দক্ষিণে, মড়ি খেয়ে পড়ে গেল হ্যারী ডিউকের ঘোড়া। আড়ষ্ট শরীরে রেকাব থেকে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেমে পড়ল ও মাটিতে, তারপর নতজানু হলো ধপ করে। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল ও, ঘোড়াটাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে। লাগাম মুঠোয় নিয়ে কাপড় থেকে তুষার ঝাড়ল ডিউক।

গালে এসে বাড়ি মারছে কনকনে হিম বাতাস। উত্তুরে হাওয়া যেন বইছে ওর মুখ লক্ষ্য করে। অনিচ্ছুক ঘোড়াটাকে বাতাসের দিকে মুখ করিয়ে, লাগাম ধরে পা বাড়াল ও, বাতাস ও ক্রমবর্ধমান তুষারের বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে।

কারও বলার অপেক্ষা রাখে না বিপদে পড়েছে সে। যদ্দূর জানে সামনের ওই স্টেজ রোডটা পর্যন্ত কিছুই নেই, কিন্তু ওটাও নিশ্চয়ই এখন তুষারপাতের ফলে অদৃশ্য। ওটার ওপাশে সমতল, পাহাড়মালা ও নির্জন প্রান্তর ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

একটা কেবিন অবশ্য আছে...আশ্রয় পেতে পারে ও পর্যন্ত পৌছনো গেলে। ওই মহিলা... কি যেন নাম? স্টেজ স্টেশন চালায়। কিন্তু স্মরণ হলো কে জানি বলেছিল স্টেজ কোম্পানী তাদের স্টেশনটা আরও পশ্চিমে সরিয়ে নিয়ে গেছে; সেক্ষেত্রে মহিলাও নিশ্চয়ই চাট্টিবাট্টি গোল করেছে। ওই বাচ্চা ছেলেটার কি যেন নাম...

তবুও মাথা গুঁজতে তো পারা যাবে। কিন্তু আর কতদূর যেতে হবে ওকে? এবং আর কতদূরই বা যাওয়ার ক্ষমতা আছে তার?

ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। ঘোড়াটা খেল দেখিয়ে দিয়েছে তার, তুষার ঘন হচ্ছে আরও, এবং এই ধু-ধু সমভূমিতে থামার মত কোন জায়গা নেই। বাতাসের বিরুদ্ধে আশ্রয় কোথায়, আর শুকনো তুষারে ডিগ করা বা বাঙ্ক তৈরি করাও অসম্ভব। ও থেমে পড়ে এখানেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে পারে একটা বাভিলের ভেতর, ঝড়টা পার করার চেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু ও না হয় টিকে গেল, কিন্তু ঘোড়াটা? ওটার কি হবে? ওদের একমাত্র আশা এখন পা চালানো, যেন তেন একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করা।

নাকে হাত চেপে বরফের রাজ্য পাড়ি দিচ্ছে ডিউক, স্কার্ফটা মুখ

থেকে যাতে সরে না যায় সে চেষ্টা করছে। বাতাস মরে এসেছে, তুষারের তেজও আর আগের মত নেই। সামনে ওর মাইলের পর মাইল সাদা, অটুট তুষার সাম্রাজ্য। চোরাই ক্যাটলের ট্রেইলটা রয়েছে এর নিচে। তুষারাবৃত একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আবারও পড়ে গেল ওর ঘোড়াটা। আবারও ওটাকে ধরে ওঠাতে হলো ওকে। এমুহূর্তে পাহাড়সারির নিচু কালচে লাইন চোখে পড়ছে, একটা তারা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে আকাশের নিচের দিকে।

নক্ষত্র? না, একটা আলো। অত নিচে তারা আসবে কোত্থেকে। চোখ বুজে দু'পা এগিয়ে পাপড়ি মেলল ডিউক। আলোটা ওখানেই রয়েছে, নড়েচড়েনি। তার মানে স্বপ্ন দেখছে না ও।

দরজায় কি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল শুনতে পেল হোলিওক পরিবার, জুলি তখন বাচ্চাদের গরম সুপ পরিবেশন করছে। সুপের বাটিটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে, দরজার দিকে পা বাড়াল ও, দু'মুহূর্ত দ্বিধার পরে খুলে দিল ওটা।

তুষারে আবছা দেখাচ্ছে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাওয়া লোকটার মুখ, টলতে টলতে ঘরে ঢুকে ধপাস করে পড়ে গেল হাঁটুর ওপর, তারপর রীতিমত কসরৎ করে উঠে দাঁড়াল।

'আমার ঘোড়াটা,' অস্ফুট স্বরে আওড়াল, 'ঘোড়াটা বাইরে জমে যাচ্ছে।'

'আমি দেখছি,' বলল রিংগো, কোট ও মিট্ন তুলে নিল।

'সুপ খাবে এসো,' জুলির কণ্ঠে বাস্তব সুর। একটা বেঞ্চিতে ওকে নিয়ে গিয়ে বসাল, বাইরের পোশাক খুলতে বলার ঝামেলায় গেল না। গা গরম হোক লোকটার। আগে গলিত তুষার সর্বক্ষণ ভিজিয়ে রাখত ওদের মেঝে, এখন ধুলোর মেঝেতে অসুবিধেটুকু সাময়িক।

একটা বাটিতে সুপ ঢেলে চামচে করে ডিউকের মুখে ধরল

জুলি। তৃতীয় চামচ গলাধঃকরণ করার পর, ওকে বাধা দিল ডিউক এবং অতিকষ্টে দস্তানা ও ফারের ক্যাপ খুলে ফেলল।

'আরে, মি. ডিউক যে!' জুলির কণ্ঠে বিস্ময়।

'আমিই, ম্যাম...সুপটা দারুণ।' উঠে দাঁড়াতে গেল ও। 'ঘোড়াটার কি অবস্থা দেখি।'

'রিংগো গেছে, ও দেখবে। এসব কাজে বড়রাও হার মানবে ওর কাছে,' জুলির কণ্ঠে গর্বের ছোঁয়া।

খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে শীপস্কিন কোটটা খুলল ডিউক, তারপর আবার বসে পড়ল সুপটুকু শেষ করতে। 'দুই দিন,' বলল ও, 'পুরো দুই দিন পর পেটে কিছু পড়ল। খাবার ফুরিয়ে গেছিল, যদিও আজ সকাল পর্যন্ত কফি ছিল। কিন্তু থাকলে কি, আগুন জ্বালতে পারলে তো, বাতাসে কফিও উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

'এসেছ কোত্থেকে?'

'দক্ষিণের র‍্যাঞ্চ থেকে।'

ডিউক দ্বিতীয় বাটি সুপ খাচ্ছে এ সময় ফিরে এল রিংগো। 'তোমার ঘোড়াটাকে আচ্ছামত দলাই মলাই করে দিয়েছি, স্যার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কাছে দানা-পানি নেই।'

মুখ তুলে চেয়ে হাসল ডিউক। 'ওটাকে গ্রেইন দিলে ওটা মনে করে বিষ দিচ্ছ। ধন্যবাদ, বাছা। ঘোড়াটা অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে।'

'এত খারাপ আবহাওয়ায় রাইড করছিলে কেন?'

'চোরাই ক্যাটলের পিছু নিয়েছিলাম। তুষারে ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছি।'

জুলি রিংগোর দিকে চাইতে ওর চাহনিটা অস্বাভাবিক ঠেকল ডিউকের কাছে। 'কোন গরু-টরু দেখেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার, কয়েকটা দেখেছি। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা

করালে বোধহয় আটকে রাখা হয়েছে, ওই পাহাড়ের ভেতর দিকে।'

'কয়জন লোক?'

'জানি না, স্যার। দু'জন কিংবা বেশিও হতে পারে।'

'পরের স্টেজ মারফত খবর পাঠাতে পারি,' বাতলে দিল জুলি। 'শেরিফ আসুক প্লাজা থেকে।'

'ম্যাম, ততক্ষণে ক্যাটল সব হাওয়া হয়ে যাবে। না, ম্যাম, শেরিফের আরও অনেক কাজ আছে। ওগুলোকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।'

জুলি কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বলল, 'তুমি অপেক্ষা করলে আমরা সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারি। এটা খুব বেশি—'

'মিসেস হোলিওক, যে সাহায্যের প্রত্যাশী তার কাজে নামাই উচিত না এসব অঞ্চলে।'

উষ্ণতা ডিউকের শরীর থেকে হিম হিম ভাবটা দূর করে দিতে শুরু করেছে, স্বচ্ছন্দ বোধ করছে এখন ও। ঘুমে চোখ মুদে এলেও কেবিনের সুবিন্যস্ততা, বাচ্চাদের মধুর ব্যবহার ও নিরাপত্তার নীরব অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারছে ও।

ওর জন্যে এক প্লেট বীফ ও বীন এনে দিয়েছে জুলি, আর কিছু বেকিং-পাউডার বিস্কুট; খেতে খেতে ও ঘুমিয়ে পড়ল প্রায়। ওর খাওয়া শেষ হলে, জুলি পরামর্শ দিল মেঝেতে ব্ল্যাঙ্কেট পেতে শুয়ে পড়তে।

কাজের জন্যে ডিউকের আশপাশে থাকতে হচ্ছে জুলিকে। ছিপছিপে, শক্তিশালী লোক এ, অপেক্ষাকৃত লম্বা হলেও হোলিওকের চেয়ে ওজনে বেশি নয়। কালো দাড়িতে ঢাকা মুখটা দেখলে বুকের মধ্যে কেমন জানি করে ওঠে!

এই লোকই ক্রিস হর্নকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু একে

দেখে মোটেই নির্দয় মনে হয় না।

রাতের শেষ প্রহরে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে এক মুহূর্ত নিথর শুয়ে রইল জুলি, কিসে ঘুম ভাঙাল ভাবছে। ওর ধারণা ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস বয়ে গেছে...উঠে বসে ডিউকের বিছানার দিকে চাইল।

ব্ল্যাঙ্কেটটা নেই, এবং ডিউকও।

শুয়ে পড়ল আবার ও, অদ্ভুত এক হারানোর ব্যথা বাজছে ওর বুকে, হাহাকার করে উঠল মনটা, ওহ্, নিঃসঙ্গতা...কিন্তু কেন এমন হবে, এ তো নিছক নির্বুদ্ধিতা। লোকটা কে হয় তার—অচেনা এক হিংস্র, একাকী পুরুষ বই তো নয়, এবং সম্ভবত এ লোকের সঙ্গে আর কখনও দেখাও হবে না ওর।

বারো

সকালে বেরিয়ে পড়ল হ্যারী ডিউক, রাতটা আরামদায়ক ঘরে কাটিয়ে এসেও ক্লান্তি বোধ করছে সে। ভোরের আগেই কেবিন ত্যাগ করেছে ও, কারণ ঘরের চাইতে স্যাডলে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে সে।

ভয়ানক ঠাণ্ডা। ঘোড়াটা পিঠ কুঁজো করে সাঁটিয়ে রেখেছে স্যাডলে, আড়াল খুঁজে নিচ্ছে সামান্য আশ্রয়টা থেকে, কিন্তু ডিউক জানে কি করতে হবে ওকে। স্যাডলে চাপার আগে পিস্তলটা বের করে সিলিন্ডারটা বার দুয়েক স্পিন করিয়েছে, পরখ করে নিয়েছে অ্যাকশন। অনেক সময় ঠাণ্ডায় জমে যায় তেল।

মুখটা বেঁধে নিল ও স্কার্ফ পেঁচিয়ে, ইয়ারল্যাপের নিচে কান গুঁজে ঢুকে পড়ল গাছের জটলার মধ্যে। বাতাসের ঝাঁটে পাহাড়ের পার্শ্বদেশ তুষারমুক্ত হলেও সর্বত্র গভীর, জমাট বরফ; সামনে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে ভালই বোঝে ডিউক। এহেন শীতের ভোরে কেউই বিছানা ছাড়তে চায় না, আর কর্মঠ কাউহ্যান্ডরা ছাড়েও যদি আউটলদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভারী তুষার মাড়িয়ে, বেসিনটাকে জরিপ করার মত জায়গায় পৌঁছতে পাক্কা দুটো ঘন্টা লাগল ডিউকের। একটা গর্ত মত চোখে পড়ল ওর, গোটা দুয়েক ডাল ছড়ানো সুবিশাল পাইন জায়গাটাকে তুষারমুক্ত রেখে, এখানে একটা শেল্টারের মতন তৈরি করেছে। স্যাডল থেকে নেমে, ঘোড়া ছেড়ে একটা বাঁকে এসে পৌঁছল ও, মাটিতে পেট ঠেকিয়ে পাথরস্তূপের আড়ালে শুয়ে পড়ল।

নিচের কেবিনটা পরীক্ষা করছে ও ফিল্ড গ্লাস ব্যবহার করে।

ক্যাটল রয়েছে ওখানে। এখান থেকে কোন্ ব্র্যান্ড চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু দক্ষ কাউম্যানকে পরিচিত ক্যাটল চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হয় না; ঠিক যেভাবে একজন রাজনীতিক জনতার ভিড়ে চিনে নেয় বিশেষ কোন একজনকে। এগুলো ডেভিড গিলমোরের ক্যাটল।

জমি পরখ করে নিল ডিউক। যদ্দূর চোখে পড়ে ডাগআউটটার আশপাশে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। স্টোভ পাইপ থেকে এক চিলতে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

ঠাণ্ডাটা বাড়ছে যেন। এবার টের পেল ডিউক বাতাস দিচ্ছে, উত্তুরে বাতাস। বাহ, চমৎকার। এই তুষার ও উত্তুরে বাতাস উপেক্ষা করে ক্যাটল সরানোর সাধ্য এদের হবে না।

কেবিনটার দিকে চাইল আবার ও। লোকগুলোর জন্যে তিল পরিমাণ সহানুভূতি অনুভব করছে না। ওরই ক্লাসের লোক তারা,

কিন্তু কাজ করবে না, করবে চুরি, অথচ ডিউক খেটে পয়সা উসুল করে খাওয়ার শিক্ষা পেয়েছে। না, কেউ শেখায়নি ওকে, নিজে থেকেই শিখে নিয়েছে। ওই ক্যাটলগুলো মালিকের র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ও, এটাই ওর একমাত্র কাজ আপাতত।

উঠে ঘোড়ার কাছে ফিরল ও। মিনিট খানেক ভেবেচিন্তে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'জাহান্নামে যা,' এবং দোল খেয়ে চেপে বসল স্যাডলে।

ঢাল বেয়ে কোনাকুনি নামছে সে, ডাগআউটের লোকজন যেন দেখতে না পায়। আশা করছে ডিউক, দেয়ালে কোন ফাঁক-ফোকর নেই, কিন্তু সবকটা লোক নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা এড়াতে অবস্থান করছে ওখানে।

ঠাণ্ডার ও কঠোর যাত্রার ফলে মেজাজ-মর্জি খিঁচড়ে আছে ওর। একটা সিডার থেকে কটা ডাল ভেঙে, চিমনির কাছ ঘেঁষে এল ও, একপাশে পড়েছে এটা। ডাগআউটটার পাশাপাশি হয়ে মৃদু কণ্ঠে কথা বলল ঘোড়াটার সঙ্গে এবং উঠে দাঁড়াল স্যাডলে।

জানোয়ারটা এসব শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত; ওর পিঠে দাঁড়িয়ে দুটো ডাল ঠুসে দিল ডিউক স্টোভপাইপে, তারপর শূন্যস্থান পূরণ করল অবশিষ্ট ডাল-পাতা দিয়ে।

এবার স্যাডলে বসে পড়ে, ডাগআউটের কোণে চলে এল, অপেক্ষা করছে।

সহসা খিস্তির বিস্ফোরণের পর দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা, এক লোককে আন্ডারশার্ট, প্যান্ট ও এক পাটি বুট পরা অবস্থায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, অন্য হাতে তার দ্বিতীয় পাটি ঝুলছে। সুড়সুড় করে তার পেছন পেছন বেরোল অন্য লোকগুলো, কাশির দমকে বেচারারা মন খুলে গালিগালাজ পর্যন্ত করতে পারছে না। ধোঁয়ার ঠেলায় উষ্ণ বিছানা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে

ওদের, রেগে ক্রাঁই ওরা, কিন্তু প্রত্যেকেই নিরস্ত্র। অস্ফুট খিস্তি-খেউড় ছাড়া এমুহূর্তে আর কোন সম্বল নেই তাদের। একজন মাত্র দু'পাটি বুট পরে রয়েছে।

'চোরেরা আমার!' হাঁক ছাড়ল বাঘা গলায় ডিউক। 'সালাম!' ওদের পায়ের কাছে মাটিতে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিয়ে কেবিনের দরজা ও ওদের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া দাবড়াল। এক লোক, ঘোড়াটার কাঁধের ধাক্কা খেয়ে, উড়ে গিয়ে পড়ল তুষারে।

'ব্যাক আপ!' আদেশ করল ডিউক। এক হাতে রাইফেল ধরা ওর, আর ঘোড়াটা পেছনে কোণঠাসা করছে লোকগুলোকে। একজন ছুট দিয়ে ডিউকের পাশে আসতে, রাইফেল-নলের ব্যাক-হ্যান্ড বাড়ি খেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখল। তুষারে আছাড় খেয়ে মাতা-পিতার স্মরণ নিচ্ছে সে। 'যাও, ওখানে গিয়ে বারগুলো নামিয়ে দাও!' ডিউকের বজ্রকণ্ঠ আদেশ।

'পেট খারাপ নাকি আমাদের!' বলে উঠল একজন।

'না নামালে আর কোনদিন পেট খারাপ হবে না!' উইনচেস্টার কক করল ডিউক। 'দেখো, বহুত ধকল গেছে আমার, মেজাজ ঠিক নেই। ভালয় ভালয় কথা না শুনলে নেকড়েদের জন্যে রেখে যাব সব কটাকে। যাও!'

মন্থর গতিতে এগোতে শুরু করল একজন, সঙ্গীদের দিকে চকিত একবার চাহনি হানতে তারা পেছনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গেটের দিকে রাইড করল ডিউক, ঠিক সে মুহূর্তে চোখের কোণে লক্ষ্য করল, এক লোক উইনচেস্টার তাক করছে ঝটকা মেরে। এতক্ষণ চালা-ঘরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা।

ডিউক, নিচু করে ধরা রাইফেলের ট্রিগার টিপল। ওর প্রথম গুলিটা লোকটাকে পুড়িয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দিল, আবারও ফায়ার করল

ডিউক। রাইফেল খসে পড়ে যেতে দেখল প্রতিপক্ষের হাত থেকে, পাঁই করে ঘুরে ফের গুলি করল ও, এবার দু'হাত ব্যবহার করেছে, এবং লোকটা ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল কেবিনের দরজায়। দোরগোড়ায় আড়াআড়িভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিল একটা পা, তারপর একদম নিস্পন্দ।

শান্ত স্বরে বলল ডিউক, 'বার নামিয়ে দিলে ভাল করবে তোমরা।'

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালিত হলো এ যাত্রা।

রাইফেল ইঙ্গিত করল ও একজনের উদ্দেশে। 'ওদের তাড়া দিয়ে পিছিয়ে এসো।'

ক্যাটল বেরিয়ে গেলে, লোকগুলোকে সারবন্দী হতে নির্দেশ দিল ডিউক, পোল করালের মুখোমুখি হয়ে টপ রেইলে হাত রাখতে বলল। এবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে করালের আহত লোকটার কাছে চলে এল ডিউক, তুলে নিল ওর অস্ত্রটা।

চালা-ঘরের ডোরপোস্ট থেকে ছিটকে, লোকটার কব্জি ও কনুইয়ের মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে বুলেট। ডান হাতটা বাতিল এখন ওর, প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'বেরোও!' পেছনে লাথি মেরে সঙ্গীদের কাছে পাঠাল ওকে ডিউক। ওর সিক্স-শূটারটা নিজের ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে স্যাডল স্ক্যাবার্ডে উইনচেস্টারটা ঢুকিয়ে দিল।

পিছিয়ে এল ও, শ্যাকের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার করে দিল সিক্স-শূটারের বাট দিয়ে ঠুকে ঠুকে। ধোঁয়া বেশিরভাগটুকু বেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে, কিন্তু চারধারে নজর বুলাল ও, ভেতরে কাউকে দেখতে না পেয়ে, অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে নিল ওদের।

প্রতিপক্ষের বুটগুলো তুষারে ছুঁড়ে দিল ডিউক। 'পরে ফেলো,' বলল। তারপর একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই, ভাঙা হাতকে

সাহায্য করো তুমি। ওটা বেঁধে দিতে পারো কিনা দেখো। এভাবে রক্ত পড়লে বাঁচে না কেউ।'

'কি করছ আমাদের নিয়ে?'

'ধীরে, বৎস ধীরে। তোমাদের না ঝুলিয়ে হয়তো স্রেফ গুলি করে মারতে পারি, কিংবা হয়তো মেজাজ ভাল থাকলে ছেড়েও দিতে পারি। কি করব এখনও ঠিক করিনি।'

দোরগোড়ায় পড়ে থাকা লোকটার দিকে এক ঝলক চাইল ও। ওকে আগে কখনও দেখেনি। আসলে এদের কাউকেই আগে সে দেখেনি। কিন্তু এদের তিনজন বক্স সিক্সের ঘোড়া রাইড করে।

কোথাও আর কোন অস্ত্র নেই নিশ্চিত হয়ে, কোটগুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল ডিউক। তারপর ভালমত কেবিনটা একবার জরিপ করে নিল, শত্রুপক্ষকে লাইন অভ ফায়ারে রেখে।

এক বস্তা ক্যানড ফুড, কয়েক স্ল্যাব বেকন ও এক ছালা ময়দা খুঁজে পাওয়া গেল। ওগুলো জড় করে বয়ে নিয়ে গেল ও বাইরে; তারপর ভেতরে ঢুকে ফায়ারপ্লেসের কয়লা লাথি মেরে ছড়িয়ে দিল ঘরময়, এবং বেরিয়ে এল ত্বরিত। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কেবিনে।

'করো কি, করো কি,' হাঁ হাঁ করে উঠল চোয়ালে কালসিটে পড়া একজন। 'পিন্ডার এজন্যে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেবে তোমাকে।'

'বিনা অনুমতিতে আরেকবার মুখ খুলেছ কি অন্য চোয়ালটাও কালো হয়ে যাবে।' মৃদু স্বরে বলল ডিউক।

আরেকজন দুর্বৃত্তকে উদ্দেশ্য করে বলল ডিউক, 'ঘোড়াগুলোকে স্যাডল আপ করো, জলদি।'

কাজটা হয়ে গেলে ওদেরকে ঘোড়া রাইড করে সটকে পড়তে বলল ও। 'শেরিফ প্লাজায় অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে,' মিথ্যে

করে বলল, 'কাজেই পুব ছাড়া গতি নেই।'

'পুব? ওদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিচ্ছু নেই!'

'কঠিন, না? কিন্তু আউটলদের তো এটাই জীবন। ওদিকে গোটা দুয়েক স্টেজ স্টেশন আছে, কিন্তু তোমাদের জায়গায় আমি হলে ওগুলোর একশো হাত দূরে থাকতাম। ওরা সবাই জানে তোমরা কোন্ ব্র্যান্ড রাইড করো।'

ওরা রওনা দিতে অস্ত্রগুলো একটা বস্তায় ভরল ডিউক, তারপর সাপ্লাই অন্য আরেকটা বস্তায় পুরে মৃত লোকটার ঘোড়ায় চাপাল ওদুটো।

এবার রওনা দিল ও নিজেও, ক্যাটল ড্রাইভ করে দক্ষিণে চলেছে।

হোলিওকদের কেবিনের পেছনে ছোট্ট পালটা ঢাল বেয়ে নেমে আসতে, জুলি, রিংগো ও বেথকে পেছনে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘটনা কি দেখার জন্যে। ওয়াটার হোলে ক্যাটল জড় হলে কেবিনের কাছে চলে এল ডিউক। ঘোড়া থেকে নেমে সাপ্লাইয়ের বস্তাটা নামাল ও।

'এখানে কিছু খাবার-দাবার আছে, মিসেস হোলিওক। ক্যানড ফুড আমার সাথে ভাগাভাগি করতে পারো, আর কফি। আমাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিলেই চলবে, প্লাজায় পৌছনো পর্যন্তই তো।'

'ধন্যবাদ, মি. ডিউক, কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা—'

'চেয়েছি আমি? ডাকাতদের ফেলে যাওয়া জিনিস এগুলো, মুফতে পাওয়া।'

বস্তা থেকে একটা সিক্স-শূটার বের করল ও। 'এটাও রাখো, দরকার হতে পারে।'

'ব্যাপার কি, মি. ডিউক?'

'বলার মত কিছু না। শয়তানগুলোকে পুবে খেদিয়ে দিয়েছি।'

জুলির দিকে চাইল ও। 'তোমার ওই সুপ আরও খানিকটা হবে নাকি, ম্যাম? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

খাওয়া সেরে, জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে রিংগোর উদ্দেশে মুখ ফেরাল ডিউক। 'বাছা, যদি বলি কিছু ডলার কামানোর সঙ্গে সঙ্গে মাগনা স্টেজ চড়তে পারবে তাহলে কেমন হয়?'

মার দিকে তাকাল চকিতে রিংগো। 'খুব ভাল হয়, স্যার। কিন্তু কি করতে হবে আমাকে?'

'প্লাজায় এই পালটাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আমাকে। ফেরার ভাড়া তো দেবই আরও তিন ডলার পাবে।'

'যাব, মা? যাই?'

'যেতে পারো। ওকে ঠিকমত দেখে রাখবে তো, মি. ডিউক?'

'ও-ই আমাকে দেখে রাখবে। দারুণ সাহসী ছেলে ও, মিসেস হোলিওক। খুব কাজের।'

প্লাজায় পৌঁছে, স্টকইয়ার্ডে ক্যাটল জড় করে একটা খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিল ওরা।

লিভ্যারী স্টেবলে হসলার তীক্ষ্ণ চোখে চাইল রিংগোর ঘোড়াটার গায়ে বক্স সিক্সের ছাপ দেখে। 'দেখো, আমি এসবের মধ্যে নিজেকে—' বলতে আরম্ভ করল ও।

'তোমার এখানে,' বাধা দিয়ে বলল ডিউক, 'ঘোড়াটা রেখে যাচ্ছি বক্স সিক্সের রাইডারদের জন্যে. যার ইচ্ছা এসে ওটা নিয়ে যেতে পারে। ওদের বলে দিয়ো আমি বাধা দেব না। দেখবে, কেউ আসবে না দাবি নিয়ে, আর আসে যদি বাই চান্স তবে সেলুনে গিয়ে ওই ভবঘুরেগুলোকে বলতে পারবে তুমি সত্যি সত্যি লিঙ্কনের ভূত দেখেছ।'

'ক্যাটল খোঁয়াড়ে দিলে দেখলাম।'

'ওগুলো ডিজি র‍্যাঞ্চের, আর আমি ডিজির রাইডার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওগুলো বেচে দিয়ে একটা রশিদ নিয়ে নেব। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এগুলোকে র‍্যাঞ্চে নিতে গেলে মারা পড়ব।'

সেলুনে গেল ডিউক ও রিংগো। অন্যান্য সেলুনের মত এটাও একটা ক্লাবহাউজ, ট্রেইলের তথ্য বিনিময় কেন্দ্র, নিলাম ঘর ও আরও অনেক কিছু। দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ডিউক, রূমের ওপাশে কেভিন কারেনকে বসে থাকতে দেখল। ভেতরে পা রেখে রিংগোকে বলল ও, 'এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে। সেলুন বাচ্চা ছেলেদের জায়গা নয়, কিন্তু কাজ আছে এখানে আমাদের।'

বারে বসে লেদার কোট পরা তাগড়া জোয়ান এক লোক ওদের লক্ষ করছে। চোখ তুলে চাইল কারেন, ডিউককে চেনা মাত্র কঠোর হলো মুখের চেহারা।

বারের লোকটার উদ্দেশে এগিয়ে গেল ডিউক। 'তুমি কি লুক শর্ট?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ডিজির রাইডার। খোঁয়াড়ে আমার সাতাশটা ভাল জাতের গরু আছে বেচার জন্যে। বিল অভ সেল দিয়ে রশিদ নিয়ে নেব।'

ইতস্তত করছে শর্ট। 'ক্যাটল লাগবে আমার। কিন্তু এই অসময়ে ক্যাটল বিক্রি—'

'এগুলো,' রুক্ষ স্বরে বলে উঠল ডিউক, চড়ে গেছে গলা। 'উদ্ধার করা চোরাই স্টক। আউটফিট পর্যন্ত ড্রাইভ করে নিয়ে যাওয়া কঠিন।'

কাঠ হয়ে বসে কেভিন কারেন, বীয়ারের গ্লাসে চেয়ে নির্নিমেষে। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে ওর, থমথম করছে মুখের

চেহারা। ওকে ইচ্ছে করে উপেক্ষা করল ডিউক।

'ঘটনাটা কি?' কারও প্রশ্ন।

শ্রাগ করল ডিউক। ওর শীপস্কিন কোটটার বোতাম খোলা, গানহ্যান্ড গরম, ঠিক যেমনটি থাকা প্রয়োজন। শুটিং হোক চায় না ও, কিন্তু হলে হবে, পরোয়া করে না। এই ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে বক্স সিক্সের খচ্চরগুলোর জন্যে বাড়তি পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছে ও, রাইড করেছে দীর্ঘ রাস্তা, অস্থি-মজ্জায় ওর ক্লান্তি জেঁকে বসেছে।

'মিসেস হোলিওকের কেবিনের উত্তরদিকে একটা শ্যাকে ট্রেইল করে গেছি। ক্যাটল উদ্ধার করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি শ্যাকটা, ক্যাটল নিয়ে এসেছি এখানে।'

'তুমি ওদের ট্রেইল করেছ? এই তুষারের মধ্যে?'

বক্তার দিকে চেয়ে শান্তস্বরে বলল ডিউক, 'ট্রেইল করেছি। শ্যাকটা চিনতাম, কাজেই ট্রেইল হারানোর পর ওদের কোথায় পাব বুঝতে কষ্ট হয়নি।'

কারও মুখে ক'মিনিট কথা নেই, তারপর লুক শর্ট বলল, 'চলো, তোমার ক্যাটল দেখে আসি।'

'কারা ওরা কোন ধারণা আছে?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'বক্স সিক্সের ঘোড়া রাইড করছিল,' বলল ডিউক।

পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কেভিন কারেন। দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ও, টেবিলে দু'হাত রেখে, নিচের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ। এবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

তেরো

বসন্তের শুরুতে বাদামী সমভূমির ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। চোখে আতঙ্ক নিয়ে স্টকটা দেখে জুলি, ঘোড়া ও ক্যাটল শুকিয়ে হাড্ডিসার। গত কটা মাস কঠিন সময় গেছে। শীঘ্রিই ঘাস না পেলে মারা পড়বে বাছুর কটা।

কিন্তু সবুজের লেশমাত্র নেই। এখন সূর্য কোথায় ভাজা ভাজা করে দেবে জমি, প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে তা না, কোনটারই দেখা নেই।

দু'মাস আগে ডিউক যে খাবার দিয়ে গেছিল তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সে সময় স্টেজ থেমেছিল একবার ভাঙা চাকা মেরামত করতে, এবং কপাল গুণে পর্যাপ্ত খাবার ছিল যাত্রীদের পরিবেশনের জন্যে। হাতে কিছু টাকা জমেছে তখন, কিন্তু ঘোড়াদের ওই কাহিল অবস্থায় প্লাজায় লম্বা ট্রিপ দিতে দ্বিধা করেছিল ও।

বাচ্চা দুটোও শুকিয়ে গেছে। রিংগো একজোড়া কাঠবেড়ালী শিকার করেছিল, কিন্তু মাংস বলতে কিছু ছিল না ওদের গায়ে, এবং তখন ওরা পড়েছিল গুরুতর সমস্যায়, ময়দা শেষ, ফুরিয়ে গেছে চিনি। বেকন গ্রিজের অবশিষ্টাংশ দিয়ে বাচ্চাদের জন্যে ফ্রায়েড ব্রেডের ক'টা টুকরো তৈরি করে দিয়েছিল ও।

বাছুরগুলোর একটাকে জবাই না করে উপায় নেই জানে জুলি,

কিন্তু আজ অবধি একাজ করেনি ও এবং বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই কাজটা করে কিভাবে সে ব্যাপারে। উপরন্তু, যত ছোটই হোক পাল থেকে একটা কমে যাক কস্মিনকালেও চায় না সে।

স্টেজ থামিয়ে গিলক্রিস্ট কিংবা হগকে দিয়ে শহর থেকে কিছু আনাবে পরিকল্পনা করেছে ও অন্তত দু'বার, কিন্তু প্রতিবারই মিস করেছে স্টেজ। আজ সাত সকালে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে জুলি, রাস্তার পাশে অপেক্ষা করবে ওটার জন্যে।

সযত্নে রক্ষিত টাকার বেশিরভাগটাই বেরিয়ে গেছে। রিংগোর জন্যে একটা কোট আর সবার জন্যে মিটনের খুব দরকার ছিল।

সুদূর দক্ষিণে স্যাডল আপ করে রাইড করছে ডিউক। পিন্ডারদের দেখা পায়নি সে, ওর ধারণা, সাময়িক ভাবে হলেও, ডাকাতগুলো এ অঞ্চল ত্যাগ করেছে। এরমধ্যে টাকসনের রাস্তায়, ফিনিক্স ও প্রেসকটের মধ্যবর্তী ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ট্রেইলে স্টেজ হোল্ডআপ হয়েছে; কলোরাডোর পর্বতমালার কাছাকাছি সংঘটিত স্টেজ হামলার রক্তাক্ত ফলাফলের খবর প্রায়ই শোনা গেছে।

বড় করে চক্র কাটছে এখন ডিউক, ঘাসের খোঁজ করছে। নেই। গলিত তুষার জমাট হয়ে যাওয়ায় ঘাসের দেখা পাচ্ছে না স্টক। কটা ওয়াটার হোল ওপেন করল ও, আবিষ্কার করল একটা ছাউনি দেয়া ক্যানিয়নে কিছু স্টক বেশ ভালই আছে, এবং তারপর ক্যানিয়নের ওপর দিকে এক ফালি সবুজের দেখা পেল যেটায় আগে কোনদিন প্রবেশ করেনি ও।

ঘুরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ডিউক, ঘাস আছে আশা করছে ওখানে। বড়জোর আধমাইলটাক গেছে হঠাৎ এক পাশে দেখতে পেল, নাল পরা ঘোড়ার খুরের ঘায়ে চূর্ণিত ধুলো উড়ছে। একদম ফ্রেশ···সম্ভবত আজ সকালেরই ঘটনা। বুলেটটা আঘাত

হানার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘোড়ার মুখ ফেরাল ও চরকির মতন।

পিঠে গুলির ধাক্কা অনুভব করে, পড়ে যাওয়ার সময় রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল। মাটিতে কাঁধ দিয়ে পড়েছে ও, সরে গেছে এক গড়ান দিয়ে। তীরবেগে ছুট দিয়েছে ঘোড়া, মুহূর্তে বুঝতে পারল ডিউক, আসছে ওরা।

ভাগ্যক্রমে ডান হাতে বহন করছিল রাইফেলটা ও, হরিণ বা অ্যান্টেলোপ পেলে গুলি করত।

খুরের ড্রাম পেটানোর শব্দ কানে আসছে, রাইফেলটা নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথরের একটা চাঙড়ের আড়াল নিল ও এবং হড়কে পড়ে গেল বারো ফিট নিচে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল পাথুরে একটা গহবরে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে ত্বরিত বেরিয়ে গেল ও এখান থেকে এবং একটা খাড়া শুকনো জলস্রোতে নেমে এল, এখানে ওপেনিঙ দেখতে পেয়ে ঢুকে গেল মাথা নিচু করে। পাথরের মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা এটা।

পেছন থেকে কার যেন চিৎকার কানে এল। 'ব্যাটা ঘায়েল হয়েছে, পিন্ডার, এবার ওকে বাগে পাওয়া গেছে!'

গুলি খেয়ে জীবনে এই প্রথম বার স্যাডলচ্যুত হলো ডিউক। ক্ষতস্থান নিশ্চয়ই রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় তখন অসাড় হয়ে গেছিল ও, অর্থাৎ শীঘ্রিই ব্যথা কাকে বলে টেরটি পেতে যাচ্ছে, এবং হয়তো আর বেশিদূর যাওয়া ওর কপালে নেই।

সামনে মোরগের ঝুঁটির আকৃতি নিয়েছে কাত হয়ে থাকা পাথরের একটা স্ল্যাব। এটার মুখের কাছে ধরা পড়ে যাবে ও, কিন্তু শত্রুপক্ষ এখনও কোণের দিকে, দৃষ্টিসীমার আড়ালে। পাথরমুখ মিশেছে গিয়ে কয়েকশো ফিট নেমে যাওয়া একটা খাড়া পাথুরে

ঢালে, ওখানে যাওয়া যেতে পারে। রাইফেল আঁকড়ে ধরে দৌড় দিল ও। পরমুহূর্তে, ওর জখমটা কাঁপতে শুরু করল দপ দপ করে।

কিন্তু অর্ধেকখানি পর্যন্ত পৌঁছতে, সহসা দু'স্ল্যাব পাথর এক জায়গায় পরস্পরাঙ্গী হয়েছে আবিষ্কার করল। ওপেনিঙটা ভি-আকৃতির, শক্ত, বাঁকা, কাঁটাঝোপে পরিপূর্ণ।

কোন বিকল্প নেই। শুনতে পাচ্ছে আসছে ওরা, একবার ওরা পাথুরে বাঁকটা ঘুরলেই নিখুঁত নিশানা পাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই গুলি। কাঁটাঝোপটার উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ও, দস্তুরমত যুঝছে ওটার পাশ কাটাতে।

কপালগুণে, ঝোপের ওপরে ঝাঁপিয়েছিল ও, তার ফলে কিলবিল করে ওপর দিয়ে পার হতে পারল, ভেতর দিয়ে ঢোকা অসম্ভব ছিল প্রায়। হাঁচড়েপাঁচড়ে, শরীর মুচড়ে এগোচ্ছে সে, আতঙ্ক ও যন্ত্রণার কর্কশ ধ্বনি বেরিয়ে আসছে শ্বাসের ফাঁকে। এবার লম্বা একটা ডাল চেপে ধরে, ওপাশের ফাঁকা জমিটায় ছুঁড়ে দিল দেহ, মাটিতে ধপাস করে পড়ে হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

ঘোর লাগা মানুষের মত পড়ে রইল ডিউক ক'মিনিট, চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে যেন ওর।

সবুজ ঘাসে মোড়া গর্তটার একটা পাশে কিছু গাছ-পালা, হঠাৎ পানি চুইয়ে পড়ার শব্দ কানে মধু ঢালল ওর।

অতিকষ্টে, গুড়ি মেরে ছোট্ট বেসিনটা পেরিয়ে পানির ধারাটার কাছে চলে এল ডিউক। পানি এখানে ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার।

আকণ্ঠ পান করে, ওখানেই শুয়ে পড়ল ডিউক, এবং জ্ঞান হারাল। চেতনা যখন ফিরল হিম হয়ে গেছে সারা শরীর ওর, সূর্য উধাও, চারপাশ প্রায়ান্ধকার।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও, পড়ে থেকে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার শব্দ ঠেকাতে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলল ও। কান পেতে রয়েছে, কিন্তু

কিছুই শুনতে পেল না। রাইফেলটাকে ক্রাচের মত করে ধরে উঠে দাঁড়াল টলমল পায়ে, পড়েই যাচ্ছিল প্রায় গাছ-গাছালির কিনারে।

ক'মিনিট পর খড়ি জড় করতে শুরু করল ও। আগুন জ্বালার সাহস করা কি ঠিক হবে? অগ্নিশিখা ধরা পড়বে ওদের চোখে তার সম্ভাবনা কম। আর ধোঁয়া, ইতোমধ্যেই রাত হয়ে গেছে, ওরা দেখতে পাবে না নিশ্চিত।

কাঁপা কাঁপা হাতে ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে নিল ডিউক, মেজাজটা খোশ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, আরামের পরশ অনুভব করতে আরম্ভ করেছে সে।

চারধারে যতদূর দৃষ্টি চলে নজর বুলাল ও। ফাঁকা। কোন রাইডারের পক্ষে এখানে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, এবং নিচ থেকে ওপর পানে চাইতে, পরস্পরাঙ্গী পাথরের ফাটলটা কারও নজরে পড়বে না নিঃসন্দেহ হলো ও।

প্রতিপক্ষের কাছে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেন ডিউক।

সকালে আসবে কি ওরা তার খোঁজে? খুব সম্ভব। কিন্তু এখান থেকে ওপেনিঙটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে, এবং যতক্ষণ গোলা-বারুদ আছে কারও সাধ্য নেই ভেতরে আসে।

সাবধানী আঙুল বুলিয়ে পিঠের ক্ষতটা খুঁজে পেল ও, একটা বুলেট, কিংবা বুলেটের একটা অংশ, হিপবোনের সামান্য ওপর দিয়ে মাংসে প্রবেশ করে পাঁজরের মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে, যাওয়ার আগে খুবলে নিয়েছে পুরু পেশী।

আঘাতটা যন্ত্রণাময় হলেও গুরুতর নয়। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও, এবং নড়াচড়া করলে ব্যথা লাগবে, কারণ পাশটা বিশ্রীভাবে জখম হয়েছে, হয়তো দু'চারটে পাঁজর ভেঙে গিয়েও থাকতে পারে, যদিও তেমন বোধ হচ্ছে না।

স্যাডলের ক্যান্টল থেকে সম্ভবত ছিটকে উঠেছিল বুলেটটা।

উলের তৈরি পুরু আন্ডারওয়্যার, শার্ট এবং ঠাণ্ডা বোধহয় সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিল রক্তক্ষরণ।

সঙ্গে কফি নেই, কিছুই নেই। গাছের বাকলে তৈরি একটা পাত্রে পানি গরম করল ও। পানিটুকু পান করতে উষ্ণতা পেল ও, এবার ডাল-পাতা ও পাইন কাঁটার মাঝে একটুখানি জায়গা ডিগ আউট করে, শীপস্কিন কোটটার ভেতর গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে কাঁপুনির চোটে ঘুম ভাঙল ওর। উঠে বসার চেষ্টা করতে দপ দপ করতে লাগল ব্যথার জায়গাটা, ফের শুয়ে পড়ল। ডিজি হেডকোয়ার্টার থেকে অনেক দূরে একাকী পড়ে রয়েছে ও, সঙ্গে ঘোড়া নেই, খাবার নেই, আছে শুধু ঠাণ্ডার ও যন্ত্রণার অনুভূতি। ক্যালেন্ডারের হিসেবে এখন বসন্তকাল, কিন্তু ঠাণ্ডার ভাবচক্কর দেখে কে বলবে সে কথা।

খানিক কসরতের পর আগুনটা আবার জ্বালতে পারল ডিউক। সৌভাগ্য বলতে হবে, এখানে শুকনো ডাল-পালার অভাব নেই। আশপাশ থেকে জ্বালানি কুড়িয়ে নিতে ওঠার প্রয়োজন পড়ল না। লকলক করে আগুন একবার জ্বলে উঠলে, জখমের পাশটাকে আরাম দিয়ে উঠে বসল ও।

এটুকু কাজ করতেই দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো ওর। ধীরে ধীরে উত্তাপ ছড়াতে লেগেছে অগ্নিকুণ্ড, মাঝে মধ্যে এক-আধটা খড়ি জোগান দিচ্ছে ডিউক।

শত্রুপক্ষ ফিরে এলে ওকে দেখে ফেলতে পারে, আবার নাও পারে। পাথুরে ঢালটার চুড়ো থেকে অদৃশ্য হয়েছে তুষার, জমি এখন কঠিন। জমাট মাটিতে সম্ভবত কোন ট্র্যাক ফেলে আসেনি ও। ঝোপের দু'একটা ভাঙা ডাল ওদের চোখে পড়তে পারে, তাও সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু ওকে কি ওদের খুঁজে পাওয়া একান্ত জরুরী?

ওরা জানে প্রতিপক্ষ আহত, আর ঠাণ্ডা এখনও বহাল তবিয়তে আছে, রক্তপাতে দুর্বল এক লোকের এমন বেজায়গায় টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তারা কি বোঝে না? ওকে এখানে বোতলবন্দী করে রাখলেই যথেষ্ট। ওর পিছু ধাওয়া করার কোন দরকার পড়ে না। আশপাশে পাহারা বসায় যদি বেরোবে কিভাবে ও এ জায়গা ছেড়ে?

মার্টিন পিন্ডারের আগমন ঘটেছিল কাছেপিঠে। আর অপর কণ্ঠটা নিক কুকের মত লেগেছিল ডিউকের কাছে...দু'জনেই কঠিন বান্দা।

আগুনের পাশে ঘণ্টা খানেক পড়ে থাকতে খিদে চেগিয়ে উঠল ওর। জীবনে প্রায়ই অভুক্ত থেকেছে সে, কিন্তু এ অবস্থার কথা আলাদা, এখন গায়ের বল পুনরুদ্ধার করতে হলে খাবারের বিকল্প নেই। অগত্যা পাতা চিবোতে লাগল ও।

ভয়ানক তেষ্টা পাচ্ছে ওর এবং একটু পরপরই পানির ধারাটার কাছে গিয়ে আকণ্ঠ জলপান করে আসছে। খরগোসের বর্জ্য ও ছোটখাট জানোয়ারের চলাফেরার দাগ নজরে এসেছে ওর বালির ওপর।

একটু পরে শুয়ে পড়ল আবার ডিউক, ভয়ঙ্কর ক্লান্তি লাগছে। অতিকষ্টে আগুনটা জ্যান্ত রাখতে পারল ও। কাঠ শুকনো, ফলে ধোঁয়া প্রায় দিচ্ছেই না বলতে গেলে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, সহসা জেগে গেল ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠতে। সন্ধে লেগে এসেছে, আগুন এখন ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। একটামাত্র ছোট্ট ডাল পুড়িয়ে চলেছে তখনও নিজেকে। ত্বরিত হাতে ওটাকে তেজী করার চেষ্টা করল ডিউক বাকলের ছিন্নাংশ ও ভাঙা ডাল-পালা জোগান দিয়ে। তারপর কাপড়-চোপড় পরে ঝর্নাটার তীরে সন্তর্পণে চলে এল। কাছে ব্রাশে ফাঁদ পাতল দুটো।

এখানে হাঁটু গেড়ে বসে, বাউয়ি নাইফটা দিয়ে ব্রাশ কাটতে শুরু করল। ওপাশ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খোঁড়ার ইচ্ছা। ক'মিনিট কাজ করে ও, তারপর থেমে বিশ্রাম নেয়, সর্বক্ষণ খাড়া রাখছে কান। একবার মনে হলো ওর নড়াচড়ার শব্দ শুনেছে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ উৎকর্ণ থেকেও আর কোন সাড়াশব্দ পেল না। খানিক পরে, ঝোপের গায়ে সামান্য একটা গর্ত করতে পেরে, তাঁবুতে ফিরে চলল ও, ওখানে আগুনে জ্বালানি ভরে শুয়ে পড়ল, শরীরটা যতখানি সম্ভব গুটিয়ে নিল শীপস্কিনের মধ্যে।

উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখছিল ও ঘুমের মধ্যে, ঘেমে নেয়ে ঠাণ্ডা লেগে উঠতে সজাগ হলো। পাশটা ব্যথা করছে, তাই শোয়ার ভঙ্গি পরিবর্তন করতে চাইল ও, কিন্তু ক্ষীণতম নড়াচড়াও কাহিল করে দেয়, তাই চুপচাপ পড়ে থেকে পাতার মর্মর ধ্বনি ও খুদে প্রাণীদের সূক্ষ্ম হাঁটাচলার আওয়াজ শুনতে লাগল। সকালে আবিষ্কার করল ডিউক ওর ফাঁদ দুটো শূন্য।

সল্ট বুশের কটা পাতা চিবোল আজ ডিউক, ঝর্নার পানি পেট পুরে খেয়ে ঘুমোল, জাগল। কিছু জুনিপার বেরি খুঁজে পেয়ে মুখে দিল, পাতল আরেকটা ফাঁদ।

রাতে ঘুম ভাঙতে অনুভব করল বিরক্তি চরমে উঠছে ওর। উঠে পড়ল ও, রাইফেলটা হাতে নিয়ে ওপেনিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। উৎকর্ণ ডিউক কিছুই শুনতে পেল না। কাঁটা ঝোপ ফালা ফালা করে কাটতে একজন মানুষ গলার মত ফাঁক হলো। বেরোতে গিয়ে থেমে গেল ও, ফিরে গেল ফাঁদের কাছে। অযথা কোন প্রাণীর জীবনহানি হোক ওখানে আটকা পড়ে চায় না সে।

ব্রাশের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব বল প্রয়োগ করে রাস্তা করে নিচ্ছে ও, বিরতি নিয়ে কান পাতছে, কিন্তু বৃষ্টিপাতের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

দুর্বলতা সত্ত্বেও এখানে পড়ে থাকার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিউক, দুর্বলতর হওয়া ছাড়া আর হবেটা কি এখানে থেকে? চিরুনিসম রিজটার পাশেপাশে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে ও, একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখান থেকে ধীরে সুস্থে, কষ্ট সয়ে হলেও নেমে আসতে পারবে।

ডান ধারে আগুনের দীপ্তির মত কি যেন চোখে পড়ল, ওটার উদ্দেশে এগোল ও। খাবার আর ঘোড়া চাই ওর—শত্রুদের কাছে যেহেতু দুটোই আছে আশঙ্কা করছে—এগুলো না থাকার অর্থ স্রেফ মরণ।

আগুনটার কাছাকাছি হতে, তারা দেখে বিচার করল ডিউক এখন মধ্যরাত। একটা যেনতেনভাবে খাড়া করা শেল্টারের নিচে গনগনে আগুন জ্বেলেছে কে যেন।

ঘোড়াগুলো কোথায় বাঁধা লক্ষ্য করল ও প্রথমে, নিজের ঘোড়াটাকেও দেখতে পেল ওগুলোর মাঝে। স্পষ্টতই ওটাকে প্রেইরীতে আরোহীবিহীন আবিষ্কার করে দড়ি পরিয়েছে ওরা।

তাঁবুটা ভাল মতন জরিপ করে নিল ও। তিনজন লোক ওখানে, দু'জন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে; তৃতীয়জন ঢুলছে আগুনের পাশে বসে।

বেড়ালের মত নাজুক অবস্থা হ্যারী ডিউকের, কিন্তু পাগলামি রয়েছে পুরোমাত্রায়ই। ভয়ঙ্কর রাগে হঠকারী হয়ে উঠেছে সে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। সোজা হেঁটে গিয়ে ঢুকল তাঁবুতে, ঢুলুনির হাতে লাথি মেরে ছিটকে দিল রাইফেল, তারপর একটা বুলেট মাটিতে সেঁধিয়ে দিল ঘুমন্ত লোক দু'জনের মাঝ বরাবর।

এদের একজন তরুণ হিউ গ্রান্ট, অপরজন স্বয়ং মার্টিন পিভার। লাথিখোর লোকটা হল ইভান্স।

ঘুমন্ত লোক দুটো তড়াক করে লাফিয়ে সিধে হতে রাইফেল তাক করল ডিউক। 'অই, পিভারের বাচ্চা পিভার,' গর্জে উঠল,

'গায়ে জোর পেলে পিটিয়ে তক্তা বানাতাম তোমাকে। যেমন আছ থাকো, একটু নড়েছ কি পেটে গুলি ভরে দেব।'

'অ্যাই,' ইভান্সের উদ্দেশে ধমকে উঠল ডিউক। 'শিগ্‌গির খাবার সাজাও প্লেটে।'

'তথাস্তু।'

'নড়বে না। ডান হাতটা বাড়িয়ে কাজটা সারো। নইলে তোমার হাতে অস্ত্র থাকুক আর না থাকুক এখন আর কেয়ার করব না।'

রাইফেল নিচু করল ও, হাতে সিক্স-গান্ এনে, বাঁ হাতে খাওয়া সারতে পা বাড়াল।

'কি, কোন ফন্দি-ফিকির করবে না?' শুধাল। 'আমি চাই করো, তাহলে তিনটেকেই এখানে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতে পারি।

'এই যে, পিন্ডার,' বলল ও গম্ভীর স্বরে। 'আমি একটু পরই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। তোমরাও মানে মানে সরে পড়বে এ কান্ট্রি ছেড়ে, কিন্তু যদি তোমরা টাসকোসা কিংবা ত্রিনিদাদের এপাশে থামার চেষ্টা করো, তাহলে বলব যতটা ভেবেছি তোমরা তার চাইতেও বদ্ধ উন্মাদ। আমাকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছ, কিন্তু কাল দুপুর নাগাদ আমি তোমাদের খোঁজে বেরোব, তখন কোন হুঁশিয়ারি দেব না—দেখামাত্র গুলি। তাড়া করে যাব যতক্ষণ না তোমাদের মারছি বা নিজে মরছি।'

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে পিন্ডার। 'উন্মাদ বললে তোমাকেই বলতে হয়! একেবারে বদ্ধ উন্মাদ!'

'তা হতে পারি···কিন্তু বহুত কষ্ট দিয়েছ তোমরা আমাকে, আর সহ্য করব না। তোমাদের পালানোর একটা সুযোগ দিচ্ছি আমি।'

খাওয়া শেষে প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডিউক, তারপর তিন

কাপ কফি পান করল। পিন্ডার একটু নড়ে উঠতে ওর কাঁধ উঁচিয়ে চলে গেল একটা বুলেট।

খিস্তি ঝাড়ল ডিউক। কাঁধে লাগানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো শারীরিক দুর্বলতার কারণে। 'এই,' হল ইভান্সের উদ্দেশে বলল, 'আমার ঘোড়াটাকে স্যাডল আপ করো। এবং কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

মেক্সিকানকে নজরে রাখতে আলগোছে নড়াচড়া করছে ডিউক, লোকটাকে স্যাডল আপ করে সযত্নে গার্থ আঁটো করতে দেখল।

ডিউক এবার পাশ ঘুরে এসে বাঁ হাতে তুলে নিল লাগাম। গানে ওর গ্রিপটা বড় দুর্বল ঠেকছে। পিন্ডার লক্ষ করছে ওকে।

'তোমার তো দেখছি দাঁড়িয়ে থাকারই মুরোদ নেই,' বলল আউটল।

'ড্র করো, টের পাবে।'

'দরকার নেই,' বলল বাস্তববাদী লোক পিন্ডার। 'জানি আমাকে খুন করার মত শক্তিটুকু এখনও আছে তোমার।'

ঘুরে দাঁড়াল ডিউক, পামলে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। টের পাচ্ছে হাঁটু ছেড়ে দিয়েছে শরীরের ভর, রেকাবে থাবা মারল ও, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল ওটা। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে নিথর শুয়ে রইল ও।

দীর্ঘ দু'মুহূর্ত কেউ এক ইঞ্চি নড়ল না। হল ইভান্স ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তারপর চকিতে চাইল পিন্ডারের উদ্দেশে। 'তুমি কোন্ শহরের কথা তখন বলছিলে যেন? মাইলসটাউন?'

'মন্টানার দিকে,' বলল পিন্ডার, 'আইডিয়াটা অনেক ভেবেচিন্তে তারপর স্থির করেছি আমি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পিন্ডার, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ডিউক নড়াচড়া করে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।

মন্ত্রমুগ্ধ অথচ আতঙ্কিত হিউ গ্রান্ট ভূপাতিত লোকটার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে, এবার ও পিন্ডারের উদ্দেশে তাকাল। 'ওকে মেরে ফেলবে?'

'মেরে ফেলব?' ঝট করে ঘুরে চাইল পিন্ডার। 'তুমি জানো না, ছেলে, কি বলছ। আমি আউটল হতে পারি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কখনও কোন মানুষকে খুন করিনি, আর কোন বাপের ব্যাটাকে তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এই লোক, আমার দোস্ত হল ইভান্সও স্বীকার করবে, সত্যিকারের পুরুষমানুষ।'

'তাহলে কি করব আমরা?'

'আমরা—আমি আর হল—আমরা আউটফিটে ফিরছি, কারেন আর নিককে তুলে নিয়ে মন্টানার দিকে পাড়ি জমাব। উত্তরে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'আমার কি হবে?' প্রতিবাদ করল গ্রান্ট।

'তুমি থাকো ওর সঙ্গে। ও রাইড করার মত সুস্থ হলে, ওকে পৌঁছে দিয়ো ডেভিড গিলমোরের ওখানে। এই লোক একাই একশো, এই কান্ট্রিতে ওর মত লোকের দরকার আছে। আর তুমি যতক্ষণ ওর সঙ্গে থাকবে, ওকে লক্ষ করবে। ওর অর্ধেক পুরুষমানুষও যদি হতে পারো, ফিরে এসো আমার কাছে, অবশ্য যদি তখনও আউটলর জীবনে আগ্রহ থাকে।'

ওরা চলে গেলে, হিউ গ্রান্ট আগুন উস্কে দিয়ে অচেতন লোকটাকে টেনেটুনে কাছে নিয়ে এল। তারপর, লোকটা জেগে উঠে কি করে বসে সেই উদ্বেগ নিয়ে, একটা গ্রাউন্ড শীটে সযত্নে শুইয়ে দিল অজ্ঞান দেহটা, ওকে ব্ল্যাঙ্কেটে মুড়ে দিয়ে বসে রইল ভোরের অপেক্ষায়।

কয়েকবারই মুখ ফিরিয়ে ঘুমন্ত লোকটার দিকে চাইল ও। নোংরা লোকটার গালে দাড়ির জঙ্গল, কাপড়-চোপড় ছেঁড়াখোঁড়া,

দেহ রক্তাক্ত, কিন্তু তারপরও কিছু একটা আছে এর মধ্যে, ঘুমোচ্ছে তবু এ লোকের জাত চিনতে ভুল হয় না।

ডিউক হঠাৎ নড়ে উঠল অস্থিরচিত্তে, ঘাসের বুকে বয়ে যাওয়া বাতাস সম্পর্কে বিড়বিড় করে কি সব যেন আওড়াচ্ছে সে।

'টাম্বলউইড...' অস্ফুটে বলছে ও, 'চাকার মত গড়াচ্ছে...চাকার মত...'

শব্দগুলো কোন অর্থবহন করল না গ্রান্টের কাছে, কিন্তু কবে কোথায়ই বা অসুস্থ মানুষ অর্থপূর্ণ প্রলাপ বকেছে?

চোদ্দ

ডিজিতে ফেরার দু'সপ্তাহ পর থেকে আবার রাইড করতে আরম্ভ করেছে ডিউক। দু'দিন পরই কাজে যোগ দিতে চেয়েছিল ও, কিন্তু ডেভিড গিলমোর সে কথা কানে তোলেনি।

'ক'দিন বিশ্রাম নাও,' বলেছে সে। 'যতটা ভাবছ ধকল তার চাইতে আসলে অনেক বেশি যায় এসবক্ষেত্রে।'

অগত্যা ডিউক লাগাম সারাই করে, করাল গেটের কব্জা জুড়ে, কিচেন গার্ডেনের চারধারে ফেন্স বসানোর জন্যে গর্ত খুঁড়ে এ ক'টা দিন ব্যস্ত রেখেছিল নিজেকে।

রক্তক্ষরণ ও অনাহার প্রচুর শক্তিক্ষয় করেছে ওর, কিন্তু এসব তো নিত্যদিনের ঘটনা। জীবনটাকে সহজ ভাবে যাপন করতে পারেনি সে কখনও, এখন আর সেই আশাও করে না।

বিল লরী তো আছেই, হিউ গ্রান্টকেও হায়ার করেছে ওরা। বেচারার বোন ভাইয়ের দেখা না পেয়ে চলে গেছে ক্যালিফোর্নিয়া।

এপ্রিল ফুরিয়েছে, বসন্তকালীন বৃষ্টিপাতে সবুজ রং ধরেছে ঘাসে, বুনো ফুলে ছেয়ে গেছে প্রেইরী। স্টকের গায়ে চর্বি জমে আলসে করে দিয়েছে ওগুলোকে, বিশাল বড় জায়গা নিয়ে রাইড করছে ইদানীং ডিউক, একবার তো বক্স সিক্সেও থেমেছিল, কিন্তু বাড়িগুলো জনশূন্য স্পন্দনহীন আবিষ্কার করেছে। বসন্তের বাতাসের পর করালে স্তূপ জমেছে টাম্বলউইডের লক্ষ করেছে ও।

ডান ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে, হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে ডিউক টাম্বলউইডে দৃষ্টি দিতে। ওই তো, ধূসর-সাদা কি যেন একটা উঁকি দিচ্ছে টাম্বলউইডের নিচ থেকে। টাম্বলউইডগুলো টেনে সরাল ও চিরকুটটা হাতে পেতে।

পুরানো একটা চিঠি, শীতের শেষভাগে লেখা নিশ্চয়ই। পড়া দুষ্কর, ঝাপসা হয়ে এসেছে লেখা।

> কী ভীষণ ঠাণ্ডা এখন, প্রায়ই একা থাকতে হচ্ছে আমাকে। কবে আসবে সে!

অন্তর দিয়ে নিঃসঙ্গ মানুষটার দুঃখ অনুভব করে ডিউক। একাকীত্বের জ্বালা কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জানে ও। নিঃসঙ্গ কাটে ওর অধিকাংশ সময়, অন্যান্য নিঃসঙ্গ রাইডারদের মত সে-ও কথা বলার সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছে নিজের ঘোড়াটাকে।

বক্স সিক্সের চারপাশ সাবধানে জরিপ করে নিল ও। লোক থাকছে না এখানে বেশ কিছুদিন বোঝা যায়। গ্রান্টের মুখে সবই জেনেছে ও। মার্টিন পিন্ডারের মহত্ত্ব বিস্মিত করেছে ওকে, আউটল হলেও মনুষ্যত্ববোধ এখনও তাহলে আছে লোকটার।

রাইড করে র‍্যাঞ্চে ফেরার সময় বার বার পেছন ফিরে চাইল ডিউক। বক্স সিক্স চমৎকার একটা লেআউট, কারও মালিকানাধীন

নয়। পিন্ডার তার দলবল নিয়ে এতদিন জবরদখল করে রেখেছিল পোড়ো র‍্যাঞ্চহাউজটা।

পাহাড়ী, পাথুরে দেয়ালের একটা কোণে র‍্যাঞ্চটার অবস্থান, পেছনে-পাশে গাছ-গাছালির ছড়াছড়ি। বাড়িটা মজবুত এবং পানির সরবরাহও অফুরন্ত। সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য সামনের বিস্তীর্ণ রেঞ্জে। মোটের ওপর একজন সৎলোক স্বচ্ছন্দে এখানে সেটল করতে পারবে। র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে বারকয়েক পড়ল ডিউক। নিঃসঙ্গ মেয়েটির জন্যে বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর।

বাঙ্কহাউজে ব্ল্যাঙ্কেট রোল ও গিয়ার প্যাক করে হাউজে গেল ডিউক, কফি চাইল কুকের কাছে। ডেভিড গিলমোর এসময় হাজির হলো ওখানে, দখল করে বসল একটা চেয়ার।

'রেঞ্জের অবস্থা কেমন দেখলে?'

'ভাল। তুষার উধাও হতে লেগেছে। ঘোড়দৌড়ের কোন কারণ ঘটেনি। তোমার সামনে দারুণ একটা বছর পড়ে আছে বলা যায়।' কফিতে চুমুক দিল ও। 'মি. গিলমোর, এবার আমি বিদায় নিতে চাই।' চমকে উঠল ডেভিড।

'দেখো, ডিউক, তুমি এভাবে ইচ্ছেমত চলে যেতে পারো না, তোমাকে আমার প্রয়োজন। ফোরম্যান হিসেবে নিয়োগ করার কথা ভাবছিলাম তোমাকে। আমার আর আগের মত ক্ষমতা নেই, আর বোধহয় ধরতেও পেরেছে হার্টের অসুখে ভুগছি আমি। যদি মাসে একশো করে দিই?'

'না।'

'দেখো, এরচেয়ে বেশি কোথাও পাবে না। মাসে তিরিশ করে পাচ্ছ তাতেই জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ, কিন্তু তোমার আরও বেশি

প্রাপ্য। আমার প্ল্যানটা তোমাকে বলি শোনো। মাসে একশো করে দেব সে সঙ্গে দশ পার্সেন্ট শেয়ার।'

'আমি উত্তরে যেতে চাই, ওখানে কাজ আছে।'

মৃদু তর্কাতর্কি করতে লাগল ডেভিড, কিন্তু ডিউক তার কাপে চুমুক দিয়ে গেল শুধু। কুক ওর সামনে একটা পাই রাখতে সেটাও গলাধঃকরণ করল।

রিচার্ডস অংশগ্রহণ করল এবার আলোচনায়।

'কিন্তু ওই পিন্ডার যদি তার দলবল নিয়ে আবার হামলা চালায়, তখন?'

'ওরা নাড়া খেয়েছে। যে কেউ, বিশেষ করে আউটলরা ঠাঁইনাড়া হলে সাধারণত আর ফিরে আসে না।'

'তাছাড়া ও এসব কথা ভাবতে যাবেই বা কেন?' অভিমান ভরে বলে উঠল ডেভিড।

'আমি তো ফিরেই আসব,' অভয় দিল ডিউক। 'শুনে খুশি হবে বক্স সিক্স দখল করার জন্যেই ফিরব। আমাকে প্রতিবেশী হিসেবে তো পাচ্ছই।'

'কোন মেয়ে-টেয়ে জুটিয়েছ নাকি? বিয়ে করছ?' উৎসাহী ডেভিড হেসে প্রশ্ন করল।

'এখনও বলতে পারি না। আসলে আমি বন্ধনে জড়ানোর লোক কিনা নিজেও জানি না।'

এ ব্যাপারটা সত্যিই বোঝে না ডিউক। যখনই কোন মেয়েলী সময় এসেছে, পিছিয়ে, গুটিয়ে গেছে সে; এ ছাড়াও যখন দূরবর্তী কোন রেঞ্জে রাইড করেছে সেখানে কোন স্কার্টের বা গাউনের দেখা পায়নি। ওর চেয়ে কোন অংশেই যোগ্য নয় এমন সব লোকেরাও সুন্দরী মেয়েদের জুটিয়ে নিয়েছে, কারও কারও অবশ্য কপালও পুড়েছে।

ডিউক তারুণ্যে ঝলমল করছে না, এবং এখন তার মেয়েদের নিয়ে কল্পনার প্রাসাদ তৈরির সময়ও নয়, কিন্তু তারপরও, সুযোগ হলে নয় কেন?

যে কারও স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, এবং ডিউকের ধারণা চিঠি লিখিয়ে একাকী মেয়েটিও অবিরাম স্বপ্ন দেখে চলেছে, চিঠিগুলোই তার প্রমাণ। কাজেই উত্তরে রাইড করে যাবে ও, রাস্তায় ক্যাম্প করবে কোনখানে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে গোটা এলাকা। নির্জন কোন কেবিনে মেয়েটির দেখা পাবে ও, মন বলছে। মেয়েটিকে চিনে নিতে পারবে সে দুনিয়ার যে কেন প্রান্তে।

কি পরিবেশে থাকে মেয়েটি প্রায়ই ভাবে ডিউক, কিন্তু কল্পনা করে নিয়েছে কোন র‍্যাঞ্চারের মেয়ে হবে সে, কিংবা কোন ডার্ট ফার্মারের, নয়তো কোন মেষপালকের।

কফি শেষ করে, না গুনেই ডেভিড গিলমোরের দেয়া টাকাটা পকেটস্থ করল ও, বেরিয়ে এল বাইরে। দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল ওকে ডেভিড।

'বাদ দাও, ডিউক,' বলল সে। 'কেন অযথা উত্তরে যাবে? এখানেই মনের মত করে র‍্যাঞ্চটা গড়ে নাও না কেন। এর একটা অংশ তো তোমারই হবে।'

'আবার কোন বসন্তে ফিরে আসব বুনো হাঁস তাড়া করে,' বলল ডিউক, দোল খেয়ে চড়ে বসল স্যাডলে। রিচার্ডস ও লরীর উদ্দেশে হাত নাড়ল ও, বাঙ্কহাউজে ওরা এখন দু'জনই আছে, চলে গেছে ব্রায়ান ম্যাকমিলান। রওনা হয়ে গেল ডিউক।

কাছের চেয়ে তৃণভূমি দূর থেকে অনেক বেশি সবুজ দেখাচ্ছে। ধারণা হলো ওর সবসময় এমনই দেখায়।

পনেরো

আবেগের বশে একটা বোকামি করে বসেছে ডিউক। কোন্ না কোন্ মেয়ে চিঠি লিখছে আর সে কিনা বেরিয়ে পড়েছে তার খোঁজে। এ তো খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার সামিল, আরও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হলো মেয়েটি হাপিত্যেশ করছে এক যুবকের জন্যে, যে লোক কিনা হ্যারী ডিউকের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

নিজের তুল্যমূল্য বিচার করল ও। কঠোর এক লোক ও; কাটিয়েওছে কঠিন এক জীবন, এবং দেখতে শুনতেও আহামরি কিছু নয়। ভেতরে-বাইরে অনেক ক্ষতচিহ্ন বহন করছে ও, এখন ওর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হচ্ছে অনেক বছরের কঠোর পরিশ্রম এবং কোন-একদিন-খুঁজে পাবে-মেয়েটিকে—কৈশোরে দেখা সেই স্বপ্ন।

এক হপ্তা কেটে গেছে। যাত্রাপথে প্রতিটি প্রাচীন টাম্বলউইড পরীক্ষা করেছে ডিউক, কিন্তু কোন মেসেজ পায়নি। যে কোনখানে ভাল জায়গা পেলে রাতের বিছানা পেতেছে ও।

বিনা চিরকুটে এক সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর, সমতল ছেড়ে প্লাজার উদ্দেশে রাইড করল ডিউক। ওখানে, কালিনানের সেলুনে, দেখা হয়ে গেল রয় গিলক্রিস্টের সঙ্গে।

'আমি ড্রিঙ্ক কিনছি,' প্রস্তাব করল রয়।

'আমার জন্যে বীয়ার,' বলল ডিউক।

'পিভারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল,' কথা পাড়ল রয়।

'তাই নাকি? কোথায়?'

'ওরা মন্টানার দিকে যাচ্ছিল তখন। বলল, তুমি আশপাশে থাকতে কোন ভদ্র আউটলর নাকি সাধ্য নেই দু'পয়সা আয় করবে।'

'কঠিন লোক ও।'

চকিতে চাইল ওর দিকে রয়। 'তোমার স্যাডলের পেছনে ব্ল্যাঙ্কেট রোল দেখলাম মনে হলো। আবার ভেসে পড়েছ?'

'টাম্বলউইড জ্বরে পেয়েছে আমাকে।'

'তোমাকেও?'

'আমাকেও মানে?'

'মনে হয় দেশের অন্তত অর্ধেক কাউহ্যান্ড টাম্বলউইডের পিছে লেগে পড়েছে। কে একজন একটা চিঠি খুঁজে পেয়েছিল, সেই থেকে শুরু।'

একটা ক্রোধ বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠছে টের পাচ্ছে ডিউক। 'চিঠি? কিসের চিঠি?'

'উত্তরের এক মেয়ে—খুব সম্ভব। চিঠি-ফিঠি, কবিতা লিখে সেঁটে দিচ্ছে টাম্বলউইডে। মানুষ দীর্ঘদিন একা থাকলে যা করে আরকি।'

'ও একা জানো কিভাবে?'

'চিঠির ভাষা শুনলে বোঝা যায়। পুবের কাউহ্যান্ডরা তো বাজি ধরতে শুরু করেছে মেয়েটা মোটা-বেঁটে নাকি লিকলিকে-লম্বা, স্বর্ণকেশী নাকি পিঙ্গলকেশী।'

'ওর স্বামীটা হয়তো ইয়া পালোয়ান,' শুকনো কণ্ঠে বলল ডিউক। 'কাজেই ওদের সাবধান হওয়া দরকার।'

'কে জানে কেমন। কিন্তু সবাই খুব উৎসাহিত। মেয়েটা এভাবে চিঠি লিখতে থাকলে আউটফিটগুলো অদূর ভবিষ্যতে আর কাজের লোক পাবে না।'

বীয়ারের গ্লাসটা দিয়ে টেবিলে গোল গোল দাগ আঁকছে ডিউক। খিঁচড়ে গেছে মেজাজটা। মানুষের কি একান্ত বলে কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না? কিন্তু ওরও তো আন্দাজ করা উচিত ছিল অন্যরাও এসব লেখা খুঁজে পাচ্ছে।

'উত্তরের কতদূরে চিঠিগুলো পেয়েছে ওরা?' শুধাল ও।

'জানি না। মনে হয় পুরো কান্ট্রি জুড়েই। আমি শুধু স্টেজলাইন বরাবর কথা বলেছি ওদের সাথে।'

'টাম্বলউইড বহু দূর পর্যন্ত যায়। হয়তো এতদিনে সেই মেয়ে দু'বাচ্চার মা। নোটগুলো কতদিনের পুরানো কে বলতে পারে?'

গ্লাস ভরে দেয়ার ইশারা করল ডিউক। 'দু'বাচ্চার মার কথা যখন উঠলই,' বলল ও, 'আচ্ছা, মিসেস হোলিওক কেমন আছে?'

'খুব কঠিন সময় কেটেছে শীতে ওদের। তিন-চার সপ্তাহ আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। স্টেজ গেলে হাত নাড়ে ওরা...থামা হয়নি।'

'ওর স্বামীটার কি খবর?'

শ্রাগ করল রয়। 'সঙ্গে টাকা ছিল তার। চারশো ডলার। জানোই তো রাস্তা-ঘাটের কি অবস্থা। তাছাড়া দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে হাজারো রকমের। কত লোক হারিয়ে গেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে—

'ক'বছর আগে,' বলে চলল ও, 'পরিত্যক্ত একটা স্টেজ খুঁজে পেলাম আমরা সমতলে। ঘোড়াগুলো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘাস চিবোচ্ছে। ড্রাইভার আর দু'জন যাত্রী যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ঘটনা কি কোন ধারণাই করতে পারলাম না। হয়তো কোন কিছু দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে জানোয়ারগুলো, হয়তো লোকগুলো কিছু একটা দেখতে বেরিয়েছিল, কিংবা খাড়া কোন গ্রেডে হেঁটে গিয়ে উঠেছিল, কেন পালাল ঘোড়াগুলো তার কোন

ব্যাখ্যা নেই...যে কোন কিছুই ঘটে থাকতে পারে। ঘোড়া আর পানি ছাড়া এসব অঞ্চলে লোকে ক'দিন বাঁচে তোমাকে আর নতুন করে কি বলব, জানোই তো।'

সকালে পুবদিকে শ্লথ গতিতে যাত্রা করল ডিউক, রাস্তায় টাম্বলউইড পরখ করতে করতে চলেছে। প্রাচীন টাম্বলউইড এগুলো। পড়ে রয়েছে সম্ভবত গত বছর থেকে, একটা যাওবা কাগজ পেল তুষারের ও বৃষ্টির ফলে লেখা ধুয়েমুছে গেছে।

চারদিন পর উত্তরে ধোঁয়ার সূক্ষ্ম একটা রেখা উঠতে দেখে বুঝল ডিউক ওটা হোলিওকদের কেবিন। ঘোড়ার গতিপথ সেদিকে ফেরাল ও।

পঞ্চাশ গজও যায়নি, অন্তত এক ডজন রাইডারের ট্রেইল চোখে পড়ল ওর, পুবে যাচ্ছে। হেলে পড়া ঘাস মাত্র স্বস্থানে ফিরছে; গত এক ঘণ্টার মধ্যেই গেছে ওরা তারমানে। ট্রেইল ছেড়ে নিচু জমি ধরে—সমতলে যতখানি নিচু পাওয়া যায় আরকি—এগোচ্ছে ও। ঘাসের কারণে স্পষ্ট কোন ছাপ পেল না, কিন্তু মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলোর পায়ে নাল ছিল না।

'বাবু সোনা,' ঘোড়াটাকে আদুরে কণ্ঠে বলল ও। তৈরি হয়ে যাও। কপালে মনে হয় দুর্ভোগ আছে।'

দ্রুত ছোটাচ্ছে এখন সে ঘোড়াটাকে, রেকাবে দাঁড়িয়ে এলাকার শ্রেয়তর ছবি পাওয়ার চেষ্টা করছে। হোলিওকদের কেবিনটা এসে গেছে, সব শান্ত স্বাভাবিক ওখানে। রিংগো উঠনে কাঠ কাটছে; কুড়াল তুলে চালাতে দেখল ওকে ডিউক...এবং পরমুহূর্তে শব্দটা কানে এল।

জানোয়ারটাকে ঊর্ধ্বগতিতে ছুটিয়ে, উঠনে বাঁক নিয়ে ঢুকে, রাশ টেনে ধরল। 'রিংগো, তোমার মা কোথায়?'

'আরে, মি. ডিউক তুমি! ওরা ড্র-তে গেছে ডাল-পাতা

কুড়োতে। কেন, কি হয়েছে?'

'শিগ্‌গির কেবিনে গিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও। ইন্ডিয়ানরা এসে গেছে চারপাশে। আমি মেয়েদের নিয়ে আসছি!'

স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টারটা টেনে নিল ও, দেখল ছেলেটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে কেবিনের উদ্দেশে, এবার ড্র-র দিকে ঘোড়া ছোটাল দ্রুতগতিতে।

জুলি আর বেথ ফিরছিল, ওদের পাশে লাগাম টেনে ধরল ডিউক। 'জলদি! রেকাবে পা তোলো, দু'জন দু'দিকে! জলদি করো!'

'কি ব্যাপার?' জুলি জিজ্ঞেস করল।

'অ্যাপাচি,' সংক্ষিপ্ত জবাব ডিউকের, এবং ওদেরকে নিয়ে ড্র-র পেছন দিক দিয়ে কেবিনে এসে পৌঁছল। 'শিগ্‌গির ভেতরে ঢোকো।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গেটের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল ডিউক, দোল খেয়ে নেমে, এক ধাক্কায় গেট খুলে, ডানটাকে শেডে ঢুকিয়ে দিল। কেবিনের উদ্দেশে যখন শশব্যস্তে এগোচ্ছে শুনতে পেল আসছে ইন্ডিয়ানরা। কেবিনে পৌঁছানো এখন আর সম্ভব না, যদিও লূপ হোল দিয়ে দুটো নল উঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে, অ্যাপাচিরাও দেখতে পাবে ওগুলো জানে ডিউক।

পুবে মোড় নিয়ে হাঁটিয়ে আনছে ওরা ঘোড়াগুলোকে কেবিনের দিকে। এগারোজন, গুনল ডিউক। সব কজনই ব্রেভ। দরজার কাছে থেমে দাঁড়িয়েছিল ও, অবশ্য লূপ হোলের লাইন অভ ফায়ার এড়িয়ে।

একজন যোদ্ধার নাম জানে ও, এছাড়াও নিদেনপক্ষে তিনজনকে চেহারায় চেনে। উইগওয়্যাম, উইগ নামেই পরিচিত, একজন মহান যোদ্ধা, কুশলী লোক।

'এই, উইগ,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ডিউক, 'তোমরা এত উত্তরে কি করছ?'

'এই পাহাড়সারি'— উইগ হাত ঝটকাল মগোলোনসের উদ্দেশে— 'অ্যাপাচি মেডিসিন গ্রাউন্ড ছিল। আমাদের জায়গা।'

'এখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে,' বৈঠকী ভঙ্গিতে বলল ডিউক। 'আমি তো শুনেছি তোমরা নাকি মেক্সিকোয়, সিয়েরা মাদ্রেসে চলে গেছ।'

'আমি থাকি ওখানে,' ইন্ডিয়ান গম্ভীর সুরে বলল। 'অনেক সাদা সৈন্য এসেছিল।'

'উইগ সৈন্যদের কখনও ভয় পেত না,' বলল ডিউক। 'উইগ আর তার যোদ্ধাদের তাড়িয়ে দেবে এমন বাপের ব্যাটা এখনও জন্মায়নি। উইগওয়্যাম স্বেচ্ছায় চলে গেছে। নির্জন পাহাড়ে সে চলে গেছে যেখানে অফুরন্ত পানি আর সবুজ গাছ-গাছালির সমাহার। সেখানেই ও খুশি আছে।'

অভিব্যক্তি পাল্টায়নি উইগওয়্যামের। অহঙ্কারী লোক সে, জানা আছে ডিউকের। 'তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল অ্যাপাচি। 'উইগওয়্যামকে কেউ তাড়াতে পারত না, কিন্তু এটাও আমার দেশ।'

'সে ছিল একসময়,' স্বীকার করল ডিউক, তারপর নিরীহ মুখ করে ধূর্ততা খাটাল। 'এটা একসময় মিমব্রেস ল্যান্ড ছিল।'

'আমরা ওদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম,' গর্বিত কণ্ঠে বলল উইগ।

'তারপর তোমরা চলে গেছ, সাদারা এসেছে। তারা এখনও আসছে। সেন্ট অগাস্টিনের সমভূমির ঘাস আর সাদামানুষের সংখ্যা এখন একই সমান। একজন মরলে পাঁচজন দাঁড়িয়ে যায় তার জায়গায়।

'কম মরলেই ভাল,' আরও বলল ডিউক, 'দেশটা যেমন আছে তেমনই থাকুক, বেশি লোক হলেই অশান্তি।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ইন্ডিয়ান। 'তুমি এখানকার গৃহস্বামী? কেবিনে এক মহিলা আর দুটো বাচ্চা থাকে জানি।'

'ওরা আমার বন্ধু। আমি ওদের দেখাশোনা করি। ওদের শত্রু আমার শত্রু, ওদের বন্ধু আমার বন্ধু। তুমি শান্তি চাও দেখে ভাল লাগছে, কারণ আমি বিশ্বাস করতে চাই উইগওয়্যাম ওদের বন্ধু, ফলে আমারও বন্ধু।'

ওকে নিরীখ করছে উইগওয়্যাম, তার চোখের তারায় হালকা হাসির আভাস, কারণ ইতোপূর্বে ওরা দু'জন পরস্পরের পাশ কাটালেও কথা বলেছে কদাচিৎ, যদিও একে অন্যের সামর্থ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিল।

'তুমি শান্তি চাও মনে হচ্ছে,' বলল ইন্ডিয়ান। 'ভয়ে?'

'মজার কথা বলেছ,' জনৈক অ্যাপাচিকে বলা এক আর্মি অফিসারের কথার পুনরাবৃত্তি করল ডিউক। 'আমার ভয় করার দরকার পড়ে না। আমার কোন শত্রু নেই।'

'শত্রু নেই?'

'ছিল, কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন পাহাড়ে কবর দিয়ে এসেছি। উইগওয়্যাম আমার বন্ধু, সে মহান যোদ্ধা। তাকে কখনোই শত্রু মনে করি না আমি।'

পনির মুখ ঘোরাল ইন্ডিয়ান। 'চলি আমরা।'

'দাঁড়াও!' একটা হাত ওঠাল ডিউক। 'আমার বন্ধু উইগওয়্যাম বহু দূরের রাস্তায় যাবে। তাকে আমি তামাক ছাড়া যেতে দিতে পারি না।'

স্যাডল ব্যাগে বাঁ হাত ভরে কয়েক পুঁটুলি বুল ডারহাম তুলে আনল ডিউক। একটা উইগওয়্যামকে ও অন্যগুলো অন্যান্য

যোদ্ধাদের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল। 'ভাগ করে নিয়ো,' বলল ও। 'আর যখন খাবে তোমাদের বন্ধু ডিউককে মনে কোরো।'

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। ওটা খুলে যেতে ঢুকল ভেতরে, বাঁ হাত বাড়াল বাঁ কাঁধ থেকে স্যাডলব্যাগ নামাতে। তারপর একটা লূপ হোলে গিয়ে চোখ রাখল। চলে যাচ্ছে অ্যাপাচিরা।

'ওরা আমাদের ওপর হামলা করতে এসেছিল,' বলল জুলি।

'খুব সম্ভব।'

'ওকে কি বলেছ তুমি?'

শ্রাগ করল ডিউক। 'এদের ভাল মতন চিনি আমি। লড়েছি যেমন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তেমনি মাংস ভাগাভাগি থেকে নিয়ে ঘোড়া বদলাবদলি সবই করেছি। এরা যুক্তিবান লোক, সাহসীর দাম দেয়। এদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে অনেক সময় শুধুমাত্র ঘৃণার কারণেই খতম করে দেয়। কিন্তু সাহসকে এরা শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা করে ন্যায্য তর্কাতর্কি।'

'ও চেনে তোমাকে।'

'বরঞ্চ বলো চেনে স্বীকার করেছে। আমি কিছুই না, মিসেস হোলিওক, কিন্তু বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে শিখিনি। আমরা দু'জনে সেজন্যে দু'জনকে সমীহ করি।'

'সাপার খেয়ে যাবে কিন্তু। রান্নার জন্যে ডাল কুড়োতে গেছিলাম আমরা।'

'খাব যদি আমার কাছ থেকে কিছু জিনিস নিতে রাজি থাকো। প্লাজা থেকে আসছি আমি, খানিকটা বেকন, কিছু রেইজিন, খোর্মা আর কফি আছে সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ, মি. ডিউক। নেব আমি। আমাদের কফি কাল ফুরিয়ে গেছে।'

'বেকনের ফ্রাই করলে দারুণ জমবে,' সুপারিশ করল ডিউক।

'আমি দেখি ঘোড়াটার কি অবস্থা।'

জুলি শুধু কফির অভাবের কথা বললে কি হবে, ডিউক ঠিকই অনুমান করতে পেরেছে আরও অনেক কিছুরই ঘাটতি রয়েছে ওদের। কেমন হাড্ডিসার হয়ে গেছে এরা··· দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া জোটে কিনা সন্দেহ হলো ওর। জুলি হোলিওক পুরুষমানুষ ছাড়া বাচ্চাদের নিয়ে টিকে আছে কি করে ভেবে কূল-কিনারা পায় না ডিউক।

ঘোড়াটাকে দলাইমলাই করে, করালের কোণে কিছু খড় জমিয়ে, স্যাড়লটা বয়ে আনল শেডের নিচে। রাইফেল, দড়ি ও ব্ল্যাঙ্কেট রোল নিয়ে কেবিনে এসে ঢুকল।

চারধারে তাকালেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষের উপযোগী প্রচুর কাজের ছড়াছড়ি। ছেলেটা এখনও যথেষ্ট ছোট, এসব কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। পানির পাত্রের একটা ফুটো সারাই করল ডিউক, মেরামত করল বাতাসে খসে পড়া ছাদের একটা কোণ, এবং সূর্য পাটে বসতে সে তার রাইফেল নিয়ে তৈরি হলো। 'ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করে দেখি, বলল ও, 'কোন হরিণ-টরিণ শিকার করা যায় কিনা।'

পশ্চিমের পুরুষ সাধারণত যাত্রাপথেই ওয়াটার হোলের অবস্থান ও জীব-জন্তুর ট্র্যাক মনে এঁকে নেয়। রিজটা আগেও অতিক্রম করেছে ডিউক। ওয়াটার হোলটা থেকে ত্রিশ গজ দূরে, ওপরে উঠে এল ও, মুখে এসে ঝাপ্টা মারছে বাতাস, ব্রাশে শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা মতন পর প্রথমে একটা তারপর আরও দুটো হরিণ দেখতে পেল সে। প্রকাণ্ড একটা বাক বাছাই করে ওটাকে গলায় গুলিবিদ্ধ করল ডিউক। এখান থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। মৃত হরিণটার চামড়া ছাড়িয়ে, ওটার মাংস চামড়ায় মুড়ে

বয়ে আনল কেবিনে।

কফির গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল ওর, সঙ্গে ভাজা বেকনেরও।

কেবিনে প্রবেশ করতে প্রথমে ওর নজর কাড়ল রিংগোর সিঁথি করা চুল। বেথ ও জুলিও পরিপাটি করে নিয়েছে নিজেদের। টেবিলে উঠেছে লাল-কালো একটা টেবিলক্লথ, সব গোছানো নিখুঁতভাবে। হঠাৎ করেই আত্মসচেতন হয়ে উঠল ও।

কয়েকদিনের বাসি দাড়ি গালে ওর, ঘুমোচ্ছে ও যেখানে রাত সেখানে কাত প্রবাদ মাথায় রেখে। চুল আঁচড়ানো আর মুখ-হাত ধোয়া ছাড়া নিজের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দিতে পারেনি ও।

'আমি পরিষ্কার হয়ে আসছি,' বলল ডিউক।

কোট ও শার্ট খুলে ফেলল ও, হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল আন্দাজের ওপর, কিচেন-দরজার পাশে লাগানো ফাটা আয়নাটা দেখে। এবার শার্টটা বার কয়েক ঝাড়া দিয়ে পরে ফিরে এল।

'দুঃখিত, ম্যাম,' বলল, 'আঁধারে শেভ করা গেল না।'

'তাতে কি হলো, মি. ডিউক। বসো প্লীজ।'

নিজের রান্না খেতে খেতে চড়া পড়ে গিয়েছিল পেটে, এখন ও তৃপ্তি করে খেল। দু'টুকরো পাউরুটি ছিল টেবিলে এবং দ্বিতীয় টুকরোটা খেতে শুরু করে হঠাৎ টের পেল আর কারও জন্যে অবশিষ্ট নেই। নিঃশব্দে ওটা খেল ও, নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে মনে মনে জুতোপেটা করল।

'চমৎকার একটা জায়গা পেয়েছ তোমরা,' মন্তব্য করল ও। 'কটা বাছুরও আছে দেখলাম।'

ব্যাখ্যা করল ক্যাটলের বিষয়টা জুলি।

'আমি ব্র্যান্ড করে দেব, মিসেস হোলিওক। আরও অনেক পাল এদিকে আসবে, ছাপ না থাকলে ওগুলোর সাথে সহজেই মিশে যাবে তোমারগুলো।'

'ব্র্যান্ড করলে তো খুবই ভাল হয়, মি. ডিউক।'

সাপারের পর ডিউক উঠে বাইরে গেলে চোখ রাখল ওর প্রতি জুলি। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় সত্যিই সুপুরুষ লোকটা। লম্বা দেহ, চওড়া কাঁধ, হাঁটা-চলার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিটা দেখে রাইডার নয় কাঠুরে মনে হয়। লোকটি সাহসী ভাব দেখাতে না চাইলেও তার ভেতরকার আত্মবিশ্বাস আপনা থেকেই ফুটে বেরোয়। অথচ বেনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কী ভয়ানক অভাবই না ছিল। সে কেমন যেন প্রস্তুত থাকত ব্যর্থতার জন্যে, যদিও মানুষটা ছিল কঠোর পরিশ্রমী এবং আপাতদৃষ্টিতে কঠিন।

জুলি জানে এই ডিউক লোকটা দুর্ধর্ষ আউটলদের শায়েস্তা করে মাত্র কিছুদিন আগেই তার র‍্যাঞ্চের ক্যাটল ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও লোকটার আচরণ কেমন ভদ্র আর লাজুক। জুলি এ-ও জেনেছে লোকটা কারও সাহায্য কামনা করে না, কাজের প্রতি অনুগত অদ্ভুত নিঃসঙ্গ এক মানুষ... তাই রয় গিলক্রিস্ট হয়তো বলেছিল, ওকে না ঘাঁটানোই ভাল।

বাচ্চাদের নিয়ে ওপরে শুলো জুলি, নিচে মেঝেতে বিছানা পাতল ডিউক।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডিউক নেই দেখে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল হঠাৎ করে জুলির। লোকটার উপস্থিতি আশ্চর্য এক নিরাপত্তার অনুভূতি দিচ্ছিল ওকে, এবং উপলব্ধি করল ও গত ক'মাসের মধ্যে গত রাতেই একমাত্র প্রগাঢ় ঘুম হয়েছে ওর।

বিছানা ছাড়তে তৈরি হচ্ছে এসময় গুলির শব্দ পেল জুলি, পরপর দুটো। মই বেয়ে নেমে এসে কফির জন্যে পানি চড়াল ও।

'গোটা দুই তিতির মারলাম,' বলল ডিউক। 'সাইজ মন্দ না।'

সারাটা দিন খুঁজে খুঁজে কাজ করে গেল ডিউক, মাথায় যদিও সর্বক্ষণ ঘুরপাক খেল নিঃসঙ্গ, একাকী মেয়েটির কথা। তাকে খুঁজে

বের করতে হলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার, কিন্তু রয়ে গেল ও বাছুর ব্র্যান্ড করতে, রিজে ভারী গুঁড়ি কাটতে সাহায্য করল রিংগোকে, এবং শিকার করে আনল আরেকটা হরিণ। জুলিকে শিখিয়ে দিল মাংস পাতলা পাতলা করে কেটে কিভাবে শুকোতে হয়।

দু'বার ঘোড়া নিয়ে এলাকা জরিপে বেরোল ডিউক। বেন হোলিওক সেটল করার জন্যে বাজে একটা জায়গা বেছে নিয়েছিল, এখানেও ব্যর্থ হত সে অন্যান্য জায়গার মতই। কাছের মাঠে পর্যাপ্ত ঘাস নেই যে কেটে খড় করা যাবে, এবং বক্স সিক্সের রেঞ্জের সঙ্গে তুলনাই চলে না এখানকার চারণভূমির।

কোন এক গোধূলি বেলায় দুধ দুইয়ে ফিরছিল জুলি এবং ডিউক তখন বসে ছিল ঢালে; পর্বতসারির পেছনে ডুব মারতে দেখছিল সূর্যকে।

'খুব সুন্দর না, মি. ডিউক,' বলল জুলি। 'ঘাসে বাতাসের দোলা দেখতে আমার দারুণ ভাল লাগে।'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল ডিউক। কারণ কেভিন কারেন ইয়ার্ডে এইমাত্র রাইড করে ঢুকল।

ষোলো

ডিউককে দেখে লাগাম টেনে ধরল কারেন, ওর মুখের চেহারায় খুশির ছাপ ফুটে উঠেছে বলা যাবে না।

'ভেবেছিলাম পাততাড়ি গুটিয়েছ তুমি,' বলল। 'বুড়োর চাকরি

ছেড়েছ শুনেছি।' সামান্য কাত হলো ওর ঘোড়া, ওটাকে সোজা করে বলে চলল ও, 'ভাল করেছ, ওর জন্যে নিজের কল্লা দিতে যাবে কেন তুমি।'

'সেজন্যে চলে এসেছি কে বলল তোমাকে?' ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর ডিউকের। 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং সব সময়ই করি।'

'তোমার ধারণা আমি করিনি?'

'তার জবাব তুমিই ভাল জানো। তোমাকে যখন বুড়োমানুষটার দরকার ছিল তখন চলে গেছ তুমি। যোগ দিয়েছ গিয়ে শত্রুদের দলে।'

'সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'একটা সময় ছিল যখন কেউ একথা বললে পিস্তল ড্র করতাম আমি,' বলল ডিউক, 'কিন্তু তুমি জানো কথাটা সত্যি নাকি মিথ্যে, আমিও জানি, কাজেই তুমি কি বললে না বললে তাতে কিছুই এসে যায় না।'

কেভিন কারেনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ডিউকের মুখে, শীতল, হীন ওর অভিব্যক্তি।

'তোমাকে কখনও সহ্য করতে পারিনি আমি,' বলল সে। 'তোমার আমার রাস্তা আলাদা।'

'প্রশংসা শুনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার মুখ ঝট করে ঘুরিয়ে রওনা হলো কারেন। ওর চলে যাওয়া দেখে জুলির দিকে তাকাল ডিউক। 'আমি দুঃখিত, মিসেস হোলিওক। ও বোধহয় তোমার কাছে এসেছিল।'

'আসুকগে।' দু'মুহূর্ত নীরবতার পর বলল জুলি, 'আমি অবাক হয়েছি, মি. ডিউক। লোকে বলে তুমি নাকি মারকুটে লোক, অথচ কত সুন্দরভাবে গোলমাল এড়িয়ে গেলে।'

'তুমি ছিলে যে,' বলল ডিউক। 'কোন ভদ্রমহিলার সামনে ফাইট করি না আমি।'

'ধন্যবাদ।'

একসঙ্গে কেবিনে হেঁটে ফিরল ওরা, দরজা মেলে ধরল ডিউক জুলির জন্যে। ও ভেতরে ঢুকলে নিজে ফিরে এল আবার সেই ঢালে।

শেষ সূর্যচ্ছটাও মিলিয়ে গেছে তখন, উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে একটা দুটো তারা। রাতের বাতাসে নুয়ে পড়ছে ঘাস, পাহাড়সারি নিরীখ করছে ডিউকের চোখ। সারাদিনের কাজ সেরে এখানে বসে থাকার মধ্যে অদ্ভুত এক প্রশান্তি রয়েছে, সাপার তৈরি হচ্ছে ভেতরে, ঘরোয়া কণ্ঠস্বরের অনুচ্চ বিড়বিড়ানি। গোটা জীবন এ ব্যাপারটা মিস করেছে ও... শেষ কবে জানি মহিলা আছে এমনি বাড়িতে বাস করেছে সে?

'সেই বাড়ি ছাড়ার পর আর না,' আওড়াল আপন মনে। 'চোদ্দ বছর বয়সে চাচা-চাচীর বাড়ি ছেড়েছিলাম।'

গ্রেডিং ক্যাম্প, কাউ ক্যাম্প, মাইনিং ক্যাম্প...ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে মনের মিল হয়নি ওর। কারও সঙ্গে আলাপ জমানোর গুণ ছিল না তার। তাছাড়া স্টক, রেঞ্জের অবস্থা এসব ছাড়া আর কি জানেই বা সে? মেয়েরা কেন আগ্রহ বোধ করবে তার প্রতি?

অনুভব করছে ও স্যাডল চাপিয়ে কেটে পড়া দরকার—এখানে পড়ে থাকার কোন অর্থ নেই। কিন্তু তারপরও নড়তে পারেনি। তারাদের ফুটতে দেখছে ও, ভাবছে কারেনের কথা।

লোকটার স্যাডলের নিচে চোরাকাঁটা আছে। পিন্ডারের সঙ্গে চলে গেল না কেন সে? রয়ে গেল কেন? আমার জন্যে। ভাবনাটাকে দূর করে দিল ও ঝেঁটিয়ে। ওর সঙ্গে কেভিন কারেনের

কি···কোন মনোমালিন্য থাকা উচিতও নয়। তবু কড়া কড়া বাতচিত করে গেল লোকটা। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে? নাকি ডিউককে এখানে দেখে মনে দাগা পেয়েছে?

জুলিকে পছন্দ তার? অসম্ভব কি, মহিলার চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য আকর্ষণীয়।

মহিলা দেখতে ভাল, কিন্তু সবার ওকে পছন্দ হবে না। ও অনেকটাই ডিউকের মনের মত। কতখানি দুঃসাহস দরকার দুই বাচ্চা নিয়ে এরকম একটা জায়গায় ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হলে, বিশেষত টাকা-পয়সারও যখন কোন আমদানী নেই। মান্ধাতা আমলের বেপরোয়া মনমানসিকতা একেই বলে।

কাল সকালেই বিদায় হওয়া দরকার। বাচ্চা দুটোর মায়ার বাঁধনে কেমন জানি জড়িয়ে যাচ্ছে সে। চিঠি লিখিয়েকে সন্ধান করে বের করতে হলে টাকা-পয়সা ফুরানোর আগে কাজটা সারতে হবে, এবং অবশ্যই আর কেউ মেয়েটির নাগাল পাওয়ার আগেই।

কাল সকাল, মনে মনে বলল ও, কিন্তু সাড়া পাচ্ছে না ভেতর থেকে। সমস্যা হচ্ছে, আরাম বোধ করছে সে, এতে আর আশ্চর্য কি··· শেষ কবে এই অনুভূতি হয়েছে তার সে নিজেও কি জানে?

দরজা খুলে গেল হঠাৎ। 'মি. ডিউক, সাপার হয়ে গেছে,' বলল জুলি।

সারাটা সাপার কিছু বলার চেষ্টা করে কেবল উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে গেল ডিউক। অবশেষে বলল, 'আমার এবার ভেসে পড়া উচিত। তোমাদের অন্ন আর কত ধ্বংস করব।'

'তুমি তো আমাদের সাহায্য করছ,' বলল রিংগো। 'শিকারের হাত এখনও পাকেনি আমার। এত পাখি আগে কোনদিন পাইনি আমরা।'

'মাঝেমধ্যে গদা দিয়ে পিটিয়ে মারতে পারো পাখি। অনেককে

এভাবে মারতে দেখেছি।'

জুলি চেয়ে ছিল ওর দিকে এক দৃষ্টিতে, ও মুখ তুলতে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল, ডিউক ভেবে পেল না লালিমা দেখল কেন ওর গালে। 'জানি তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে,' বলল জুলি। 'আমি···তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ।' হঠাৎ ওর দিকে তাকাল মহিলা। 'জানোই তো দুঃসময় যাচ্ছিল আমাদের।'

'তুমি থেকে যাও না, অ্যাই,' সহসা বলে উঠে চমকে দিল সবাইকে বেথ।

'হ্যাঁ, থাকো না,' এবার অনুরোধ করল রিংগো। 'প্লীজ।'

হতচকিত ডিউক মুখ তুলে চাইতে জুলির চোখে নীরব সমর্থন দেখতে পেল। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ঝট করে চোখ ফিরিয়ে নিল জুলি।

'আবার আসব আমি,' বলল ডিউক। পকেট হাতড়ে কিছু টাকা বের করল—সাপ্লাই কেনার পর খুব বেশি কিছু বাঁচেনি। 'এপথে ফিরব যখন কিছু খেতে দিতে হবে না আমাকে? এগুলো রাখো,' বলল ও। 'খাওয়ার বিল মেটাচ্ছি মনে কোরো না, কিন্তু আমি এখানে নির্ভাবনায়, খোলা মন নিয়ে ফিরতে চাই।'

'সেজন্যে টাকা দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই,' বলল জুলি। 'যখন খুশি আসতে পারো তুমি। আমরা খুশি হব এলে।' তারপর অতিরিক্ত আগ্রহের প্রকাশ না ঘটিয়ে বলল, 'স্টেজ থামে না বলে মানুষ-জনের সঙ্গ পাই না আমরা। বাচ্চাদেরও সেজন্যে মন খারাপ থাকে।'

'বুঝতে পারি···'

সকালে রওনা হলো ডিউক। পিছুটান অনুভব করছিল ও শেষদিকে, যেতে চাইছিল না, কামনা করছিল মনেপ্রাণে জুলি ওকে থেকে যেতে বলুক, নিজেও অবশ্যি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি।

কেন বিদায় নিল ওদের কাছ থেকে ডিউক নিজেও জানে না। নিজেকে আস্ত একটা গর্দভ মনে হচ্ছে ওর। কোথাকার কোন্ মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ও, যেন রাজপুত্র চলেছে রাজকন্যার সন্ধানে—যত্তসব ফালতু কাজ।

বুঝতে পারছে ঘটে সামান্যতম বুদ্ধি থাকলে এখুনি ফিরে যাওয়া উচিত ওর, কিন্তু পারল না। পুবে চলেছে ও, কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করছে না টাম্বলউইডের প্রতি। দু'বার ব্রাশ লাইনড রোডের পাশে দুটো স্তূপ দেখেও থামল না সে।

জুলির মত মহিলাকে কোন পুরুষমানুষ সচরাচর কি বলে থাকে? মানে, কথার কথা যদি ধরে নাও ডিউক সেটল করতে চায়... কি বলবে সে?

রাত নেমে গেলেও জবাবটা জানা হলো না ওর। এখন ক্যাম্প করার সময়। রাস্তার পাশে ঘোড়ার লাগাম টেনে, নিচু একটা রিজ পেরিয়ে একটা অ্যারোয়োতে প্রবেশ করল। ঘোড়াটাকে সহসা সঙ্কুচিত হতে দেখে সামনে চেয়ে একটা কঙ্কাল দেখতে পেল ডিউক। আঁধারে ঠাহর করা যাচ্ছে না পরিষ্কার, তবে বোঝা যায় কয়োটরা ফিস্টি করে গেছে, কিন্তু পড়ে রয়েছে ওটা, কাছেই একটা ঘোড়ার হাড়-গোড়, দড়ি-দড়া ঝুলছে এখনও। আর ওই যে স্যাডলটা।

আরেকটু এগোল রাইড করে ডিউক, জুনিপার ও পাথরস্তূপের মাঝে একটা কোণ খুঁজে পেয়ে সেটল করল রাতের জন্যে।

পেছনের ওই লোকটা...ওভাবে মারা যাবে খুব সম্ভব সে নিজেও, এবং কারও তাতে কিছু এসেও যাবে না। একাকী রাইড করলে মরার সময় তুমি সঙ্গী পাবে কই?

'ভেব না, মিস্টার,' চেঁচিয়ে বলল ডিউক। 'সকাল হোক তোমার ব্যবস্থা করব।'

সহজে ঘুম এল না ওর, দীর্ঘক্ষণ নক্ষত্রদের সঙ্গে আলাপনের পর দু'চোখ দখল করে নিল ঘুম।

রোদ মুখে লাগতে সকালে ঘুম ভাঙল ওর। উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা আগুন জ্বালল ও, খানিকটা কফি তৈরি করে হরিণের মাংসের একটা টুকরো সেঁকে নিল। খাওয়া সেরে সটান উঠে দাঁড়াল, প্যান্টের পেছনে ছুরিটা মুছে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল স্ক্যাবার্ডে। মিসেস হোলিওকের রান্নার মত তৃপ্তি না পেলেও কাজ চলে যাবে এতে।

স্যাডল আপ করে উইনচেস্টারটা তুলে নিল ডিউক এবং পায়ে হেঁটে ফিরে এল মৃতদেহটার কাছে।

ঘটনাটা এখন দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। পা ভেঙে গেছিল ঘোড়াটার, এবং স্যাডলের অবস্থান ও লাশের বুকে ছড়িয়ে থাকা চূর্ণবিচূর্ণ হাড়-গোড় দেখে বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না।

কেউ, সম্ভবত কোন ইন্ডিয়ান, লোকটার রাইফেল আর পিস্তল নিয়ে গেছে, অবশ্য আদৌ যদি বহন করে থাকে সে ওগুলো।

কবর খোঁড়া হলে কঙ্কালটা ধরে তুলল ডিউক এবং এ সময় খসে পড়ল খানিকটা বালি, বেরিয়ে এল শরীরের নিচে থেকে অক্ষত কোটের একাংশ। কোটের কিনার ঘেঁষে নিচে আর উড়ন্ত বালিতে ঢাকা পড়ে আছে মৃত লোকটির স্যাডলব্যাগগুলো।

শুকিয়ে শক্ত হয়ে এসেছে ওগুলো, কিনারাগুলো কুঁকড়ে সাদা মত হয়ে গেছে, স্যাডলটার মত। টেনে ওগুলোকে আলাদা করতে চাইল ডিউক লেদার স্ট্র্যাপটা আলগা করতে না পেরে, এবং ঝরঝর করে মাটিতে ঝরে পড়ল একগাদা স্বর্ণমুদ্রা।

হকচকিয়ে গিয়ে ওগুলোর দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে রইল ও, তারপর চকিতে দেখে নিল চারপাশটা।

আশপাশে কেউ নেই—ও একা।

গোড়ালির ওপর বসে পড়ে মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে নিল ও। গুনে

পেল তিনশো বিশ ডলার, এবার স্যাডলব্যাগগুলো ঝাঁকাল আবার। আরও পাঁচটি স্বর্ণ ঈগল খসে পড়ল মাটিতে, ওগুলোও তুলে নিল ডিউক।

চারশো বিশ ডলার—এক বছরের বেতনের চেয়েও বেশি, ওর হাতের মুঠোয়। এবং টাকাটা ওর—পড়ে পাওয়া মাল যে পায় তার।

স্যাডলব্যাগগুলো হাতড়ে হাতড়ে দেখল ও, কিন্তু কোন চিঠি-পত্র বা কাগজ থেকে থাকলেও এতদিন উড়ে গেছে বাতাসে। দাফন সম্পন্ন করে, প্রকাণ্ড কটা পাথর দিয়ে স্তম্ভ গড়ে, ঘোড়ায় গিয়ে চড়ে বসল ডিউক।

চারশো বিশ ডলার! শহরে গিয়ে মৌজ করবে সে। জীবনে এই প্রথমবার শিকে ছিঁড়ল ওর ভাগ্যে।

সকোরোতে গিয়ে একটা ক্যান্টিনার উদ্দেশে রাইড করল ও।

দেখতে পেল স্টেজ দাঁড়িয়ে রাস্তায়, এবং রয় গিলক্রিস্ট ছাদে চাপাচ্ছে একটা ট্রাঙ্ক। চারদিকে চেয়ে ডিউককে দেখতে পেয়ে বলল, 'অ্যাই, একটু হাত লাগাও তো।'

দু'জন মিলে ওটা ছাদে তুলে বেঁধে দিল। দু'হাত ঝেড়ে চিন্তিত চোখে ডিউকের দিকে চাইল রয়। 'মিসেস হোলিওকের ওখানে ছিলে শুনলাম। আমি তো ভাবলাম শিগ্‌গিরই একটা সুখবর পাব।'

ডিউকের চোখ মাটিতে, রক্ত উঠে এসেছে মুখে। 'জানোই তো, রয়, আমি ভবঘুরে টাইপের লোক, কোন বাঁধনে জড়াই না।'

'কিন্তু এভাবে আর কতদিন? দেখো, ডিউক, এবার কিন্তু তোমার একটা বিয়ে-সাদী করে সেটল হওয়া দরকার। ওর মত মেয়ে কিন্তু পাবে না।'

'মানলাম। কিন্তু আমার কি আছে যে ও আমাকে পছন্দ করবে?'

খলখল করে হেসে উঠল রয়। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ওকে করোগে যাও। একটা কথা জেনে রেখো, মেয়েরা সাধারণত

মানুষ চিনতে ভুল করে না। আর তোমার যে জিনিসটা আমার ভাল লাগে সেটা হচ্ছে তুমি তোমার কাজের প্রতি সৎ, বিপদ দেখলে পিছপা হও না।'

'হ্যাঁ, আমার স্মৃতিফলকে লিখতে পারবে, "ও কখনও বিপদকে ভয় পেত না।" আর দেখবে এটাই আমাকে খাবে।'

'ভাল কথা, কেভিন কারেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ও কিন্তু খেপে বোম হয়ে আছে তোমার ওপর।'

'ব্যাপারটা একতরফা। ওর প্রতি আমার কোন রাগ নেই।'

'ও পিন্ডারের সঙ্গে কিছুদিন ছিল না?'

'জানি না, পুরানো কথা মাথায় রাখি না আমি।'

'কি করবে এখন?'

'গলা পর্যন্ত গিলব। তারপর ঘুম ভাঙলে মন্টানা, অরেগন বা দূরে অন্য কোথাও চলে যাব।'

রাস্তা অতিক্রম করে ক্যান্টিনায় প্রবেশ করল সে।

'হার্নান্দেজ,' বলল ও, 'একটা বোতল আর ওই টেবিলটার ব্যবস্থা করো।' কথাগুলো বলতে না বলতে পেছনে দরজাটা ভেতরদিকে দোল খেল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ডিউক। কেভিন কারেন।

'শুনলাম শহরে এসেছ,' বলল কারেন। 'তাই এলাম বাড়ির বাইরে ভালমানুষটার কাণ্ড-কারখানা দেখতে।'

আচম্বিতে একটা অসহিষ্ণু বোধ পেয়ে বসল ডিউককে। ঝামেলা চায় না ও, কিন্তু কখনও কখনও এমন সময় আসে ঝামেলায় না জড়িয়ে উপায় থাকে না। সহসা উপলব্ধি করল ওদের একজন এ শহর ছাড়ছে; এবং সেটা ও নয়। এখানে থাকবে ডিউক, সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে।

বারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে কারেনকে লক্ষ

করছে ও।

কারেন ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে পা ফাঁক করে, দৃষ্টি নিবদ্ধ ডিউকের দিকে। ক্যান্টিনায় ওরা ছাড়া আর মাত্র দু'জন লোক উপস্থিত এমুহূর্তে, হার্নান্দেজ ও রয় গিলক্রিস্ট। দ্বিতীয় জন সাইড ডোর দিয়ে প্রবেশ করেছিল।

'কারেন, আমি নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি। কোন গোলমাল চাই না।'

'কেন? পিলে চমকে গেছে?'

'না, স্রেফ ঝামেলা এড়াতে চাইছি। তুমি রাগ পুষে রেখেছ কারণ পালিয়েছিলে তুমি, আমি না। আমার কোন ক্ষোভ নেই, কাজেই গণ্ডগোল পাকাতে চেয়ো না।'

'যদি পাকাই? কি করবে তুমি?'

কারেন দীর্ঘদেহী, প্রশস্ত, শক্তিমান লোক, ক্ষিপ্ত মনোভাব তাকে এ মুহূর্তে মরিয়া করে তুলেছে আরও। 'যেখানেই যাই,' বলল ও, 'শুনি হ্যারী ডিউক নাকি মহা শক্তিশালী, কঠিন এক লোক। কিন্তু আমি কখনোই তোমার তৈরি কোন কবরস্থান দেখিনি।'

কারেনের দিকে ইচ্ছে করে পিঠ ফিরিয়ে বোতলটা তুলে নিল ডিউক, পছন্দসই টেবিলটার দিকে পা বাড়াল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পা ফাঁক করে। এবার ভরে নিল একটা গ্লাস।

'জাহান্নামে যাও তুমি, ডিউক!' গর্জে উঠল কারেন। 'কান খুলে আমার কথা শুনে নাও!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, শুনব। এসো, একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসো।'

লম্বা লম্বা দু'কদমে টেবিলের কাছে এসে, হাত ঝাপটায় বোতলটা আর গ্লাসটা এক কোণে উড়িয়ে ফেলল কারেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে,' শান্ত স্বরে বলল ডিউক, 'ড্রিঙ্ক করতে না

চাইলে খাবারের অর্ডার দিচ্ছি। খেতে খেতে কথা বলা যাবে। আমি তো চলে যাচ্ছি না।'

'তুমি আরনউইনকে খুন করেছ। ও আমার স্যাডল পার্টনার ছিল।'

চোখ তুলে চাইল ডিউক। হাসি মুছে গেছে ওর, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। 'ও একটা নিচু জাতের রাসলার, এবং ও আমাকে হত্যা করতে এসেছিল।'

পিস্তলে থাবা পড়ল কারেনের, এবং ডিউক, টেবিলের নিচে আগেই পা ঠেকিয়ে রেখেছিল, এবার প্রচণ্ড এক লাথিতে ওটাকে উল্টে দিল কারেনের গায়ে।

তারপর সিধে হলো সে, গানবেল্ট খুলে হার্নান্দেজের সামনে বারে রাখল, কেভিন কারেন ছিটকে পড়ে গেছিল, উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন। ডিউক ওর কাছে হেঁটে গিয়ে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। মুখে ঘুসিটা খেয়ে টলে উঠলেও, পরক্ষণে সামলে নিয়ে তেড়ে এল কারেন। ওর জোরাল মুষ্ট্যাঘাত চোয়ালে হজম করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ডিউক, ওঠার চেষ্টা করতে দ্বিতীয় আরেকটা এসে পড়ল নাকে, দরদর ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। টলতে টলতে পিছু হটে বারে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ডিউক। কারেনের রক্তাক্ত মুখ হাসিতে ঝলকাচ্ছে। 'পিট্টি খেতে চাইলে যত খুশি খাওয়াব,' বলল ও। 'হাতাহাতি লড়াইয়ে কেউ এখনও জিতে যেতে পারেনি আমার সাথে, পারবেও না।'

বডি ডজ দিয়ে, ডান হাতে আরেকটা ঘুসি ঝাড়ল কারেন চোয়ালে। ধোঁয়াটে স্বাদ এখন ডিউকের মুখের ভেতর, একটা দাঁত ভেঙে গেছে টের পাচ্ছে। কারেন পাঞ্চ ঝাড়তে জানে, শুধু তাই ন', মুঠোর ব্যবহারে রীতিমত পোক্ত লোকটা। এক মহিলাকে,

এগিয়ে এল ও ডিউকের উদ্দেশে, ধোঁকা দিয়ে প্রতিপক্ষের ডান হাতের ঘুসিটা এড়িয়ে, দমাদম দুটো পাঞ্চ কষাল তলপেট বরাবর।

আধ কদম এবার পিছে সরল কারেন, আশা করছে ডিউক ভূপাতিত হবে, কিন্তু ডিউক ওকে হতাশ করল, ওর ডান-বাঁ হাতের দুটো ঘুসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, মুখে এসে লাগল কারেনের বাঁ হাতের প্রচণ্ড একটা, এবং তারপর আঁচমকা ডিউক মাথা নামিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল কারেন। সাইড-স্টেপ করতে চেয়ে গুঁতো খেল একটা টেবিলে; আছড়ে পড়ল প্রতিপক্ষের ওপর ডিউক, কারেনকে নিয়ে উল্টে পড়ল টেবিলসুদ্ধ।

ডিউকের ত্বরিত পতনটা হলো কারেনের পেট সোজা, একটা হাঁটু চালিয়ে দিয়েছে সে ধাঁই করে। পরক্ষণে ডিউক উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে কারেনও তাই করতে গেল এবং চিবুকে হাঁটুর গুঁতো খেয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

কারেন গড়ান দিয়ে সরে যেতে ডিউক লাফিয়ে জায়গা করে নিল, এবং কারেন উঠে দাঁড়াতে দু'পা এগিয়ে ওর মাথা ও দেহ লক্ষ্য করে দু'হাতে হুক ঝাড়তে লাগল। হতবিহ্বল কারেন পিছিয়ে গিয়ে থিতু হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু এখন দ্বিগুণ জোর এসে গেছে ডিউকের গায়ে, ওর ডান হাতের হুকটা অল্পের জন্যে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেলেও পরমুহূর্তে ঠিকই কনুই মেরে দিল কারেনের নাকের পাশে।

ক্রুদ্ধ দুই প্রতিপক্ষ পায়ে পায়ে লড়ে চলেছে, ঠাণ্ডা মাথায়। মুখের পাশে যেন হাতুড়ির বাড়ি এসে পড়ল এবার ডিউকের, টলে ওঠার সময় কারেনের বাহু আঁকড়ে ধরে সজোরে ধাক্কা দিল পিয়ানোটার গায়ে। বিচিত্র শব্দ তুলল ওটার ওপর কারেনের দেহ।

[illegible]রে সিধে হওয়া মাত্র বাঁ হাতি ঘুসিটা ঝাড়ল ডিউক বিপক্ষের সোলার প্লেক্সাসে। হাঁটু দুমড়ে পড়ে যাচ্ছে কারেন, ডান হাতে একই জায়গায় আরেকটা আঘাত হানল ডিউক। দড়াম করে

পড়ে গেল কারেন এবং ওকে কলার ধরে টেনে তুলে ইচ্ছেমত গায়ের ঝাল ঝাড়ল ডিউক তিন তিনটা প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান লোকটা এবার মেঝেতে সটান হতে বাধ্য হলো, পড়ে গিয়ে আর নড়ল না।

ওর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিউক, কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ, শার্টটা ছিন্নভিন্ন, মুখ রক্তাক্ত।

শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ও।

'ড্রিঙ্ক নাও,' বলল হার্নান্দেজ, 'বোতল দিচ্ছি।'

'লাগবে না,' ফাটা ঠোঁটের ফাঁকে অস্পষ্ট সুরে আওড়াল ডিউক।

ভাবছে ও। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে চেষ্টা করছে। মারধর হজম করে মনে যে ধোঁয়াশা, যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল সহসা কেটে যেতে শুরু করেছে সেটা।

চারশো বিশ ডলারের সোনা...বেন হোলিওক গরু কিনতে রওনা দিয়েছিল...সে আর ফেরেনি...পুবে একদিনের যাত্রাপথে একটা কঙ্কাল...শুকনো স্যাডল ও স্যাডলব্যাগ...কেমন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?

বারের কিনারে দু'হাত রাখা ওর, নাক বেয়ে রক্ত পড়ছে দরদর করে, রক্তের স্বাদ মুখেও। থুথু ফেলল ও। মাথাটা ঘুরছে ওর। হাত বাড়িয়ে গানবেল্ট নিয়ে ঘোরের মধ্যে পরে ফেলল। কে একজন হ্যাটটা তুলে দিল ওর হাতে।

'মি. ডিউক?'

এ হতে পারে না। অসম্ভব। সকোরোতে কিভাবে? রক্তাক্ত, ফাটা মুখটা ফেরাতে দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেল এক মহিলাকে, আলোর বিপরীতে দেহকাঠামো তার। মুখটা দেখতে পাচ্ছে না ও। শুধু একটা ড্রেস, চমৎকার, শালীন একটা ড্রেস।

'মি. ডিউক? বাসায় যাবে চলো।'

ওর দিকে চেয়ে রইল ডিউক। বাসা? ওর আবার বাসা কোথায়? মহিলার উদ্দেশে এক পা বাড়াতে ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, কিন্তু বাহুর নিচে হাত দিয়ে ওকে ততক্ষণে ধরে ফেলেছে মহিলা।

'মি. গিলক্রিস্ট? আমাকে একটু সাহায্য করবে? ভয় করছে আমার, ও ভীষণ রকমের আহত।'

'ও আহত? ওকে তুমি কুড়াল মেরেও আহত করতে পারবে না, ম্যাম। এমনই খচ্চরের খচ্চর!'

নিজেকে অতিকষ্টে খাড়া করল ডিউক। 'কেন এসেছ এখানে?' প্রশ্ন করে দুলে উঠল সামান্য। রক্তমাখা ঠোঁটে চেপে ধরল ব্যান্ডানা।

সাদামাঠা মহিলা, বলেছিল কে যেন, কিন্তু এখন ওকে পরীর মতন লাগল ডিউকের চোখে।

'আমার...আমাদের তোমাকে প্রয়োজন, মি. ডিউক। আমি...আমরা তোমাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছি...জানি না কেন এমন হচ্ছে...বাচ্চারাও তোমার জন্যে অস্থির...'

'বক্স সিক্স,' বলল ডিউক, 'খুব ভাল আউটফিট। এই টাকায়... তোমাদেরই টাকা...এই টাকায় বেশ কিছু স্টক কিনতে পারব আমরা ডেভিডের কাছ থেকে। শুরুটা অন্তত করতে পারব আমরা।'

খানিক গড়াগড়ি করে উঠে দাঁড়াল টলমল পায়ে কারেন, যন্ত্রণায় বিকৃত দেখাচ্ছে ওর মুখ। একটা পাশ চেপে ধরে ওদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখল ও দরজা দিয়ে। 'সর্বশক্তিতে আঘাত করেছি আমি ওকে, কিন্তু তারপরও ও তেড়েফুঁড়ে এসেছে।'

বারে টলটলায়মান দেহের ভর চাপাল কারেন, চোখ তার দরজাটার দিকে নিবদ্ধ, তখনও দুলছে ওটা।

বাইরে পকেট হাতড়াচ্ছে ডিউক। মুঠো ভরে তুলে আনল একগুচ্ছ পুরানো কাগজ। 'তুমি...তুমি এগুলো লিখেছ, না? সে রাতে ঘাসের বুকে বাতাসের দোলার কথা বলছিলে, আর—'

'ভীষণ একা ছিলাম যে। মন খুলে কথা বলতে কার না সাধ জাগে...তাই চিঠি লিখে ছেড়ে দিতাম।'

'কে বলল একা ছিলে?' বলে উঠল ডিউক। 'আমি ছিলাম। আমি।' ওদিকে, পেছনে মাথা নাড়ছে কারেন সেলুনের ভেতর। 'ওকে মেরেছি আমি,' বলছে সে। 'গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেরেছি। অথচ...ও মানুষ না আর কিছু?'

'ওর নাম ডিউক,' বলল রয় গিলক্রিস্ট। 'এবং সেটাই যথেষ্ট।'

***

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900